فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ـ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ـ

"আপনার রবের শপথ। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ও শয়তানকে কিয়ামতের ময়দানে সমবেত করিব। অতঃপর তাহাদিগকে অধঃমুখ করিয়া জাহান্নামের কিনারে উপস্থিত করিব।" –সূরা মরিয়ম

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ـ

"আর আপনার জন্য দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত বহুগণে উত্তম।" – (সূরা দোহা)

আখেরাত

আখেরাত

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা বশির উদ্দিন

প্রকাশনায়

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা–১২১১

ফোন ঃ ৭৩১৫৮৫০

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আখেরাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে রাখা হইলে কবর বলিতে থাকে হে অমুক! কিসে তোমাকে আমার ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল? তুমিতো জানিতে আমি পরীক্ষার ঘর, অন্ধকার স্থান, নির্জন প্রকোষ্ঠ এবং পোকামাকড়ের বাসা। আমার সম্পর্কে তোমাকে কিসে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল যে, তুমি আমার উপর দিয়া অহংকারের সাথে চলাফিরা করিতে? পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়। তখন তাহার পক্ষ হইতে কেহ উত্তর দিতে থাকে যে, তুমি তো জাননা এই ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকিয়া সৎকার্যের আদেশ করিত আর অসৎ কার্যে বাধা প্রদান করিত। তখন কবর বলে, তাহা হইলে আমি তাহার জন্য একটি সবুজ বাগানে পরিণত হইয়া যাইব। তাহার দেহ নূরে পরিণত হইয়া যাইবে এবং রূহ আল্লাহ্ পাকের কাছে চলিয়া যাইবে। হযরত উবায়দ ইবনে ওমাইর লায়ছী (রাঃ) বলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দেওয়ার পর কবর তাহাকে বলিতে থাকে। আমি নিঃসঙ্গ, অন্ধকার এবং নির্জন ঘর। যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে জীবন কাটাইয়া থাক তাহা হইলে আজ আমি তোমার জন্য রহমত হইয়া যাইব। পক্ষান্তরে যদি তুমি তাহার নাফরমানীতে জীবন কাটাইয়া থাক, তাহা হইলে আজ আমি তোমার জন্য আযাবে পরিণত হইব। আমি এমন এক ঘর, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত হইয়া আমার ভিতর প্রবেশ করিবে সে খুশী হইয়া বাহির হইবে। আর যে ব্যক্তি নাফরমান হইয়া প্রবেশ করিবে সে ধ্বংস হইয়া বাহির হইবে।

মুহাম্মদ বিন ছবীহ (রাঃ) বলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর যখন তাহার আযাব হইতে থাকে। তখন তাহার প্রতিবেশী মৃত ব্যক্তিরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলে, হে অমুক! তুমি তো দুনিয়াতে আমাদের প্রতিবেশী ছিলে। আমাদিগকে দেখিয়া তুমি কি শিক্ষা পাও নাই? তোমার পূর্বে যাহারা দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে তুমি কি কোন চিন্তা কর নাই? তুমি কি দেখ নাই যে, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া গিয়াছে? তুমি তো অবকাশ পাইয়াছিলে- তুমি কেন এই গুলি পুরা করিয়া আস নাই যাহা তোমার আপন লোকেরা করিয়া যাইতে পারে নাই। যমীনের বিভিন্ন অংশ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতে থাকে- হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপ দেখিয়া ধোঁকায় নিমজ্জিত ব্যক্তি। তোমার পরিবার বর্গ ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে যাহারা যমীনের উদরে উদরস্থ হইয়াছে তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর নাই কেন? তোমার পূর্বে তাহাদিগকেও দুনিয়া ধোঁকা দিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের মৃত্যু তাহাদিগকে কবরের ভিতর লইয়া আসিয়াছে। তুমি দেখিয়াছ যে তাহারা কাঁধে উঠিয়া গন্তব্যস্থলের দিকে চলিয়াছিল। *আর সেখানে না গিয়া তাহাদের উপায় ছিল না। তুমি কি একটুও চিন্তা কর নাই যে* তোমাকেও একদিন এইভাবে কবরের উদরে প্রবেশ করিতে হইবে?

হযরত ইয়াযীদ রোকাশী (রহঃ) বলেন- আমি শুনিয়াছি যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হইলে তাহার আমলসমূহ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া লয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে কথা বলার সুযোগ দেন। ইহারা বলিতে থাকে হে গর্তে একাকী পড়িয়া থাকা আল্লাহ্র বান্দা! তোমার পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধব তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ছাড়া তোমার সঙ্গী কেহই নাই।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, নেককার বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তাহার আমলসমূহ যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ প্রভৃতি তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া লয়। আযাবের ফিরিশতা যখন তাহার পায়ের দিক হইতে আসার জন্য প্রস্তুত হয় তখন নামায বলিতে থাকে যে, তাহার থেকে দূরে থাক। কেননা এই ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ইবাদতের উপর সারারাত্র দাঁড়াইয়া থাকিত। অতঃপর ফিরিশতা যখন তাহার মাথার দিক থেকে আসিতে প্রস্তুত হয় তখন রোযা তাহাকে বলিতে থাকে যে, এইদিক দিয়া তোমার আসার পথ নাই। এই ব্যক্তি রোযা রাখার কারণে দুনিয়াতে অনেক পিপাসিত থাকিত। অতঃপর এই ফিরিশতা শরীরের দিক থেকে আসার জন্য প্রস্তুত হয়। তখন হজ্জ ও জিহাদ তাহাকে বলিতে থাকে যে, এখান থেকে পৃথক থাক। কেননা সে হজ্জ করিবার জন্য এই শরীর দ্বারা বহু পরিশ্রম করিয়াছে। আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে। সুতরাং এই শরীরে তোমার কোন প্রভাব খাটিবে না। ফিরিশতা তাহার হাতের দিক থেকে আসার চেষ্টা করিবে। তখন যাকাত, দান প্রভৃতি বলিতে থাকিবে যে, আমার বন্ধু হইতে দূরে থাক কারণ এই হাতের দ্বারা সে বহু দান খয়রাত করিয়াছে। আর তাহার এই দান খয়রাত আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন। অতপর এই নেককার মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে যে, তোমার প্রতি মোবারকবাদ। তুমি পবিত্র অবস্থায় জীবিত ছিলে আবার পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুও বরণ করিয়াছ। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা তাহার কাছে আগমন করে এবং তাহার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয়। তাহাকে জান্নাতের জান্নাতী পোশাক পরিধান করাইয়া দেওয়া হয়। তাহার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায় ততদূর পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। জান্নাত হইতে একটি ঝুলন্ত বাতি তাহার কবরে চলিয়া আসে। কবর হইতে হাশরের ময়দানে উঠার পূর্ব পর্যন্ত ইহার আলোর মধ্যে তিনি কবরে অবস্থান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ইবায়দ বিন উমাইর (রাঃ) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হইয়া ছিলাম। তখন রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে মৃত ব্যক্তিকে কবরে উঠাইয়া বসানো হয়। সে তাহার সাথীদের পায়ের আওয়াজও শুনিতে পায়। তখন কবর ব্যতীত অন্য কোন কিছু কথা বলে না। কবর বলে- হে দুর্ভাগা! আমার সম্পর্কে কেহই ভয় প্রদর্শন করে নাই? অথচ আমি একটি ভয়ঙ্কর, দুর্গন্ধময় এবং পোকামাকড়ের সংকীর্ন ঘর। তুমি আমার ভিতর অবস্থান করার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছ?

কবর আযাব এবং মুনকীর নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক আনসারী ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার জন্য গিয়াছিলাম। তাহার দাফনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নিচু করিয়া তাহার কবরের পার্শ্বে বসিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নিম্নোক্ত দুআ করিলেন- "ইলাহি! আমি তোমার কাছে কবর আযাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" অতঃপর তিনি বলিলেন যে, ঈমানদার যখন ইহজগত ত্যাগ করিয়া আখেরাতের দিকে পাড়ি জমায় তখন আল্লাহ পাক তাহার প্রতি এক ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তাহার চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। তাহার সাথে খোশবু এবং কাফন থাকে। সে আসিয়া এই ব্যক্তির চোখের সামনে বসে। যখন তাহার রূহ দেহ ত্যাগ করিতে থাকে। তখন আসমান যমীনের মধ্যবর্তী সকল ফিরিশতা এবং আসমানে অবস্থানকারী সকল ফিরিশতা তাহার জন্য রহমতের দুআ করিতে থাকে। আসমানের দরজা সমূহ খুলিয়া যায়। প্রত্যেক দরজাই এই প্রত্যাশায় থাকে যাহাতে তাহার রূহ ইহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। তাহার রূহ উপরে চলিয়া যাওয়ার পর ফিরিশতারা বলে- হে ইলাহি! সে আপনার অমুক বান্দা! তখন আল্লাহ পাক ফিরিশতাকে নির্দেশ দেন যে, যাও, তাহাকে লইয়া যাও। তাহার জন্য সম্মানসূচক যেসব আসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তাহা তাহাকে দেখাইয়া দাও। কেননা আমি তাহার সাথে ওয়াদা করিয়াছি যে–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى -

"এই মাটি থেকে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। পুনরায় তোমাদিগকে ইহার ভিতর ফিরাইয়া আনিব। আবার ইহা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিব।" (সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত ৫৪)

তাহাকে যাহারা কবরস্থ করিয়া ফেরত যাইতেছে, কবরে থাকিয়া সে প্রত্যাবর্তনকারী লোকদের জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শুনিতে পায়। কবরে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যে, তোমার প্রতিপালক (রব) কে? তোমার দ্বীন কি ছিল? তোমার নবী কে? সে উত্তর প্রদান করে যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক। আমার দ্বীন ইসলাম। আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! প্রশ্ন করার সময় খুব কড়া ভাবে প্রশ্ন করা হইয়া থাকে। কারণ মৃত ব্যক্তির ইহাই শেষ যাচাই। সে জবাব দেওয়ার পর এক ঘোষক ঘোষনা করিতে থাকে যে, তুমি সত্য বলিয়াছ। আয়াত "আল্লাহ পাক ঈমানদার দিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে একটি মজবুত কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন" এই আয়াতের অর্থ ইহাই। অতঃপর সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরিধানকারী একজন সুদর্শন ব্যক্তি তাহার কাছে আগমন করিয়া বলে যে- মহান পরোয়ার দিগারের পক্ষ হইতে অনুগ্রহের সুসংবাদ গ্রহণ কর। চিরস্থায়ী সুখ স্বাচ্ছন্দ ও ভরপুর জান্নাতের সুসংবাদও তোমার জন্য রহিয়াছে। প্রতিউত্তরে সে সুদর্শন ব্যক্তিকে বলে-তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কে? পরিচয় দাও। সে বলিবে যে আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ্র কসম আমি তোমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। তুমি আল্লাহ্র হুকুম পালনের ক্ষেত্রে ছিলে অগ্রগামী। আর নাফরমানীর ক্ষেত্রে ছিলে পিছটান। আল্লাহ্ পাক তোমাকে কল্যাণমূলক বিনিময় দান করুন। অতঃপর এক ঘোষক উচ্চস্বরে বলিতে থাকিবে যে, তাহাকে জান্নাতের বিছানা দান কর। জান্নাতের একটি দরজা তাহার দিকে খুলিয়া দাও। তখনই তাহার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং জান্নাতের একটি দরজা তাহার কবরের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন সে বলে- ইলাহি! অতি তাড়াতাড়ি কিয়ামত সংঘটিত কর। যাহাতে আমি আপনজনের সাথে সাক্ষাৎ করিতে পারি। পক্ষান্তরে কাফিরের যখন মৃত্যু উপাস্থিত হয় তখন ভয়ংকর চেহারা বিশিষ্ট দুই ফিরিশতা তাহার কাছে অবতরন করেন। তাহাদের হাতে আগুনের বস্ত্র দুর্গন্ধযুক্ত জামা থাকে। তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া বসে। তাহার প্রান বাহির হওয়ার সময় ভুমন্ডল ও নভোমন্ডলের ফিরিশতা তাহার প্রতি লা'নত করিতে থাকে। আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক দরজাই তাহার আত্মাকে ঘৃণা করে। ইহাদের ভিতর দিয়া তাহার আত্মার প্রবেশকে ইহারা খুব খারাপ বলিয়া জানে। তাহার আত্মা যখন দরজা দিয়া উপরের দিকে আরোহনের চেষ্টা করে তখন ইহাকে নীচের দিকে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে বলা হয় যে, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে আসমানেও কবুল করে নাই যমীনেও কবুল করে নাই। আল্লাহ পাক বলেন– ইহাকে সরাইয়া দাও। তাহার জন্য খারাপ আসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাকে ইহা দেখাইয়া দাও। আমি

তাহার কাছে ওয়াদা করিয়া ছিলাম যে, তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। আবার তাহাকে মাটি হইতে-ই পুনরায় উথিত করিব। তাহাকে কবর দিয়া যাহারা ফেরত যাইতেছে কবরে থাকিয়া সে তাহাদের জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শুনিতে পায়। অতঃপর কবরে তাহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার ধর্ম কি ছিল তোমার নবী কে? সে জবাব দেয় যে, আমি তো জানি না। তখন তাহাকে বলা হয় যে- হ্যাঁ, তুমি জান না। অতঃপর কুশ্রী, দুর্গন্ধযুক্ত ও ভীতিপ্রদ পোশাক পরিহিত একব্যক্তি তাহার কাছে আগমন করিয়া বলে যে, তোমার জন্য রহিয়াছে আল্লাহর গযব ও মর্মন্তদ আযাব। সে বলে- তুমি কে? তোমার নাশ হউক। অগান্তক বলে যে- আমি তোমার বদ আমল। তুমি তো দুনিয়াতে বদ আমল করিবার ক্ষেত্রে ছিলে সকলের অগ্রগামী, আর নেকআমল করিবার ক্ষেত্রে ছিলে পিছটান। আল্লাহ তোমাকে নিকৃষ্ট বিনিময় দান করিবেন। কবরবাসী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিবে যে আল্লাহ তোমাকেও নিকৃষ্ট বিনিময় দিবেন। অতঃপর তাহার জন্য একজন বধির ও বোবা ফিরিশতা নির্ধারন করা হয়, যাহার হাতে লোহার একটি গুর্জু থাকে। গুর্জুটি এত ভারী যে, যদি মানুষ ও জ্বীন একত্রে মিলিয়াও উহা উঠাইতে চেষ্টা করে উঠাইতে পারিবে না। যদি উহা দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহা হইলে পাহাড়ও ধূলায় পরিণত হয়ে যাইবে। এই ফিরিশতা ইহার দ্বারা কবরস্থ এই কাফিরকে মারিতে থাকে। গুর্জুর আঘাতে সে মাটিতে মিশিয়া যায়। পরে আবার তাহার মধ্যে প্রান দেওয়া হয়। আর তাহার চোখের মধ্যে এমন একটি আঘাত করে। আঘাতের চোটে এই কাফির এতজোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত অন্য সমস্ত সৃষ্টি ও জগৎ তাহার চিৎকারের আওয়াজ শুনিতে পায়। অতঃপর এক ঘোষক ঘোষনা করিয়া দেয় যে, তাহার জন্য অগ্নির বিছানা বিছাইয়া দাও। তাহার কবর হইতে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। তখন তাহার কবরে অগ্নির বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কবর হইতে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন যে মৃত্যুর সময় মানুষকে তাহার নেক আমলসমূহ এবং বদ আমলসমূহ দেখানো হয়। তখন সে নেক আমলের দিকে দেখিতে থাকে আর বদ আমলের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করিয়া ফেলে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এক ফিরিশতা একটি রেশমী কাপড়ে করিয়া তাহার জন্য মেশক এবং রায়হানের সুগন্ধ লইয়া তাহার কাছে আসে। তাহার দেহ হইতে তাহার আত্মাকে এত নরম ও কোমলভাবে বিচ্ছিন্ন করে যেমন আটা হইতে চুল বাহির করে। তাহাকে বলা হয়

যে, হে শংকামুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহ্ পাক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান এবং আরামের দিকে চল। তুমিও আল্লাহ্ পাকের প্রতি রাজী আর তিনিও তোমার প্রতি খুশী। তাহার প্রাণ বাহির করিয়া মেশক ও সুগন্ধি দ্রব্যে রাখিয়া একটি রেশমী কাপড় দ্বারা তাহা পেঁচাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর ইহা ইল্লীয়ীন বা উর্ধ্ব জগতে প্রেরণ করা হয়। পক্ষান্তরে কাফিরের মৃত্যুর সময় ফিরিশতারা চটের মধ্যে কতক জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া তাহার কাছে আসে এবং খুব কষ্ট প্রদানের মাধ্যমে তাহার প্রাণ বাহির করে। তাহাকে বলা হয়- হে খবিস (অপবিত্র) আত্মা! আল্লাহ্ পাকের শাস্তি অপমান লাঞ্ছনার দিকে চল। তুমি যেমন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নও। তদ্রূপ তিনিও তোমার প্রতি গোস্বা হইয়া আছেন। তাহার প্রাণ বাহির করিয়া তাহাদের সাথে আনীত এই সব জলন্ত অঙ্গারে রাখিয়া দেওয়া হয়। আর আত্মা ইহাতে ছটফট করিতে থাকে। অতঃপর ইহাকে চট দিয়া পেঁচাইয়া সিজ্জীন বা কয়েদ খানায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরজী (রহঃ) কোরআন করীমের এই আয়াত পাঠ করেন—

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ . قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ . لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ . كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .

"অতঃপর বলিলেন, কোন মানুষকে মৃত্যু ধরিয়া ফেলিলে আল্লাহ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি এখন কি চাও? কিসের প্রতি তোমার আকর্ষন রহিয়াছে? তুমি কি সম্পদ জমা করিতে চাও? বাগান করিতে চাও? দালান কোঠা নির্মাণ? খাল খনন করিবার কি আকাংখা আছে? সে বলে যে, না, এই সব কিছুর ইচ্ছা নাই; বরং যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি উহা নেককাজে ব্যবহার করিব।তখন আল্লাহ পাক বলেন যে– কখনো হইতে পারে না, মৃত্যুর সময় এইরূপ কথাই বলিয়া থাকে।" (সূরা মু'মিন, আয়াত ১২৪)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- ঈমানদার ব্যক্তি কবরে একটি সবুজ বাগানে অবস্থান করিবে। তাহার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তাহার কবর আলোকিত হয়। অতঃপর তিনি উপস্থিত সাহাবাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন– فان له معيشة ضنكا

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই তাহার জন্য সংকীর্ণ জীবিকা হবে।" (সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত ১২৩)

এই আয়াত কাহার সর্ম্পকে নাযিল হইয়াছে তোমরা কি তাহা জান? উপস্থিত সাহাবাগণ বলিলেন যে- আল্লাহ ও তদীয় রসূল তাহা ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন - "ইহাতে কাফিরদের কবর আযাবের কথা

বলা হইয়াছে। কাফিরের কবরে নিরানব্বইটি অজগর নিযুক্ত করা হইবে এবং এই সর্পের অবস্থা জান কি? ইহাদের প্রত্যেকটির সাতটি করিয়া ফনা থাকিবে। ইহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে।" এই হাদীছে নিরানব্বইটি অজগর সর্পের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা অনেক মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বদ অভ্যাস ও বদ চরিত্রের সমাহার থাকে। যেমন অহংকার, লৌকিকতা, হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, লালসা প্রভৃতি। মৌলিক ভাবে এইসব কুচরিত্রমূলক অভ্যাস বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের আবার শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। মৃত্যুর পর এইসব শাখা প্রশাখা অভ্যাসসমূহ সর্প ও বিচ্ছুতে পরিণত হইবে। আর ইহারা মারাত্মক অজগর সাপে পরিণত হইয়া তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে। তাহলে দীল এবং নূরানী দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই সব ধ্বংসাত্মক কুচরিত্র সমূহ এবং ইহাদের শাখা প্রশাখা সমূহ বাতেনী চোখের দ্বারা দেখিতে পান কিন্তু নূরে নবুয়ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দ্বারা ইহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সার কথা- এই সব ব্যাপারে যে বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার বাহ্যিক দিক সম্পূর্ণ সহীহ। কিন্তু ইহাতে গোপন রহস্য রহিয়াছে। যাহা নূরানী দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরাই দেখিতে পারে। সুতরাং যাহারা এইসব বর্ণনা মূলতত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নহে এবং ইহার গোপন রহস্য তাহাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় নাই, তাহাদের ইহা অস্বীকার করা ঠিক নহে। বরং এইসব বর্ণনার প্রতি একীন করিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। ইহা ঈমানের নিম্নস্তর।

অভিজ্ঞতা পরিপন্থী বিষয় সমূহে বিশ্বাস করা

এখন যদি কেহ আপত্তি উথাপন করিয়া বলে যে, আমরা তো দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কাফিরদের কবর দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহাতে এমন কিছু কখনও দেখিতে পাই নাই। অভিজ্ঞতা পরিপন্থী বিষয়ের উপর কিভাবে ঈমান স্থাপন করি? এই ধরণের আপত্তির জবাব হইল যে, এই প্রকারের বিষয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবার তিনটি পন্থা হইতে পারে।

প্রথমতঃ অধিকতর বিশুদ্ধ ও আপত্তি মুক্ত পন্থা হইল এই যে, কোন বাহ্যিক যুক্তিতর্কের পিছনে না পড়িয়া সত্য অন্তরে বিশ্বাস করা যে, কবরে সাপ বিচ্ছু রহিয়াছে। ইহারা মৃত ব্যক্তিকে দংশন করে। কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না। কারণ আমাদের দৃষ্টি শক্তিতে এইসব বিষয় দেখার যোগ্যতা নাই। এইসব বিষয় এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত নহে বরং এইগুলি পরকালীন বিষয়। এইসব অন্য জগতের ব্যবস্থাপনা, যাহা আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, হযরত জিবরাইল (আঃ)কে সাহাবাগণ না দেখার পরও তাহার অবতরণের প্রতি তাহাদের কেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই দেখি নাই সব বিশ্বাস করিতে হইবে

না এমন কথা তো নাই। যদি তোমরা কবরের সর্প বিচ্ছুর প্রতি বিশ্বাস না করিতে পার তবে এই কথা তো সত্য যে ফিরিশতা এবং ওহীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেই হইবে। ইহা অপরিহার্য। যদি এতটুকু বিশ্বাস কর। আর জান যে, নবী অনেক কিছু দেখিতে পান। তাহা হইলে মৃত কাফিরদেরকে সর্প বিচ্ছু দংশন করিতেছে বলিয়া নবী সংবাদ দিয়া থাকিলে তাহা কেন বিশ্বাস করা যাইবে না– কেননা নবী এমন সব দেখেন যাহা আমরা দেখিনা। সুতরাং আমরা দেখিনা বলিয়া নবী দেখেন না- ইহা কেমন কথা। তবে ফিরিশতারা যেমন- মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর ন্যায় হয় না তেমনি ভাবে তো কবরের সর্প বিচ্ছুও দুনিয়ার সর্প বিচ্ছুর ন্যায় না হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইহাদের জাতই অন্য। কবরবাসীরা যে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুধাবন ও অনুভব করিয়া থাকে। ইহাও ভিন্ন প্রকারের।

দ্বিতীয়তঃ তোমরা ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থার দিকে লক্ষ্য কর। কখনও কখনও সে অনেক সময় স্বপ্নে দেখে যে, সর্প অথবা বিচ্ছু তাহাকে দংশন করিতেছে। আর এই দংশনের কারণে সে এত বেশী ব্যাথা পায় যে চিৎকার দিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া পড়ে। অনেক সময় তাহার ললাট হইতে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িতে থাকে। অনেক সময় লাফ দিয়া বিছানা হইতে ছিটকাইয়াও পড়ে। ঘুমন্ত ব্যক্তি এইসব কিছু অনুভব করিতেছে। ব্যথা- কষ্ট ভোগ করিতেছে। সে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায়ই এইসব ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। অথচ সে নাড়াচড়া করিতেছে না। অনুসন্ধান করিলে তাহার আশে পাশে কোন সাপ বিচ্ছুও পাওয়া যাইবে না। অথচ সাপ বিচ্ছু তাহাকে দংশন করিতেছে। আর সে ইহার ব্যথাও অনুভব করিতেছে। কিন্তু তোমরা তাহা দেখিতে পাইতেছ না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বিস্তারিত বিবরণের সাথে বর্ণনা করিবে। তুমি না দেখিলেও ইহার সত্যতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে। তাহা হইলে কবরের সর্প বিচ্ছুর দংশন মানিয়া লইবে না কেন?

তৃতীয়তঃ তোমরা জানিতে সর্প নিজে ব্যথা প্রদানকারী নহে বরং সর্পের বিষ হইতে ব্যথার সৃষ্টি হয়। বিষমুক্ত সর্প দংশন করিলে ব্যথা হয় না। অধিকন্তু মুলতঃ বিষের প্রভাবের ফলেই কষ্ট হয়, বিষ যদি প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে তাহা হইলে কষ্ট পাওয়ার কোন কথাই নাই। সুতরাং বিষ ছাড়া অন্য কোনভাবে যদি দেহের মধ্যে অনুরূপ প্রভাব পাওয়া যায়। তাহা হইলে অবশ্যই কষ্ট অনুভব হইবে। আর এই কষ্টটি সাধারণতঃ যে বস্তুর কারণে সৃষ্টি হয় এখন এই বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও বলিবে যে, ইহা ঐ বস্তুর কষ্ট।

উদাহরণ স্বরূপ- নারীর সাথে সহবাস করা ব্যতীতই কাহারও মধ্যে সহবাসের স্বাদ অনুভূত হইয়াছে। এখন যদি সে উক্ত স্বাদ কে প্রকাশ করিতে যায় তাহা হইলে "ইহা নারীর সাথে সহবাসের স্বাদ"-এইরূপ বলা ব্যতীত কিভাবে

প্রকাশ করিবে? ইহা প্রকাশ করিতে হইলে তাহাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা নারীর সহিত সহবাস করার ফলে অনুভূত স্বাদ। অথচ এই ক্ষেত্রে নারীর সাথে সহবাস বাস্তব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে যে সব ধ্বংসাত্মক খারাপ অভ্যাসগুলি থাকে, ইহারা মৃত্যুর পর কষ্ট প্রদানকারীতে রূপান্তরিত হয়। ইহাদের দ্বারা প্রাপ্ত কষ্ট সাপ বিচ্ছুর কষ্টের ন্যায় হয়। সর্প ও বিচ্ছুর দংশনের কষ্টের ন্যায় কষ্ট অনুভূত হইতে থাকিবে অথচ সর্প বিচ্ছু কিছুই বিদ্যমান নাই। বিষয়টি অন্য উদাহরণের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। প্রেমাস্পদের মৃত্যুর পর প্রেমিকের প্রেম তাহার জন্য কষ্টদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়। প্রথমে তো এই সম্পর্ক বড়ই মজাদার ছিল, এখন প্রেমিকের এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহার সম্পর্কের মজা কষ্টদায়ক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। এমনকি সে এই সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে অন্তরে আযাব ভোগ করিতেছে। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে প্রেমিক তাহার প্রেম ও অভিসারের মজা ভোগ করিবার কারণে আফসোস করিতেছে। মনে এমন ভাবের উদয় হইয়াছে যে, যদি সে পূর্বে প্রেমের মজা ভোগ না করিত তা হইলে তাহার জন্য কত ভাল হইত। আজ তাহাকে আন্তরিক আযাব ভোগ করিতে হইত না। মৃত ব্যক্তির কবরের আযাবের অবস্থাও তদ্রূপ। সে পার্থিব প্রেমে বিভোর ছিল। মাল দৌলত, মান সম্মান, সন্তান সন্তুতি, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ঘর বাড়ী প্রভৃতির প্রেমে নিমজ্জিত ছিল। যদি কেহ উল্লিখিত জিনিসগুলি থেকে কোন একটি জিনিস তাহার জীবদ্দশায় তাহার থেকে ছিনাইয়া লইত। আর সে মনে করিত যে এই জিনিসটি আর কখনও ফিরিয়া পাইবে না। তখন অবস্থা কত খারাপ হইয়া যাইত। মনে কত কষ্ট অনুভব করিত। মৃত্যুর অর্থ তো ইহাই। মৃত্যু তাহার এই সব প্রিয় জিনিসগুলিকে তাহার কাছ থেকে একেবারে ছিনাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং প্রেমাস্পদের বিয়োগ ব্যথায় প্রেমিক যেমন অসহনীয় আযাব ও কষ্টে পতিত হয়। এই ব্যক্তিও তাহার প্রিয় বস্তু অধিকন্তু এই আযাবের সাথে আরও অধিক আযাব যোগ হইতে থাকে। যেমন সে পরকালীন সম্পদ হইতে বঞ্চিত থাকার কারণে আফসোস করিতে থাকিবে। আল্লাহর সান্নিধ্য ও অনুগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পর্দার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে কারণ গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা তাহাকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করিয়া দেয় এবং আখেরাতের দৌলত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

সারকথা- সকল প্রিয় বস্তু থেকে তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার মর্মন্তুদ যন্ত্রনা, পরকালীন সম্পদ হইতে বঞ্চিত থাকা, আল্লাহর রহমত হইতে পর্দায় পড়িয়া থাকার অপমান ও লাঞ্ছনা প্রভৃতি তাহাকে চিরস্থায়ী আযাবে নিমজ্জিত করিবে।

বঞ্চিতের অগ্নি জাহান্নামের অগ্নি থেকেও কঠোর। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– "কখনও নহে, নিশ্চয়ই সেই দিন তাহাদেরকে স্বীয় পালনকর্তা

হইতে বিরত রাখা হইবে। অতঃপর অবশ্যই তাহাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।"

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের সাথে ভালবাসা স্থাপন করে নাই। আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাহারও সাথে ভালবাসা করে নাই। আল্লাহর দর্শন লাভ ও তাঁহার সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য আগ্রহ পোষনকারী। সে তো মৃত্যুর মাধ্যমে পার্থিব জগতের জেল খানা থেকে মুক্তি লাভ করে। এই দুনিয়াতে খাহেশাতের কষ্ট ভোগ করার পর রেহাই লাভ করে। সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্বীয় প্রেমাষ্পদের কাছে একান্তে আসিয়া পড়িবে। আর এখানে তাহার এই মিলন চিরস্থায়ী। নিঃসন্দেহে আশংকা মুক্ত ভাবে স্বীয় প্রেমাষ্পদের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আনন্দে ও চিত্ত তুষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকিবে। দুনিয়াতে এমন মানুষও আছে যে, তাহার একটি ঘোড়া আছে। এক অত্যাচারী শক্তিধর ব্যক্তি তাহার ঘোড়াটি ছিনাইয়া লইতে চায়। কিন্তু সে ঘোড়া ছাড়িতে চাহে না। যদি অত্যাচারী বলে যে হয়ত ঘোড়া আমাকে দিতে হইবে অন্যথায় বিচ্ছুর দংশন সহ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে সে বিচ্ছুর দংশনের ব্যথা সহ্য করিতে রাজী; তবুও ঘোড়া হস্তচ্যুত করিতে রাজী নয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিচ্ছুর দংশনের ব্যথা অপেক্ষা ঘোড়া হাত ছাড়া হওয়ার ব্যথা তাহার কাছে অধিকতর প্রবল। মৃত্যু তো তাহার ঘোড়া অন্যান্য বাহন, ঘর, বাড়ী জমিজমা, স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, সব কিছু, কে হাত ছাড়া করিয়া দেয়। এমন কি তাহার হাত পা চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি তাহার থেকে পৃথক করিয়া দেয়। আর এইগুলি এমন ভাবে পৃথক হয় যে কোন দিন তাহা ফিরিয়া পাওয়ার আশাও করা যায় না। যদি এই সকল জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে তাহার প্রেম বা ভালবাসা না থাকে। একমাত্র ইহাদের সাথেই আন্তরিক সম্পর্ক থাকে। আর এইগুলি তাহার থেকে কাঁড়িয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ইহাদের বিয়োগ ব্যথা সাপ বিচ্ছুর দংশনের ব্যথা অপেক্ষা অধিক হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। দুনিয়াতে এইগুলি কাড়িয়া লইলে তাহার ব্যথা হয়। আযাব অনুভব করে। অনুরূপভাবে মৃত্যুর মাধ্যমে কাড়িয়া লইলেও মৃত্যুর পর সে আযাব অনুভব করিবে। আমরা তো ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষ যে কাজ কর্মের কারণে দুনিয়াতে অস্বস্থি বোধ করার পর্যায়ে পৌছে সেগুলো মানুষের মৃত্যুর সাথে মিটিয়া যায় না বরং মৃত্যুর পর ইহারা আরও সজাগ হইয়া উঠে এবং ইহারা শক্ত আযাবে রূপান্তরিত হয়। পার্থিব জীবনে এইগুলির প্রভাব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইলেও বিভিন্ন ভাবে মনে সান্ত্বনা পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যেমন অন্যান্য মানুষের কাছে বসিলে তাহারা হয়তো এই ব্যাপারে সান্ত্বনা দিত বা দূরীভূত করিবার আশা প্রদান করিত। অথবা এইসব অভ্যাস পরিবর্তিত হওয়ার আশা করা যাইত- এই ভাবে সান্ত্বনা পাওয়ার পন্থা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরে সান্ত্বনা পাওয়ার উল্লিখিত সকল

পন্থা একবারে বন্ধ। ইহাদের পরিবর্তন হওয়ার আশা তিরোহিত। সুতরাং আযাব শক্ত তো হইবেই।

এক ব্যক্তি পার্থিব জীবনে স্বীয় জামা অথবা রুমালের প্রতি এত অধিক মহব্বত রাখে যে, যদি জামা অথবা রুমালটি কেহ ছিনাইয়া নেয় তাহা হইলে সে মনে ব্যথা পায় এবং তাহার জামা বা রুমাল হস্তচ্যুত হইলে সে কষ্ট পাইবে, পরিতাপ করিবে। কিন্তু যদি ইহাদের প্রতি তাহার মহব্বত হালকা থাকে তখন ইহা হস্তচ্যুত হইলে পূর্বের তুলনায় ততটুকু কষ্ট পাইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন "পার্থিব সম্পদের প্রতি হালকা মহব্বত রাখে এমন ব্যক্তি মুক্তি পাইয়াছে।" পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের প্রতি বেশী সংস্পক্ত হইয়াছে তাহার আযাবও বড়। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তির একটি টাকা চুরি হইয়াছে। অপর ব্যক্তির চুরি হইয়াছে দশ টাকা দ্বিতীয় ব্যক্তির তুলনায় প্রথম বক্তির মনোকষ্ট ও ব্যথা অনেক হালকা হইবে। অনুরূপভাবে এক টাকা চুরি হইয়াছে এমন ব্যক্তির মনোকষ্ট দুই টাকা চুরি হইয়াছে এমন ব্যক্তির মনোকষ্ট অপেক্ষা অবশ্যই কম হইবে। মৃত্যুর সময় যে জিনিসটি রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিবে মৃত্যুর পর সেই জিনিসটির জন্য পরিতাপ হইবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, দুনিয়ার সম্পদ অধিক থাকা ভাল না কম থাকা উত্তম। যদি সম্পদ অধিক থাকে তাহা হইলে পরিতাপের পরিমান বৃদ্ধি পাইবে। আর যদি কম থাকে তাহা হইলে পীঠের বোঝা হালকা হইবে। সাপ বিচ্ছু তো ঐসব ধনী ব্যক্তিদের কবরের মধ্যে থাকিবে যাহারা আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে এবং ইহাতে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। সারকথা- প্রকৃত পক্ষে সাপ বিচ্ছু তো আযাবের আকৃতি মাত্র। সুতরাং যত প্রকারের আযাব আছে উহাদের উল্লিখিত তিনটি পন্থায়ই অনুধাবন করিয়া কবর আযাবের প্রতি ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে উল্লিখিত তিনটি পন্থার মধ্যে সঠিক কোনটি? এই ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও কাহারও অভিমত হইল যে প্রথম পন্থা সঠিক, অবশিষ্ট পন্থাদ্বয় সঠিক নহে। কেহ কেহ অবশ্য প্রথম পন্থা অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পন্থাকে সঠিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ তৃতীয় পন্থাকে সঠিক বলিয়াছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, এই তিন পন্থাই সম্ভব হইতে পারে। তবে যাহারা কোন কোন পন্থা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা সংকীর্ন মনোভাবের বশীঃভূত হইয়া এইরূপ বলিয়াছে। তাহারা আল্লাহ পাকের কুদরতের প্রশস্ততা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। এই জন্য আল্লাহ পাকের যে যে কাজগুলি তাহাদের নিরেট মুর্খ বিবেক সম্মত না হয় উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ইহা তাহাদের অজ্ঞানতা এবং অনুধাবন ক্ষমতার দুর্বলতার প্রকাশ। বরং বাস্তব এই যে বর্ণিত তিনটি পন্থায়ই আযাব হইতে পারে। এইগুলি সত্য বলিয়া জানা অপরিহার্য।

কোন ব্যক্তিকে হয়তো এক পন্থায় আযাব প্রদান করা হয়। অন্যকে হয়তো অন্য পন্থায় প্রদান করা হয়। কাহাকে হয়তো তিন পন্থায়ই প্রদান করা হয়। আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের এই কামনাই হওয়া উচিত তিনি যেন কম হউক বা বেশী হউক উভয় প্রকার আযাব হইতে আমাদিগকে রেহাই প্রদান করেন। অতএব কোন প্রমাণাদির পিছনে না পড়িয়া বর্নিত পন্থাত্রয় কে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। কেননা ভূপৃষ্ঠে এমন কেহই নাই যে আযাব প্রদানের পন্থা সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। গ্রন্থকার বলেন, আমি তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, এই বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ঘাটাঘাটির দিকে দৃষ্টি দিবে না এবং ইহার তত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিবার কাজেও নিজকে নিয়োজিত করিবে না বরং যে কোন প্রকারেই হউক না কেন নিজের উপর থেকে আযাব দূরীভূত করিবার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করিবে। সুতরাং যদি ইবাদত এবং আমল ছাড়িয়া আযাব কি প্রকারে হইবে শুধু এই বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত কর, তাহা হইলে তোমাদের উদাহরণ এই হইবে যে দেশের বাদশাহ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে। তাহার নাক এবং হাত কর্তন করিবার নির্দেশ জারী করিয়া তাহাকে জেলখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। বন্দী জেলখানায় রাত্রিভর চিন্তা করিয়াছে যে তাহার নাক ও হাত কিসের দ্বারা কর্তন করা হইবে। ছুরির দ্বারা, না তলোয়ারের দ্বারা, না অন্য কিছুর দ্বারা কর্তন করিবে? কিন্তু সে এই শাস্তি থেকে নিজকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে কোন চিন্তাই করে নাই। তাহার এই অবস্থানকে সকলেই তাহার মুর্খতার পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিবে। বান্দার মৃত্যুর পর সে এই দুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় পতিত হইবে। কঠিন আযাবে পতিত হইবে অথবা সুখ স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করিবে। এই কথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। সুতরাং বান্দার উচিত কঠিন আযাব হইতে রেহাই পাওয়ার পন্থা অনুসন্ধান করা। আযাব কি ভাবে হইবে? এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় নিজকে লিপ্ত করা শুধু অনর্থক সময় নষ্ট করাই হইবে।

মুনকির-নকীর এর প্রশ্ন

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– মৃত্যুর পর বান্দাকে কবরে রাখার পর তাহার কাছে কৃষ্ণবর্ণ নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুই ফিরিশতা আগমন করেন। এক ফিরিশতার নাম মুনকির। অপর ফিরিশতার নাম নকীর। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলিতে? বান্দা যদি ঈমানদার হয়, তখন সে বলে- আমি তাহাকে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তদীয় রসূল বলিতাম। তখন তাহারা বলে যে, আমরা পূর্বেই জানিতাম যে, তুমি এই উত্তরই প্রদান করিবে। অতঃপর তাহার কবর সত্তর

গজ দৈর্ঘ্য ও সত্তর গজ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। কবর কে আলোকিত করা হয়। অতঃপর তাহাকে বলা হয় যে, তুমি ঘুমাইয়া পড়। সে বলে যে, আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি স্বীয় পরিবার পরিজনের কাছে যাইব এবং তাহাদেরকে আমার অবস্থা বলিয়া আসি। তাহাকে আবার বলা হয় যে, তুমি ঘুমাইয়া পড়। অতঃপর সে সদ্য বিবাহিতা যুবতীর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাকে তাহার সবচেয়ে প্রিয়তম জাগরিত করে। আর যদি বান্দা মুনাফিক হয় তাহা হইলে সে উত্তরে বলে আমি জানিনা তিনি কে? মানুষকে যাহা বলিতে শুনিতাম আমিও তাহাই বলিতাম। ফিরিশতাদ্বয় বলেন আমরা পূর্ব থেকে জানি, তুমি এইরূপ উত্তর দিবে। অতঃপর দুই পার্শ্বের মাটি একসাথে মিলিয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাটি তাহাকে এইভাবে চাপিয়া ধরে যে, তাহার বুকের পাঁজরগুলি একটি অপরটির ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে তাহার আযাব হইতে থাকে।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে বলেন- হে ওমর! ঐ সময় তোমার কি অবস্থা হইবে যখন তোমার দেহ পিঞ্জির হইতে প্রাণ পাখী বাহির হইয়া পড়িবে। আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন তোমাকে খাটে করিয়া কবর স্থানে লইয়া যাইবে। সেখানে তোমার জন্য তিন হাত লম্বা এবং দেড় হাত প্রশস্ত একটি গর্ত খনন করা হইবে। তোমাকে গোসল দিয়া কাফন পরিধান করাইয়া সুগন্ধি ছিটাইয়া কাঁধে করিয়া নিয়া সে গর্তে রাখিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তোমার উপর মাটি রাখিয়া দাফন করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা কবর পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া গেলে মুনকির নাকীর নামক দুইজন ফিরিশতা তোমার কাছে উপস্থিত হইবে। তাহাদের কথার আওয়াজ বজ্র ধ্বনির ন্যায় বিকট হইবে। চক্ষু ঝলসানো বিজলীর ন্যায় হইবে। তাদের কেশরাজি মাটির উপর দিয়া হেঁচড়াইয়া আসিবে। তোমাকে ধমকাইয়া বিভিন্ন বিপদে গ্রেপ্তার করিবে। হে ওমর! তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার বিবেক ঠিক থাকিবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ! তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাহা হইলে আর কোন চিন্তা করিবেন না। আমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইব।" এই হাদীছে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে মৃত্যুর পর বিবেক পরিবর্তন হয় না। শুধু বাহ্যিক প্রত্যঙ্গগুলি পরিবর্তিত হইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি বিবেক সম্পন্ন এবং ব্যথা ও সুখ বুঝার ক্ষমতা সম্পন্ন থাকে। তাহার বিবেকে কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। বিবেক কোন দৈহিক অঙ্গ নয়; বরং একটি অদৃশ্য জিনিস যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ নাই। সে নিজে বিভক্ত হয় না। সে বিভিন্ন জিনিস অনুধাবন করে, বুঝে। যদি মানুষের সকল

অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধ্বংস হইয়া যায় আর শুধু কিছু আশ অবশিষ্ট থাকে তখনও মানুষ সম্পূর্ণ বিবেক বান থাকে। মৃত্যুর পরও তাহার বিবেক পরিবর্তন হয় না। কারণ বিবেকের মৃত্যু হয় না। ইহা ধ্বংস হয় না।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) বলেন- আমি শুনিয়াছি যে, একটি অন্ধ ও বধির চতুষ্পদ জন্তু কাফিরের কবরে প্রেরণ করা হয়। তাহার হাতে লোহার একটি বেত থাকে। তাহার মাথা উটের কুজের ন্যায় হয়। সে এই বেত দ্বারা কাফির কে কিয়ামত পর্যন্ত বেত্রাঘাত করিতে থাকিবে। সে কাফির কে দেখিতে পায় না এবং না জানী কাফিরের চিৎকারে মমতার সৃষ্টি হয়, এই জন্য শুনিতেও পায় না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন- মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হইলে তাহার নেক আমল সমূহ আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া লয়। আযাব মাথার দিক থেকে আসিলে তাহার কুরআন তিলাওয়াতের আমল আযাবের পথ রূদ্ধ করিয়া বসে। আর পদদ্বয়ের দিক থেকে আসিতে চাহিলে নামায পড়ার জন্য দণ্ডায়মান থাকার আমল ইহার পথ রূদ্ধ করিয়া দেয়। যখন হস্তদ্বয়ের দিক থেকে আসার চেষ্টা চালায় তখন হস্তদ্বয় বলিতে থাকে- আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি যে, এই ব্যক্তি দান খয়রাত এবং দুআ করিতে আমাদিগকে ব্যবহার করিত। তুমি এই দিক দিয়া কোন রাস্তা পাইবে না। যদি মুখের দিক থেকে আসিতে চায় তাহা হইলে যিকির এবং রোযা ইহার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। অনুরূপ অন্যান্য দিক থেকে আসিতে চাহিলে নামায ও সবর ইহাকে প্রতিরোধ করিতে থাকে। ইহারা বলিতে থাকে যে, যদি তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায় তাহা হইলে আমরা তাহার সাথে সাথে থাকিয়া ইহা পুরণ করিব।

হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বলেন যে, মানুষের নেক আমল তাহার পক্ষে এই ভাবে বিতর্ক করিতে থাকে এবং আযাবকে এইভাবে প্রতিরোধ করিতে থাকে যেমন ভাবে কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা ও পরিবার পরিজনের পক্ষালম্বন করতঃ লড়াই করিতে থাকে। অতঃপর তাহাকে বলা হয় যে, তোমার শয়নে আল্লাহ্ পাক বরকত দান করুন এবং তোমার বন্ধু ও সাথী বড় ভাল।

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে আমরা একদা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক ব্যক্তির জানাযার নামাযে শরীক ছিলাম। তিনি কবরে তাহার মাথার দিকে বসিয়া ভিতরে কি জানি দেখিতে ছিলেন। অতঃপর বলিলেন মৃত ব্যক্তিকে কবরের ভিতর এই ভাবে চাপিয়া ধরা হয় যে, তাহার বক্ষ, পাঁজর সমূহ চুর চুর হইয়া যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, কবর মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরে। যদি ইঁহার চাপ থেকে কেহ রেহাই

পাইত তাহা হইল সাদ ইবনে মুআয (রাঃ) রক্ষা পাইত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত জয়নাব (রাঃ) ইনতিকাল করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাহার জানাযার সাথে চলিলেন। আমরা তাঁহার চেহারা মুবারকে সামান্য পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। আমরা কবর স্থানে পৌছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কবরে অবতরন করিলেন। দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার চেহারা মুবারক মলিন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কবর থেকে বাহির হইয়া আসিবার পর তাঁহার চেহারা উজ্জলতায় ঝলমল করিতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এখনই আপনার চেহারা মুবারকে বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। ইহার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, আমি স্বীয় কন্যার উপর চাপ আশংকা করিতে ছিলাম। ইহাতে আমার মনে হইতেছিল যে, কবরে তাহার শক্ত আযাব হইবে। কিন্তু আমি কবরে অবতরন করিবার পরে আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কবরে আযাব হালকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে এতটুকু চাপ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহার আওয়াজ মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের সবকিছু শুনিতে পাইয়াছিল।

কাশফের মাধ্যমে কবরের যে সব অবস্থা জানা যায়

কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়নের ফলে মানুষের বিবেকের মধ্যে যে, নূর অর্জিত হয় উহার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে মানুষের অবস্থা অনুধাবন করা যায়। সে নেককার না বদকার ইহার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার কথা জানা যায় না। এই জন্য আমরা ব্যাহিকভাবে (উদাহরণ স্বরূপ) যায়দ বা আমরের ঈমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু কি অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইবে। তাহার শেষ পরিনতি কি হইবে- তাহা বলিতে পারি না। যদিও বাহ্যতঃ তাহাকে নেককার বলিয়া তাহার প্রতি সুধারণা রাখি- কিন্তু তাহার শেষ পরিনতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। কারণ তাকওয়া- পরহেজগারীর প্রকৃত স্থান হইল অন্তর। ইহা সুক্ষ্ম বিষয় যে তাকওয়া অবলম্বনকারী নিজেও তাহার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। সুতরাং অন্যরা কি করিয়া তাহাকে মুত্তাকী বলিতে পারিবে? কেননা কাহারও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত তাহার সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না, মানুষ মরিয়া যাওয়ার ফলে পার্থিব জগত হইতে গায়েব জগতে এবং ফিরিশতা লোকে গমন করে। আর সেখানে চর্মচোখ বা জাগতিক চোখে কিছুই দেখা যায় না। বরং আভ্যন্তরীণ এক চোখ দ্বারা দেখে। ইহা তাহার অন্তর চোখ। ইহার জন্ম অন্তরে। কিন্তু মানুষ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজেদের বদআমলীর দ্বারা ইহার উপর খুব শক্ত পর্দা ফেলিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য এই চক্ষুর মাধ্যমে কোন কিছু দেখিতে পায় না। যতক্ষন পর্যন্ত অন্তর চক্ষু হইতে এই পর্দা দূরীভূত না করিবে

ততক্ষন পর্যন্ত সে ফিরিশতালোকের কোন কিছু দেখিতে পাইবে না। যেহেতু নবীগণের অন্তর চক্ষুর উপর এই পর্দা ছিল না তাই তাঁহারা ফিরিশতালোকের প্রতি নজর করিয়া এই জগতের বিস্ময়কর জিনিসসমূহ দেখিতে পাইতেন। অধিকন্তু মৃত ব্যক্তিরাও ফিরিশতা জগতে থাকে তাই নবীগণ তাহাদের অবস্থা অবলোকন করিয়া বর্ণনা করিতেন। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ ইবনে মুআয (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) এর কবরের অবস্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, কবর তাহাদিগকে চাপ দিতেছে। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহুদের জিহাদে শহীদ হইয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবের (রাঃ) কে তাঁহার পিতার অবস্থা শুনাইতেছিলেন যে আল্লাহ পাক তাহাকে স্বীয় সামনে পর্দা ব্যাতীত বসাইলেন। উভয়ের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। একবারে সরাসরি সামনে বসাইয়াছিলেন। নবীগণ এবং যে সকল আওলিয়া কেরাম নবীগণের স্তরের কাছাকাছি পৌছিয়াছেন- তাহাদের ছাড়া অন্য কেহ এই অবস্থা অবলোকন করিতে পারে না। তবে আমাদের মত লোকদের দ্বারা অন্য এক প্রকার দুর্বল অবলোকন হইতে পারে। ইহাও নববী অবলোকন। ইহা হইল স্বপ্নে অবলোকন। স্বপ্নে অবলোকন নবুয়তের নূরের এক আলোকচ্ছটা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছিয়াল্লিশ অংশের একাংশ। স্বপ্নের মাধ্যমেও অনেক কিছুর হাকিকত খুলিয়া সামনে আসে। সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তখনই যখন অন্তরের উপর হইতে পর্দা সরিয়া পড়ে। এই জন্যই নেকচরিত্র সত্যানুসারী ব্যক্তির স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কাহারও স্বপ্ন গ্রহণযোগ্য নহে। মিথ্যা স্বপ্ন সত্য হয় না। যে ব্যক্তি বিভিন্ন ফাসাদী ও গোনাহের কাজে বেশী জড়িত তাহার অন্তর অন্ধকার হইয়া যায়। সুতরাং সে যাহা কিছু দেখিতে পাইবে বিব্রত হইতে থাকিবে। এইজন্যই ওজু অবস্থায় শয়ন করিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে পবিত্র অবস্থায় তাহার নিদ্রা হয়। প্রকারান্তে এই নির্দেশে বাতেনী পবিত্রতার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর বাতেনী পবিত্রতাই প্রকৃত পবিত্রতা। বাহ্যিক পবিত্রতা তো পবিত্রতার পূর্নতার পর্যায়ের জিনিস। অন্তর যখন পরিস্কার হয় তখন অন্তর চক্ষুর সামনে এমন সব জিনিস খুলিয়া আসে যাহা ভবিষ্যতে সংঘঠিত হইতে যাইতেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুনরায় মক্কায় গমনের ব্যাপারটি তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই জানিতে পারিয়া ছিলেন। এমনকি এই কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আয়াতও অবতীর্ন হইয়াছে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন।" (সূরা ফাত্‌হে/ আয়াত ২৭)

স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং স্বপ্নের মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কার্যের অন্তর্ভূক্ত এবং নশ্বর মানবের বিরল বিষয় সমূহের একটি অন্যতম বিষয়। ইহা ফিরিশতা জগতের উপর একটি উজ্জ্বল প্রমাণও বটে। মানুষ এই ব্যাপারে অসতর্ক। যেমন মানুষ অন্তরের সকল প্রকার বিস্ময়কর জিনিস এবং বিশ্বনিখিলের অদ্ভূত ও আশ্চর্য বিষয় সমূহের ব্যাপারে অসতর্ক। স্বপ্নের হাকিকত বর্ণনা করা 'উলুমে মুকাশাফা' নামক বিষয়ের একটি সূক্ষ্ম কথা। আমাদের এই বাহ্যিক জগতের সাথে ইহার আলোচনা হইতে পারে না। ইহা একটি উদাহরণ বিশেষ। ইহার মাধ্যমে উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়। অন্তর একটি আয়নার ন্যায়। আয়নাতে বিভিন্ন জিনিসের আকৃতি ও হাকিকত প্রতিফলিত হয়। জগতের সৃষ্টি লগ্ন হইতে শেষ পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে বলিয়া আল্লাহ্ পাক নির্ধারণ করিয়াছেন এই সব কিছু একটি স্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাকে কুরআনে পাকে কখনও 'লৌহমাহফুজ', কখনও 'কিতাবুম মুবিন' আবার কখনও 'ইমামুম মুবিন' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বনিখিলে যাহা কিছু হইয়াছে আর হইবে- সব ইহাতে লিপিবদ্ধ ও প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। যদিও ইহাতে প্রতিফলিত আকৃতি সমূহ জাগতিক দুনিয়ার প্রতিফলিত আকৃতির ন্যায় নহে। আর এই ধারণা করা ঠিক নহে যে 'লৌহমাহফুজ' কাঠ দ্বারা বা লোহা দ্বারা বা হাঁড় দ্বারা প্রস্তুত কোন জিনিস। অথবা ইহা কাগজ বা পাতা দ্বারা প্রস্তুত কোন পুস্তক বরং ইহার প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ পাকের কিতাব সৃষ্টির কিতাবের পৃষ্ঠার ন্যায় নহে। আমরা জানি যে আল্লাহ্ পাকের সত্তা সৃষ্টির সত্তার ন্যায় নহে। আবার তাঁহার গুণাবলীও সৃষ্ট জীবের গুণাবলীর ন্যায় নহে। অনুরূপভাবে তাঁহার কিতাব ও কিতাবের পৃষ্ঠাগুলিও সৃষ্ট জীবের কিতাব ও কিতাবের পৃষ্ঠার ন্যায় নহে। লৌহ মাহফুজে কুরআন কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে তাহা অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণটি বুঝিয়া লইলে বিষয়টি অনেক সহজ হইয়া যাইবে। যাহারা কুরআনে পাক হিফজ করিয়াছে তাহাদের অন্তর ও স্মৃতিতে কুরআনের শব্দ এবং বর্ণাবলী- লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। হাফেজ যখন কুরআন পড়িতে থাকে তখন সে যেন দেখিয়া দেখিয়া কুরআন পড়িতে থাকে। অথচ তাহার অন্তরে ও স্মৃতিতে শতবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও একটি হরফ বা ইহার নিশানা পাওয়া যাইবে না। আল্লাহ্ পাকের সকল আদেশ নিষেধ এবং অনুমোদন অনুরূপভাবে লৌহমাহফুজে লিপিবদ্ধ ও প্রতিফলিত থাকে। লৌহমাহফুজও একটি আয়নার ন্যায়। ইহাতে সবকিছুর আকৃতি প্রতিফলিত আছে। যদি একটি আয়নার সামনে অপর একটি আয়না রাখা হয় তাহা হইলে প্রথম আয়নাতে প্রতিফলিত আকৃতি অপর আয়নাতেও প্রতিফলিত হয়। তবে পারস্পরিক প্রতিফলনের জন্য শর্ত হইল উভয় আয়নার মধ্যে কোন পর্দা না থাকা। যেহেতু

অন্তর একটি আয়না, ইহাতে ইলমের আকৃতির প্রতিফলন ঘটে। আবার লৌহমাহফুজও একটি আয়না যাহাতে পূর্ব হইতেই ইলমের প্রতিফলন বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্তর যখন কুপ্রবৃত্তি ও দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চাহিদার উপর চলে তখন এই দুইয়ের মধ্যে পর্দা পড়িয়া যায়। এই জন্যই লৌহ মাহফুজ দর্শন করা এবং ইহাতে লিপিবদ্ধ বিষয় সমূহ অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় না। যদি কখনও বায়ু প্রবাহ চালু হয়। আর উভয়ের মধ্যবর্তী পর্দা একটু সরিয়া যায়। ফলে উভয়ে সরাসরি সামনা সামনি হইয়া যায় তখন ফিরিশতা জগতে রক্ষিত লৌহমাহফুজের মধ্য হইতে বিজলীর ন্যায় ইলমের ঝলক অন্তরের আয়নাতে প্রতিফলিত হয়। কখনও কখনও এই ঝলক স্থায়ী হয়। আবার কখনও কখনও খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়া যায়। আর অধিকাংশক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় রূপই হইয়া থাকে। আর মানুষ যতক্ষন পর্যন্ত জাগরিত থাকে ততক্ষন পর্যন্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই বাহ্যিক জগত হইতে তাহার অন্তরে অনেক কিছু পৌছে। অন্তর এই গুলোতেই লিপ্ত থাকে। আর এই লিপ্ত থাকার কারণেই ফিরিশতাদের জগৎ উর্ধ্ব জগত আঁড়ে পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে অন্তর যখন ঘুমন্ত হইয়া পড়ে। অন্তর ঘুমন্ত হইয়া পড়ার অর্থ হইল- পঞ্চইন্দ্রিয় যখন চুপচাপ হইয়া পড়ে। এবং ইহার অন্তর পর্যন্ত কোন কিছু না পৌছায় অধিকন্তু অন্তর যখন পঞ্চইন্দ্রিয় এবং বিভিন্ন ধ্যানধারনার প্রভাব হইতে অবসর পায়। তখন ইহা পরিষ্কার হইয়া পড়ে এবং ইহার ও লৌহমাহফুজের মধ্যে অবস্থিত পর্দাটি দূরীভূত হইয়া পড়ে। তখনই লৌহমাহফুজের মধ্যে অবস্থিত যে কোন জিনিস অন্তরে প্রতিফলিত হয়। যেমন দুইট আয়না সামনা সামনি অবস্থিত হইলে এবং ইহাদের মধ্যে কোন পর্দা না থাকিলে এক আয়নার প্রতিফলিত আকৃতি অপর আয়নাতেও দেখা যায়। ইহাও তদ্রুপ। কিন্তু ঘুমাইয়া পড়ার ফলে সকল বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। শুধু খেয়াল (ধারনা) নামক একটি শক্তি কর্মশীল থাকে। ঘুম ইহার কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। সুতরাং যখনই অন্তরের মধ্যে কোন কিছু আগমন হয়, তখন খেয়াল নামক শক্তি দৌড়াইয়া ঐ জিনিসের দিকে যায় এবং ঐ জিনিসের তুল্য কত গুলি জিনিস নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া লয়। কারণ খেয়াল হুবহু ঐ জিনিসটা গ্রহণ করিতে পারে না। তাই ইহাকে কাছাকাছি কতগুলি জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করিয়া "কুওআতে হাফেজা" নামক সঞ্চায়াগারে জমা করিয়া রাখে। মানুষ যখন ঘুম হইতে জাগরিত হয় তখন খেয়াল নামক শক্তির অর্জিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য কিছু স্মরণ করিতে পারেনা। শুধু প্রকৃত জিনিসের তুল্য জিনিসগুলি স্মরণে আসে। স্বপ্নের তাবীর প্রদানকারী তাবীর প্রদানের সময় খুব ভালভাবে লক্ষ্য করিবে যে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির খেয়ালে যে জিনিসগুলি সঞ্চিত রহিয়াছে সেগুলি কোন বিষয়ের সাথে অধিকতর তুল্য ও সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক খুজিয়া বাহির করিতে পারিলেই প্রকৃত

বিষয়টি বাহির হইয়া আসিবে। যাহারা ইলমে তাবীর সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তাহাদের সামনে এইসব বিষয় পরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। এখানে আসিয়া একটি উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। যেমন- এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে, সে তাহার হাতের আংটি দ্বারা পুরুষদের মুখের উপর আর নারীদের লজ্জাস্থানের উপর সীল মারিতেছে। সে মুহাম্মদ ইবনে শিরীনের কাছে তাহার এই স্বপ্ন বর্ণনা করিল। ইবনে শিরীন (রহঃ) বলিলেন আমার মনে হয় তুমি মুয়াযযিন। রমজান মাসে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়া ফেল। সে ব্যক্ত বলিল যে, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। তিনি এইভাবে তাবীর বাহির করিলেন যে, কোন কিছুর উপর সীল মারা হয় যাহাতে ইহাতে আর কোন প্রকার কাজ না হইতে পারে। সীল মারার অর্থ আর কোন কাজ হইতে পারিবে না। কাজ এখানেই শেষ। উদাহরণে সীল মারিবার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, এই মোয়াযযিন সময় থাকিতেই মানুষের খানাপিনা এবং সহবাস বন্ধ করিয়া দিতেছে। যেহেতু সীল করার অর্থ সামনে অধিক কাজ করিতে বাধার সৃষ্টি করা এবং কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা এই অর্থটি সাধারণতঃ মানুষের ধারণায় প্রাধান্য পাইয়া রহিয়াছে। এই জন্য বিরত রাখা বা বাধা প্রদানের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা তাহার স্মৃতিতে 'কুওয়াতে হাফেজা' নামক সঞ্চয়াগারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। কারণ 'কুওয়াতে হাফেজা' তে দৃষ্টান্তমূলক বিষয়গুলি জমা থাকে। ইহা হইল স্বপ্ন সম্পর্কিত ইলমের সামান্য বর্ণনা। এই ইলমের বিস্ময়কর বিষয়গুলির কোন সীমারেখা নাই। ইহারা অসংখ্য। আর হইবে না কেন? ঘুমতো মৃত্যুর সদৃশ। মৃত্যু নিজেই একটি বিস্ময়কর বিষয়। স্বপ্ন আর মৃত্যুর মধ্যে এই সাদৃশ্যতা আছে বলেই ঘুমের মধ্যে অদৃশ্য জগতের অনেক কথা জানা যায়। এমনকি অনেক সময় ঘুমন্ত ব্যক্তি আগামীকল্য কি হইবে- তাহাও জানিয়া থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় তো মাত্র কিছুক্ষনের জন্য পর্দা সরিয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর কারণে পর্দা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং মৃত্যুর পর সে তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়া লয়। এমনকি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে সে তাহার নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ন জানিয়া লয়। অর্থাৎ যে বিপদাপদ ও লজ্জাকর অবস্থায় পতিত হইবে- তাহা তাহার সামনে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অথবা সে যে সব স্থায়ী সম্পদ ও সীমাহীন রাজত্বের অধিকারী হইবে- তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পায়।

বদবখত লোকেরা যখন নিজেদের শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাইবে তখন তাহাদিগকে বরা হইবে যে- "তুমি তো ইহা সম্পর্কে সম্পূর্ন অসতর্ক ছিলে, এখন আমি তোমার ও ইহার মধ্যবর্তী পর্দা খুলিয়া দিয়াছি, আজ তোমার চোখের দৃষ্টিও খুব প্রখর।" সুতরাং তুমি স্বীয় অবস্থা খুব ভালভাবে দেখিয়া লও। অন্য আয়াতে

তাহাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে যে,

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ـ

"আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের কাছে এমন সব জিনিস প্রকাশ পাইল তাহারা যাহার ধারনাও রাখিত না" (সূরা যুমার/ আয়াত ৪৬)

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিও মৃত্যুর পর এমন সব বিস্ময়কর বিষয়সমূহ জ্ঞাত হইবে যাহার ধারণাও তাহাদের মধ্যে ছিল না।

কোন বিবেকবান ব্যক্তি জীবনে যদি শুধু এতটুকু চিন্তাই করে যে মৃত্যুর মাধ্যমে তাহার চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠিয়া গেলে সে নিজের সম্বন্ধে যাহা জানিবে- তাহা না জানি কেমন হয়? কি চিরস্থায়ী বদবখতী তাহার সামনে ভাসিয়া উঠে না চিরস্থায়ী সফলতা ভাসিয়া উঠে? তাহা হইলে তাহার এতটুকু চিন্তা ভাবনাই তাহার জীবনের জন্য যথেষ্ঠ। বড় আশ্চর্য্য হইতে হয় এইজন্য যে আমাদের এই সকল মছিবত বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমরা অসতর্ক। সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হইল এই যে, আমরা নিজেদের দন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানাদি এমনকি নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা কান নাক প্রভৃতি পাইয়া খুব আনন্দে দিন কাটাইতেছি অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, একদিন না একদিন আমাদিগকে এইগুলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ঐ ব্যক্তি কোথায়, যাহার অন্তরে হযরত জিবরাইল (আঃ) ঐ কথা ঢালেন যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলিয়াছেন- যাহাকে মনে চায় মহব্বত করুন। কিন্তু জানিয়া রাখুন যে আপনাকে তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। যতদিন মনে চায় জীবিত থাকুন। তবে আপনাকে একদিন মরিতেই হইবে। যেমন আমল করিতে মনে চায় করুন। তবে জানিয়া রাখুন যে আপনাকে অবশ্যই আমলের বিনিময় দেওয়া হইবে।" এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিকের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি জীবনে কখনও ইটের উপর ইট রাখেন নাই। দুনিয়া ত্যাগের সময় কোন একটি দীনার বা দেরহাম রাখিয়া যান নাই। কাহাকেও আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তবে তাহার বাণী থেকে এইটুকু কথা পাওয়া গিয়াছে যে, "যদি কাহাকেও আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আবুবকরকে গ্রহণ করিতাম কিন্তু জানিয়া রাখ যে তোমাদের এই সাথী আল্লাহ পাকের অন্তরঙ্গ বন্ধু।" এই হাদীছ হইতে বুঝা গিয়াছে যে আল্লাহ পাকের বন্ধুত্ব তাহার অন্তরে বাসা বানাইয়া ছিল তাঁহার ভালবাসা তাঁহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই জন্যই অন্য কাহাকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহন করিবার স্থান তাহার অন্তরে ছিল না। তিনি

স্বীয় উম্মতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ কে মহব্বত করিতে চাও, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন। ঐ সকল ব্যক্তিই তাঁহার উম্মত যাহারা তাঁহার অনুসরন করে। আর অনুসরণ তাহারাই করে যাহারা পার্থিবতা হইতে মুখ ফিরাইয়া আখেরাত মুখী হইয়াছে। এই জন্যই তিনি মানুষকে আল্লাহ পাক ও পরকাল ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে আহ্বান করেন নাই। অধিকন্তু শুধু পার্থিবতা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরন করা হইতে বাধাঁ দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যতটুকু পার্থিবতা বিমুখ থাকিবে এবং আখেরাত মুখী হইবে ততটুকুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথে চলিবে। আর যতটুকু তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিবে ততটুকুই তাঁহার অনুসারী হইবে। যতটুকু তাঁহাকে অনুসরন করিবে ততটুকুই তাঁহার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে পরিমাণ দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়িবে সে পরিমাণ তাঁহার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ হইতে সরিয়া পড়িবে এবং তাঁহার অনুসরন হইতে বিমুখ হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু ঐ সকল লোকদের দলভুক্ত বলিয়া পরিগনিত হইবে যে, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ـ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

" যে ব্যক্তি ধৃষ্টতা দেখাইয়াছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে। তাহার ঠিকানা হইল জাহান্নাম।" (সূরা নাযিআত/ আয়াত ৩৬-৩৮)

সুতরাং যদি তোমরা ধোকাবাজির পথ হইতে সরিয়া আস এবং ইনসাফের সাথে চিন্তা কর। শুধু তোমরা কেন- আমরা তোমরা সকলেই তো একই পর্যায়ের। যদি ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে তো ইহাই দেখিতে পাইব যে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত শুধু নিজেদের উপভোগ্য সামগ্রী জোগাড় করিতে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি। আমাদের সার্বক্ষনিক চলাফেরা শুধু নশ্বর পার্থিব জীবনের লালসা পূরনার্থে হইতেছে। ইহার পরও আমরা তাঁহার উম্মত ও অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দাবীদার কিভাবে হইতে পারি? বাহ! কত দূরের ধারনা, কেমন বেমহল লিপ্সা! আল্লাহ পাকের ঐ ঘোষনার দিকে কি দৃষ্টি পড়ে না? যেখানে তিনি বলিয়াছেন-

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ـ

"তবে কি আমি অনুগতদিগকে অপরাধীদের সম পর্যায়ভুক্ত করিব? তোমাদের কি হইল? ইহা তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত।" (সূরা কলম/ আয়াত ৩৫-৩৬)

মৃতদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু স্বপ্ন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখাঃ

স্বপ্ন যোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ যদি কাহারও ভাগ্যে জুটিয়া যায়- তাহা হইলে তো সে সৌভাগ্যশালী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যদি হে স্বপ্নযোগে আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে সে অবশ্যই আমার দর্শন লাভ করিয়াছে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারন করিতে পারে না।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন- আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল। দেখিলাম যে তিনি আমার দিকে চাহিতেছেন না। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কি অপরাধ? আপনি আমার প্রতি দেখিতেছেন না কেন? তিনি বলিলেন- তুমি কি রোযা অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন কর নাই? আমি বলিলাম- আল্লাহ পাকের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি। আমি রোযা রাখা অবস্থায় আর কখনও স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করিব না।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে আমার বড় আকাঙ্খা ছিল। প্রায় এক বৎসর পর তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে তিনি স্বীয় ললাট হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিতেছেন- এখন আমি অবসর হইয়াছি। যদি আমি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে না আসিতাম তাহা হইলে আমার সিংহাসন ভাঙ্গিয়া পড়ারই উপক্রম হইয়া পড়িয়াছিল।

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহাকে তাঁহার পিতা হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন- "আজ রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আপনার উম্মত থেকে আমি ভাল কিছু পাই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, তাহাদের জন্য দোআ কর। হযরত হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে আমি দোআতে বলিলাম- হে আল্লাহ! তাহাদের পরিবর্তে আমাকে এমন সব লোক প্রদান করুন যাহারা তাহাদের তুলনায় উত্তম। আর আমার বিনিময়ে তাহাদিগকে আমার অপেক্ষা খারাপ লোক প্রদান করুন। হযরত হাসানের (রাঃ) কাজে এই স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হওয়ার পরই ইবনে মুলযিম নামক এক দুষ্ট তাহাকে আহত করে।

একজন মুহাদ্দিছ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে- আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখিতে পাইয়াছি। আমি আবেদন করিলাম যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গোনাহ মাফের জন্য দোআ করুন। তিনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির তাহার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন যে আপনার কাছে কখনও এমন কোন জিনিস চাওয়া হয় নাই যে আপনি তাহা প্রদান করিতে 'না' বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিলেন এবং আমার গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোআ করিলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন- আমার ও আবু লাহাবের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। সে আমার সাথী ছিল। সে মরিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ পাক কুরআন পাকে তাহার অবস্থার কথা শুনাইলেন। আমি তাহার জন্য খুব দুঃখিত হইলাম। তাহার অবস্থা সম্পর্কে মনে নানা কথা জাগরিত হইতেছিল। আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখার জন্য এক বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কাছে দোআ করিতে ছিলাম। একরাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে সে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। আমি তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে সে দোজখের আযাবে পতিত হইয়াছে। তাহার উপর আপতিত আযাব কখনও হালকা হয় না। কখনও একটু স্বস্থিও পায় না। তবে শুধু সোমবার রাত্রে তাহার আযাব হালকা করা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহা কেন? সে বলিল যে, ঐ রাত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জন্মলাভ করিয়া ছিলেন। এক বাঁদী আসিয়া আমাকে সুসংবাদ প্রদান করিল যে, আমেনা এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে। আমি খুশী হইয়া বাঁদীটি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে এই কাজের বিনিময় প্রদান করিয়াছেন। প্রতি সোমবারে আমার উপর হইতে আযাব হালকা করিয়া দিয়াছেন। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ (রাঃ) বলেন- আমি হজ্জ্ব করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে একব্যক্তি আমার সাথী হইল। সে উঠাবসা, চলাফেরা সর্বাবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতছিল। আমি তাহার এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল- আমি যখন প্রথমবার মক্কা শরীফ যাইতেছিলাম। তখন আমার সাথে আমার পিতাও ছিলেন। আমরা যখন মক্কা শরীফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম। তখন পথিমধ্যে এক মনযিলে আসিয়া উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি ঘুমন্ত ছিলাম। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল- উঠ! দেখ আল্লাহ পাক তোমার পিতাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন এবং তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ন করিয়া দিয়াছেন। আমি ভয়ে ভয়ে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম। পিতার

মুখমণ্ডলের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া তাহাকে মৃত ও তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ন দেখিতে পাইলাম। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার খুব ভয় হইতেছিল। এই অবস্থায়ই আমি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে চারজন কৃষ্ণকায় হাবশী লোক লোহার চারটি হাতুড়ী সহ আমার পিতার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় সবুজ বর্নের পোশাক পরিহিত একজন সুদর্শন বুযুর্গব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন- এখান হইতে সরিয়া পড়। অতঃপর স্বীয় পবিত্র হস্ত দ্বারা আমার পিতার মুখমণ্ডল মুছিয়া দিলেন এবং আমার কাছে আসিয়া বলিলেন উঠ। আল্লাহ পাক তোমার পিতার মুখমণ্ডল শুভ্রবর্ন করিয়া দিয়াছেন। আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম- আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউন। আপনি কে?পরিচয় দান করুন। তিনি বলিলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি জাগ্রত হইলাম। পিতার মুখমন্ডলের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া দেখিলাম যে বাস্তবিক পক্ষে আমার পিতার মুখমন্ডল নুরানী হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন হইতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ক্ষান্ত করি নাই। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখিলাম। হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে তাঁহার সাথে দেখিলাম। আমি তাহাদিগকে সালাম করিয়া হযরত আবুবকর ও হযরত ওমরের (রাঃ) মাঝখানে বসিয়া পড়িলাম। এমতাবস্থায় হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁহার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে আমার সামনে একটি কক্ষে দরজা বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কতক্ষন পর হযরত আলী (রাঃ) এইকথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন- "কাবার রবের কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমার জন্য এই আদেশ হইয়াছে।" অতঃপর কিছুক্ষনের মধ্যেই হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন- "আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘুমাইয়া ছিলেন। তিনি হঠাৎ করিয়া ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। আর "ইন্না লিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে- আল্লাহর কসম। ইমাম হোসাইন (রাঃ) শহীদ হইয়াছেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালাতে শহীদ হওয়ার পর শহীদ হওয়ার সংবাদ মদিনাতে পৌঁছার পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই স্বপ্নটি দেখিয়া ছিলেন। তিনি স্বপ্নটি বর্ণনা করিবার পর তাঁহার সাথীরা স্বপ্নের সত্যতা মানিয়া লইতে রাজী ছিল না। তখন তিনি বলিলেন যে– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁহার হাতে রক্ত ভরা একটি শিশি।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মত কি করিয়াছে? তোমার তাহা জানা নাই। তাহারা আমার আওলাদ হোসাইনকে শহীদ করিয়া দিয়াছে। ইহা তাঁহার এবং তাঁহার সাথীদের রক্ত। ইহা আল্লাহ পাকের কাছে লইয়া যাইব। এই ঘটনার বিশ দিন পর তাঁহার শাহাদতের সংবাদ মদিনায় পৌঁছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যে দিন এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেদিনই তিনি শহীদ হইয়াছিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখিল। সে জিজ্ঞাসা করিল-যে। আপনি স্বীয় জিহ্বা সম্পর্কে বলিতেন যে ইহা নাকি আপনাকে ধ্বংসের স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এখন আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আমি এই জিহ্বা দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়াছিলাম। তাই আমাকে জান্নাতে স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাশায়েখ গণের স্বপ্ন

কোন এক শায়খ বর্ণনা করেন যে তিনি মুতাম্মীম দাওরানী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে, আমাকে জান্নাত গুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। শায়খ জিজ্ঞাসা করিলেন যে-জান্নাতের কোন জিনিস আপনার কাছে পছন্দ হইয়াছে কি? তিনি বলিলেন- 'না'। আল্লাহ পাক আমাকে বলিয়াছেন যে যদি তুমি জান্নাতের কোন জিনিসকে ভাল বলিয়া জানিতে তাহা হইলে আমি তোমাকে উহার সাথে সম্পৃক্ত করিয়া দিতাম। আমার কাছে পৌঁছাইতাম না। কোন এক ব্যক্তি হযরত ইউসুফ ইবনে হোসাইনকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আল্লাহ পাক তোমার সাথে কি আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে-কোন আমলের কারণে মাফ করিয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে-একটি সঠিক কথাকে আমি কখনও খামখেয়ালীর সাথে মিশ্রিত করিতাম না।

মানছুর ইবনে ঈসমাইল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে আমি আবদুল্লাহ ইবনে বায্যার (রহঃ)কে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমার সাথে কি আচরন করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন যে আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার সামনে দাঁড় করাইয়াছেন। আমি তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া যতগুলি গোনাহ স্বীকার করিয়াছি ইহাদের প্রত্যেকটি মাফ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু একটি গোনাহ স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ হইতেছিল এই জন্য আমাকে ঘর্মের মধ্যে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। ইহা এত শক্ত আযাব ছিল যে আমার মুখমন্ডলের গোশত পর্যন্ত খসিয়া পড়িয়াছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ঐ গোনাহটি কি? তিনি বলিলেন- "আমি একদা একটি নাবালক দাঁড়িহীন সুদর্শন বালককে দেখিয়া ছিলাম। তাহাকে পছন্দ লাগিয়াছিল। এই জন্য গোনাহটি স্বীকার করিতে আমার লজ্জা হইতেছিল।

আবু জাফর সাইদলানী (রহঃ) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখিলাম। একদল দরবেশ তাঁহার আশে পাশে বসা। এমন সময় আকাশ বিদীর্ণ হইল। তশতরী হাতে দুইজন ফিরিশতা অবতরন করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে তশতরী রাখিয়া দিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্ত মুবারক ধৌত করিয়া তশতরীটি আমার সামনে রাখিলেন। আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া এক ফিরিশতা অন্যান্য ফিরিশতাদিগকে বলিল যে তাহার হাতে পানি ঢালিবে না। কারণ সে তাহাদের অন্তর্ভূক্ত নহে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি বলেন নাই যে- যে যাহাকে মহব্বত করে সে তাহারই অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- হাঁ, তোমার কথা ঠিক। আমি বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে এবং এই সকল দরবেশকে মহব্বত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তাহার হাতেও পানি ঢাল। কারণ সেও তাহাদের অন্তর্ভূক্ত।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন- আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি লোকজনকে ওয়াজ নসিহত শুনাইতেছি। এমতাবস্থায় এক ফিরিশতা আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধানকারী, যে সব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ কোন কাজটি? আমি বলিলাম- লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে গোপনে কৃত আমল। ওজনের পাল্লাতে ইহার ওজন পুরাপুরি হয় অর্থাৎ খুব ভারী হয়। এই কথা শুনিয়া ফিরিশতা চলিয়া যাইতেছিল আর ঘোষনা করিতেছিল যে, আল্লাহর কসম। ইহা এমন এক ব্যক্তির কথা, যে এইরূপ কার্যের তাওফীক পাইয়াছে।

হযরত মাজমা (রহঃ) কে কেহ স্বপ্নে দেখিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনার সাথে কেমন আচরন করা হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন- যাহারা দুনিয়াতে থাকিয়াও দুনিয়া বিমুখ ছিল তাহারা ইহকাল ও পরকালের কল্যান লাভ করিয়াছে।

শামদেশীয় এক ব্যক্তি আলা ইবনে যিয়াদ (রহঃ)কে বলিল যে আমি স্বপ্নে আপনাকে জান্নাতে দেখিতে পাইয়াছি। হযরত আল ইবনে যিয়াদ (রহঃ) তখন বসা হইতে উঠিয়া সে ব্যক্তির কাছে আসিয়া বলিলেন যে, এই স্বপ্নের তাবীর হইল এই

যে শয়তান আমাকে দিয়া একটি কাজ করাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছে (রহঃ) বলেন যে স্বপ্ন মুমিন ব্যক্তিকে খুশী করে। ভুলের মধ্যে ফেলে না।

সালেহ্ ইবনে বশীর (রহঃ) বলেন যে আমি আতা সালমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম- আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। দুনিয়াতে তো তুমি অনেক চিন্তিত থাকিতে। তিনি বলিলেন যে- ইহার পর এখন তো আমার চিরস্থায়ী খুশী ও আরাম হইয়াছে। আমি বলিলাম যে, আপনি কোন পর্যায়ে আছেন? তনি বলিলেন আমি ঐ সকল লোকদের সাথে আছি আল্লাহ পাক যাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ নবী, শহীদ ও নেককারদের সাথে। কোন এক ব্যক্তি হযরত যুরারাহ ইবনে আবু আওফা (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে- আপনার কাছে কোন আমলটি উত্তম। তিনি বলিলেন আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আশা খাট করা।

ইয়াযীদ ইবনে মাদউর (রহঃ) বলেন- আমি ইমাম আওযায়ী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমাকে এমন একটি আমল বলিয়া দিন যাহা আমল করিয়া আমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিব। তিনি বলিলেন যে এখানে আলেমদের মর্যাদা এত বেশী যে অন্য কাহারও মর্যাদা ততবেশী নয়। অতঃপর চিন্তান্বিত লোকদের মর্যাদা। বর্ণনাকারী বলেন যে, ইয়াযীদ ইবনে মাদউর খুব বৃদ্ধ ছিলেন। এই স্বপ্নের পর সর্বদা কান্নাকাটি করিতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইন (রহঃ) বলেন যে আমি স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্নে দেখিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে-ভাই! আল্লাহ্ পাক তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিলেন- আমি যে সব গোনাহের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি আল্লাহ পাক আমাকে সেগুলি মাফ করিয়া দিয়াছেন। আর যে সব গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই, তাহা মাফ করেন নাই।

আলী তালহী (রহঃ) বলেন- আমি স্বপ্নে এক নারীকে দেখিয়াছি। সে দুনিয়ার অন্যান্য নারীর ন্যায় নহে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- তোমার পরিচয় বল? সে বলিল- আমি হুর! আমি তাহাকে বলিলাম যে তুমি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হও। সে বলিল- আমার সম্পর্কে আমার মালিকের কাছে আবেদন করুন। আর আমার মোহর প্রদান করুন। আমি বলিলাম যে তোমার মোহর কি? সে বলিল নিজকে সর্ব প্রকার অনিষ্ট জিনিস হইতে রক্ষা করা। ইবরাহীম ইবনে ইসহাক হরবী (রহঃ) বলেন যে আমি স্বপ্নে হযরত যুবাইদা (রহঃ) কে দেখিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি

বলিলেন- আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম- মক্কার পথে আপনি যে দান করিয়াছিলেন, উহার বিনিময়ে এই ক্ষমা? তিনি বলিলেন আমি যে দান খয়রাত করিয়াছি উহার সওয়াব তো মালিকের কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আমাকে তো শুধু নিয়তের কারনে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত সুফিয়ান ছাত্তরীর (রহঃ) মৃত্যুর পর কোন এক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে কি আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আমি এক কদম রাখিয়াছি পুলসিরাতে আর অপর কদম রাখিয়াছি জান্নাতে। আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী (রহঃ) বলেন- স্বপ্নে আমি একটি বাঁদী দেখিয়াছি। তাহার অপেক্ষা অধিক সুশ্রী নারী আমি আর কখনও দেখি নাই। তাহার মুখমণ্ডল হইতে নূর বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- তোমার মুখমন্ডল এত উজ্জ্বল হওয়ার কি কারণ? সে বলিল যে তুমি একরাত্রে কাঁদিয়াছিলেন। আপনার কি সে কথা স্মরণ আছে? আমি বলিলাম- হাঁ, স্মরণ আছে। সে বলিল যে তোমার ক্রন্দনের সময় আমি তোমার প্রবাহিত অশ্রু লইয়া আমার মুখমন্ডলে মুছিয়া ছিলাম। এই জন্য আজ আমার মুখমন্ডল এত উজ্জ্বল হইয়াছে।

কাত্তানী (রহঃ) বলেন- একরাত্রে আমি স্বপ্নে হযরত জুনাইদ (রহঃ) কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম- আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন আমার ওয়াজ নছিহত কিছুই কাজে আসে নাই। ইবাদতসমূহ ও ফলাদায়ক হয় নাই। শুধু যে দুই রাকাত নামায রাত্রে পড়িতাম উহার বিনিময় লাভ করিয়াছি। কোন এক ব্যক্তি হযরত যুবাইদাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আপনার কি অবস্থা হইয়াছে? তিনি বলিলেন যে মাত্র চারটি বাক্যের ওসিলায় আমি ক্ষমা পাইয়াছি। "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। ইহার উপর আমি মৃত্যু পর্যন্ত থাকিব। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। এই বিশ্বাস লইয়াই কবরে প্রবেশ করিব। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। ইহা সাথে করিয়া নির্জনতা অবলম্বন করিব। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এই কলেমা সাথে লইয়া স্বীয় রবের সাথে মিলিত হইব। বিশর ইবনে হারিছ (রহঃ) কে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি রহম করিয়াছেন। তোমাদের প্রচার ও প্রশংসার দ্বারা আমার যতটুকু ক্ষতি হইয়াছে অন্য কিছুর দ্বারা ততটুকু ক্ষতি হয় নাই। আবু বকর কাত্তানী (রহঃ) বলেন যে আমি স্বপ্নে এক যুবককে দেখিতে পাইলাম। তাহার অপেক্ষা উত্তম ও সুন্দর কোন পুরুষ আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি কে? সে জবাব দিল– সে হইল তাকওয়া। আমি বলিলাম- তুমি কোথায় থাক? সে বলিল- আমি চিন্তাযুক্ত অন্তরে থাকি।

অতঃপর দেখিতে ভূতের ন্যায় কৃষ্ণকায় এক নারী দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও। সে বলিল- আমি অন্তরের রাগ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- তুমি কোথায় থাক? সে বলিল- যে অন্তর উল্লাসে মত্ত থাকে এবং অহংকারী হয়, আমি তাহাতে থাকি। অতঃপর আমি জাগ্রত হইলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে কোন ব্যাপারে বাধ্য না হইলে আর কখনও হাসিব না। আবু সাঈদ খাররায (রহঃ) বলেন যে এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে শয়তান আমার উপর আক্রমন করিতে চাহিতেছে। তখন আমি একটি লাঠি হাতে তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু সে ভয় পাইল না। এমতাবস্থায় অদৃশ্য হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি। কেহ বলিতেছে " সে লাঠি দ্বারা ভয় পায় না বরং অন্তরের ভিতরে অবস্থিত একটি নূরকে ভয় পায়।

মাসুহী (রহঃ) বলেন- আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে শয়তান উলঙ্গ অবস্থায় চিৎকার করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে এই সকল মানুষ দেখিয়া তোমার লজ্জা করে না। তুমি উলঙ্গ হইয়া চলিয়াছ? শয়তান বলিল- সুবহানাল্লাহ! যদি তাহারা মানুষ হইত তাহা হইলো কি সকাল বিকাল আমি তাহাদিগকে শিশুদের খেলার ফুটবলের মত ব্যবহার করিতে পারিতাম? বরং মানুষ হইল অন্য লোকেরা যাহারা আমাকে রোগগ্রস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। শয়তানের দৃষ্টিতে যাহারা মানুষ তাহাদিগকে বুঝাইতে গিয়া শয়তান সাধকদের দিকে ইঙ্গিত করিল।

হযরত আবু সাঈদ খাররায (রহঃ) বলেন- আমি দামেস্ক শহরে ছিলাম। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখিতে পাইলাম। তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের (রাঃ) উপর ভর করিয়া আমার কাছে আগমন করিলেন। তখন আমি কিছু কথা বলিতে ছিলাম এবং নিজের বক্ষদেশে হাত মারিতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ইহার কল্যাণের দিক অপেক্ষা অকল্যাণের দিকই অধিক। ইবনে ওয়াইনা (রহঃ) বলেন- আমি হযরত সুফিয়ান ছাওরীকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। তিনি জান্নাতের একবৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। আর বলিতেছেন- এই ধরনের আমল করা উচিত। আমি তাহাকে বলিলাম যে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন- মানুষের সাথে পরিচয় কম করিও। শিবলীর (রহঃ) মৃত্যুর তিনদিন পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে তাহার দর্শন লাভ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল যে আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আমার কাছে এমন কিছু চাহিদা করিয়াছেন যে আমি তাহাতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন তিনি আমার মধ্যে নৈরাশ্য দেখিতে পাইলেন তখন স্বীয় রহমতের দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া লইলেন। বনী

আমের বংশের মাজনুনের ইনতেকালের পর কোন ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল- আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- "আল্লাহ্ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং বন্ধু বান্ধবদের জন্য আমাকে দরীল বানাইছেন।"

জনৈক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি রহম করিয়াছেন। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল- 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারকের অবস্থা কি? তিনি জবাব দিলেন- তিনি স্বীয় রবের কাছে প্রতিদিন দুইবার করিয়া যান। জনৈক ব্যক্তি এক বুযর্গকে স্বপ্নে দেখিয়া তাহার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন- আমার থেকে খুব সুক্ষ্ম হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু পরে দয়া করিয়া ছড়িয়া দিয়াছেন। এক ব্যক্তি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আপনার সাথে কি আচরন করা হইয়াছে? তিনি জবাব দিলেন- হযরত ওসমান (রাঃ) মৃতদেহ দেখিলেই "সুবহানাল্লাজি লা-ইয়ামুতু" পড়িতেন। এই কলেমার ওসিলায় আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) যে রাত্রে ইনতিকাল করিয়াছেন। ঐ রাত্রেই এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে, মনে হইতেছে যেন আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন এক ঘোষক ঘোষনা করিতেছিল যে হাসান বসরী আল্লাহর কাছে আসিয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতিসন্তুষ্ট। হযরত জুনায়েদ (রহঃ) অভিশপ্ত শয়তানকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। শয়তান তখন উলঙ্গ ছিল। তিনি বলিলেন যে, এই অবস্থায় মানুষের সামনে আসিতে তোমার লজ্জা করে না? শয়তান বলিল যে, এইসব লোক তো প্রকৃতপক্ষে মানুষ নহে। প্রকৃত মানুষ হইল বাগদাদে অবস্থিত মস্‌জিদে শুনিযীতে যাহারা রহিয়াছে। তাহারা তো আমাকে ক্ষীণকায় করিয়া ফেলিয়াছে এবং আমার কলিজাকে পুড়াইয়া কাবাব করিয়াছে। হযরত জুনায়েদ (রহঃ) বলেন যে, ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া আমি উক্ত মস্‌জিদে গেলাম। দেখিতে পাইলাম লোকজন হাটুর উপর মাথা রাখিয়া ফিকিরে লাগিয়া আছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া বলিল- এই খবিশের কথা শুনিয়া ধোকায় পড়িও না। নাসিরাবাদীর মৃত্যুর পর কোন এক ব্যক্তি মক্কা শরীফে তাহাকে স্বপ্নে দেখিল। সে জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনার উপর দিয়া কি অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে? তিনি বলিলেন যে, প্রথমে তো আমাকে বড় বড় সর্দারের ন্যায় ভৎর্সনা করা হইয়াছিল। অতঃপর আমাকে বলা হইল যে, হে আবুল কাসেম! মিলনের পরও কি বিচ্ছিন্নতা আসে? আমি বলিলাম- না। হে মহান! অতঃপর আমাকে কবরে রাখার সাথে সাথে আমি স্বীয় রবের সাথে

মিলিত হইয়াছি। ওতবা খাল্লাম (রহঃ) স্বপ্নে একটি হুর দেখিতে পাইয়াছেন। হুরটি দেখিতে খুবই সুশ্রী। হুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে- হে ওতবা! আমি তোমার প্রেমিকা। তবে তুমি এমন কথা বলিও না, যাহা দ্বারা তোমার ও আমার মধ্যে পর্দা পড়িয়া যায়। ওতবা (রহঃ) জবাব দিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তোমার সাথে মিলিত না হইতে পারিব, ততদিনের জন্য দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়াছি এবং ততদিন পর্যন্ত ইহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিব না।

বর্ণিত আছে যে, আইয়ুব সখতিয়ানী (রহঃ) কোন এক গোনাহগার ব্যক্তির লাশ দেখিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য এই যে তিনি তাহার জানাযার নামায পড়িবেন না। কোন এক ব্যক্তি এই মৃতকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল- বল! তোমার সাথে কি আচরণ করা হইয়াছে? মৃত ব্যক্তি বলিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং আইয়ুবকে শুনাইয়া দিও যে, "যদি আল্লাহর রহমতের খাজানা তোমাদের হাতে হইত; তাহা হইলে খরচ হইয়া যাওয়ার ভয়ে তোমরা হাত গুটাইয়া লইতে" কোন এক বুযুর্গ বলেন যে- দাউদ তাঈ (রহঃ) যে রাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ঐ রাত্রেই আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম। আমি বলিলাম- হে শায়খ! তিনি বলিলেন যে, এখন শায়খ বলা ছাড়িয়া দাও। বুযুর্গ বলেন যে, আপনার জীবনের যে সব অবস্থা দেখিয়াছি উহার ভিত্তিতে শায়খ বলিয়াছি। তিনি বলিলেন যে, ঐ সব অবস্থা কোন কাজে আসে নাই। বুযুর্গ বলিলেন- তাহা হইলে আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- তুমি জান যে অমুক বৃদ্ধা আমার কাছে আসিয়া বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিত- ইহার সওয়াবের বিনিময়ে আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইবনে রাশেদ (রহঃ) বলেন যে আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনি না মৃত্যুবরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- যে আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সুফিয়ান ছাওয়ারীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে তাঁহার কথা কি বলিব। তিনি তো এই আয়াতের উদাহরণ।

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۔

"ঐ সকল লোকদের সাথে যাহাদিগকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করিয়াছেন। যথা- নবীগণ, সিদ্দীকগন, শহীদগণ এবং নেককারগণ। (সূরা নিসা/ আয়াত ৬৯)

"রবী (রহঃ) ইবনে সুলায়মান (রহঃ) বলেন- যে ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মৃত্যুর

পর আমি স্বপ্নে তাহাকে দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আমাকে একটি স্বর্নের চেয়ারে বসাইয়া আমার উপর সুন্দর সবুজ রংয়ের মোতি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) যে রাত্রে ওফাত পাইয়াছেন সে রাত্রেই তাহার এক মুরীদ তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে এক ঘোষক ঘোষনা করিতেছে- আল্লাহ পাক আদম, নূহ, ইবরাহীম (আঃ) এবং আলে ইমরানকে সমস্ত মাখলুকের মধ্যে মকবুল বানাইয়াছেন, আর হাসান বসরীকে সমকালীন লোকদের মধ্যে উত্তম ও মকবুল বানাইয়াছেন।

আবু ইয়াকুব কারী (রহঃ) বলেন যে আমি স্বপ্নে বাদামী বংয়ের দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে মানুষ তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছে। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি কে? তাহারা বলিল যে তিনি হইলেন ইদ্রীস কারনী (রহঃ)। আমিও তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। আমি বলিলাম যে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বিরক্ত হইলেন। আমি বলিলাম যে আমি কোন রাস্তা পাইতেছি না। আপনার কাছে পথের দিশা চাহিতেছি। যদি আপনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহা হইলে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এই কথা বলার পর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। তিনি আমাকে বলিলেন- আল্লাহর মহব্বত পাওয়ার জন্য তাহার রহমত তালাশ কর। তাহার নাফরমানী করিতে তাঁহাকে ভয়কর। তাঁহার থেকে নিরাশ হইও না। অতপরঃ তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিলেন।

আবু বকর ইবনে মরিয়ম (রহঃ) বলেন যে আমি ওরাকা ইবনে বশীর হজরমী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনার কি অবস্থা? তিনি বলিলেন- অনেক কষ্টের পর মুক্তি পাইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনার কোন আমলটি উত্তম পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন- আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা।

ইয়াযীদ ইবনে নু, আমাকে বলেন- যে মহামারীতে এক মহিলা মারা গিয়াছে। মহিলার পিতা তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল- বেটি! আমাকে আখেরাতের অবস্থা শুনাও। সে বলিল- পিতা! আমরা একটি সাংঘাতিক স্থানে পৌছিয়াছি, আমরা এখানে থাকিয়া সব কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি। সব কিছুর ফজিলত জানি কিন্তু আমল করিতে পারি না। আর আপনারা আমল করিতেছেন। কিন্তু আমলের দাম জানেন না। একবার বা দুইবার সুবহানাল্লাহ পড়া অথবা এক বা দুই রাকাত নামায, আমার আমল নামায় থাকা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে উহা অপেক্ষা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

হযরত ওতবার (রহঃ) কোন এক মুরীদ বলিল- আমি ওতবাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম- আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি আচরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে তোমার ঘরের মধ্যে যে দোআটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহার বরকতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছি। মুরীদ বলিল- আমি জাগ্রত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং দেওয়ালের উপর ওতবার হাতের লিখা নিম্নোক্ত দোআটি দেখিতে পাইলাম। দোআটি এই–

يَا هَادِىَ الْمُضِلِّيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الْمُذْنِبِيْنَ وَيَا مُقِبْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَالْخَطَرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْذُوقِيْنَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

“হে পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শনকারী, হে গোনাহগারদের প্রতি রহমকারী, হে পদস্খলনকারীদের পদস্খলন মার্জ্জনাকারী, আপনি মারাত্মক বিপদে পতিত বান্দার প্রতি এবং সকল মুসলমানদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদিগকে আপনার পক্ষথেকে রিযিকপ্রাপ্ত জীবিতদের সাথী করিয়া দিন যাহাদিগকে আপনি পুরস্কৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগন এবং নেককারগণদের সাথে। আমীন! হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক”। মুসা ইবনে হাম্মদ বলেন- আমি স্বপ্নে সুফিয়ান ছাওরীকে দেখিয়াছি। তিনি জান্নাতে অবস্থান করিতেছেন। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে আবু আবদুল্লাহ! কি কারণে আপনি এতবড় মর্যাদা লাভ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- তাকওয়ার দ্বারা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আলী ইবনে আসেমের অবস্থা কি? তিনি বলিলেন যে, তাহাকে তো নক্ষত্রের ন্যায় মনে হয়।

কোন এক তাবেয়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন। “ক্ষতিকারক বিষয় সমূহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে না এমন ব্যক্তি সর্বদা ক্ষতিগ্রস্থ থাকে। আর যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থতায় পতিত হইয়াছে তাহার জন্য মৃত্যুই শ্রেয়।”

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন আমি এমন একটি বিষয়ে বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলাম। যে ইহার কারণে আমি খুব বিব্রত ছিলাম। আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেহ আমার

এই বিপদ সম্পর্কে অবগত ছিল না। গতরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে এক ব্যক্তি আমার সামনে আসিয়া আমাকে বলিল- হে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস! তুমি এই দোআটি পড়-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا وَّلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوْرًا وَلَا اَسْتَطِيْعُ ان اَخُذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا اَتَّقِىْ اِلَّا مَا وَقَيْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِىْ عَافِيَةٍ۔

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের লাভ-ক্ষতি, হায়াত-মওতের ক্ষমতা রাখি না। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ও ক্ষমতা রাখি না আপনি যাহা প্রদান করেন তাহা ব্যতীত অন্য কিছু অবলম্বন করার শক্তি রাখি না। আপনি আমাকে যে যে ক্ষেত্রে হেফাজত না করেন, সেখান থেকে বাঁচিতেও পারি না। হে আল্লাহ! আপনি যে যে কথা ও কাজ পছন্দ করেন এবং যে যে কথা ও কাজের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন আমাকে সেগুলির তাওফীক দান করুন।"

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন- যে আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হইয়া উল্লেখিত দোআটি বার বার পাঠ করিলাম। দুপুরের দিকে আল্লাহ পাক আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিলেন। যে বিপদে ছিলাম তিনি তাহা হইতে আমাকে রেহাই দিলেন। সুতরাং এই দোআটি সর্বদা পাঠ করা তোমাদের উচিত। ইহা পড়িতে অসতর্ক হইও না।

সিঙ্গাতে ফুৎকার দেওয়ার বিবরণ

এই পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে মৃতদের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ শুনানো হইল। মৃত্যুযন্ত্রণা, শেষ নিঃশ্বাসের সময় শয়তানের প্রবঞ্চনা, কবরের অন্ধকারে পতিত হওয়া, ইহার পোকা মাকড়ের কষ্ট সহ্য করা, মুনকীর নকীরের প্রশ্ন, কবরের আযাবের কথা, প্রভৃতি যতগুলি অবস্থার বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের অপেক্ষাও অধিক বিপজ্জনক হইল আরও সামনের অবস্থা। যেমন ইস্রাফিলের সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়া, কিয়ামতের দিনে উত্থান, আল্লাহ্ পাকের সামনে উপস্থিত হওয়া, কম হউক বা অধিক হউক প্রশ্নাদির সম্মুখীন হওয়া, আমলের পরিমাণ মাপার জন্য নিক্তি স্থাপিত হওয়া, পুলসিরাত তীক্ষ্ণ ও সরু হওয়া সত্ত্বেও ইহা পার হওয়া, নিজেদের ফয়সালার জন্য অর্থাৎ নেককার না বদকার এই ব্যাপারে ঘোষকের ঘোষনার অপেক্ষা করা, প্রভৃতি এইগুলি এমন কতক অবস্থা এবং বিপজ্জনক ঘাটি যাহাদের পরিচয় লাভ করা অত্যন্ত অপরিহার্য। অতঃপর ইহাদের অস্তিত্বের ও সংগঠনের প্রতি বদ্ধমুল বিশ্বাস স্থাপন আর ইহাদের সম্বন্ধে এমন চিন্তাভাবনা করা যাহাতে ইহাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কথা অন্তরে গাড়িয়া বসে।

আমাদের অধিকাংশ লোকের অবস্থা হইল এই যে কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান আমাদের অন্তরে বিশেষভাবে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা আমাদের কর্মের মাধ্যমেই পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে। কারণ গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের ও শীতকালে শীতের প্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য আমরা কত প্রকারের আসবাব পত্র ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়া থাকি এবং এই জন্য মাথা ঘামাইতে থাকি। অথচ জাহান্নামের গরম ও ঠান্ডা দুনিয়ার গরম ও ঠান্ডা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। ইহার কষ্ট ও বিপদ অনেক মারাত্মক। ইহা সত্ত্বেও আমরা জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে অনেক অলসতা করিয়া থাকি। হ্যাঁ, তবে এতটুকু কথা সত্য যে আমাদের কাছে আখেরাতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইলে আমরা তাহা মুখে স্বীকার করি কিন্তু অন্তর অসতর্ক থাকে। আমাদের অবস্থাটি একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। এক ব্যক্তি অপরজনকে বলিল যে, তোমার সামনে রাখা খাদ্যের মধ্যে বিষ রহিয়াছে। সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথার সত্যতা স্বীকার করিল। বলিল যে, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ। ইহা বলিয়াও খাদ্য খাইয়া ফেলিল। দেখ! এই ব্যক্তি মুখে মুখে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথার সত্যতা স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহার কথা মিথ্যা প্রতিপাদন করিল। কার্যের মাধ্যমে কোন বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপাদন করা মুখে মুখে মিথ্যা প্রতিপাদন করা অপেক্ষা অনেক মারাত্মক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ পাক বলেন যে, মানুষ আমাকে গালি দেয় এবং আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে। অথচ ইহা তাহাদের জন্য উচিত নহে। আমাকে তাহাদের গালি দেওয়া হইল। তাহারা বলে যে আল্লাহর পুত্র সন্তান আছে। আর আমার প্রতি তাহাদের মিথ্যারোপ করা হইল তাহারা বলে যে আমি প্রথমে তাহাদিগকে যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। পুনরায় সেভাবে তাহাদের পুনরুত্থান ঘটাইতে পারিব না। পুনরুত্থান সম্পর্কে তাহাদের বদ্ধমুল বিশ্বাস না থাকার পিছনে এক কারণ হইল- মানুষ এই জগতে এই ধরনের বিষয় কম অনুধাবন করিয়া থাকে। মনে করি যদি তাহারা এই দুনিয়াতে প্রাণীর সৃজন না দেখিত। আর তাহাদিগকে বলা হইত যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা সামান্য এক ফোঁটা নাপাক বীর্য্য হইতে বিবেকবান, বাকপটু এবং শক্তিমান মানুষ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাহাদের অন্তর ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কষ্ট হইত।

এইদিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ পাক বলেন–

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ـ

“তবে কি মানুষ দেখে নাই যে আমি তাহাকে এক ফোঁটা বীর্য্য থেকে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিবাদকারী।” (সূরা ইয়াসীন/ আয়াত ৭৭)

তিনি আরও বলেন—

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

"তবে কি মানুষ ধারনা করিতেছে যে, তাহাকে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তবে কি সে নির্গত এক ফোঁটা বীর্য্য ছিল না। অতঃপর জমাট বাধা রক্ত। পরে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহার থেকে নারী-পুরুষ জোড়জোড় সৃষ্টি করিয়াছেন?" (সূরা দাহার/ আয়াত ৩৬-৩৯)

মোট কথা- মানব সৃষ্টিতে যে সব বিস্ময়কর শিল্প ও কারুকার্য্য রহিয়াছে যদি কেহ তাহা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে সে কিভাবে আল্লাহ পাকের এই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কুদরত অস্বীকার করিতে পারে? সুতরাং হে মানব! আল্লাহ পাক তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। যদি এই ব্যাপারে তোমাদের ঈমানে দুর্বলতা থাকে তাহা হইলে তোমরা নিজেদের প্রথম জন্মের কথা চিন্তা করিয়া দেখ যে, তিনি প্রথমে তোমাদিগকে কোন উদাহরণ না দেখিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে কি এখন উদাহরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তোমাদিগকে আবার জীবন দিতে পারিবেন না? বরং দ্বিতীয় বার জীবন প্রদান করা। পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ। কারণ উদাহরণ না দেখিয়া কোন জিনিস প্রস্তুত করা অপেক্ষা উদাহরণ দেখিয়া প্রস্তুত করা অনেক সহজ। বিষয়টি এইভাবে বিবেচনা করিয়া ঈমান মজবুত করিয়া লও। সুতরাং পুনরুত্থানের ব্যাপারে তোমাদের ঈমান দৃঢ় হইয়া গেলে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, উহার ভয় অন্তরে পয়দা কর। এই ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা ফিকির কর যেন অন্তর অস্থিরতা মুক্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ পাকের সামনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাক। সর্বপ্রথম ঐ ধ্বনি সম্পর্কে চিন্তা ফিকির কর যাহা কবরবাসীদের কর্ণকুহরে পৌঁছিবে। অর্থাৎ এত জোরে সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়া হইবে যে, ইহার প্রচন্ডতার কারণে কবরের মৃত ব্যক্তিরাও বাহির হইয়া আসিবে। তুমি নিজকে ধারণা কর যে তুমি পরিবর্তিত চেহারা লইয়া আপাদমস্তক মাটি মিশ্রিত হইয়া দেহের মাটি ঝাঁড়িতে ঝাঁড়িতে কবর হইতে বাহির হইয়াছ। সিঙ্গাঁয় ফুৎকারের প্রচন্ড আওয়াজে তুমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছ। আওয়াজ তোমার বিবেকে ছোবল মারিয়াছে। দীর্ঘসময় কবরের মধ্যে কাটানের পর এখন সমস্ত মাখলুক একসাথে কবর থেকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কবরে থাকা অবস্থায় এক পেরেশানী ছিল, যে না জানি কখন হিসাব নিকাশ শুরু হয়। হিসাব নিকাশের জন্য অপেক্ষা করিবার কষ্টও কম নয়। তদোপরি ইহা হইতে নিস্কৃতি লাভের পর এখন অন্য বিপদ। এইসব অবস্থা নিজের

জন্য এখনই চিন্তা করিতে থাক। সিঙ্গাঁয় ফুৎকারের সময় মানুষ কিরূপ বিপদাপদের সম্মুখীন হইবে সেদিকে ইঙ্গিত করিয়া কুরআন পাকে বলা হইয়াছে–

وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ـ

"এবং সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন আসমান ও যমীনের সকলে বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। তবে আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা করেন, এই অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেন।" (সূরা যুমার/ আয়াত ৬৮)

অতঃপর দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন তাহারা তাকাইয়া থাকিবে।" অন্য এক আয়াতে আছে–

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ فَذَالِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ـ

"যখন সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ঐ দিন কাফেরদের জন্য বড় কঠিন দিন। সহজ নয়।" (সূরা মুদ্দাচ্ছির/ আয়াত ৮-১০)

অন্য এক আয়াতে আছে–

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ـ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ـ قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

"তাহারা বলে- যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল তোমাদের প্রতিশ্রুত দিনটি কোথায়? আল্লাহ পাক বলেন- তাহারা শুধু একটি শক্ত আওয়াজের অপেক্ষা করিতেছে, যাহা তাহাদিগকে পাইয়া বসিবে। অথচ তখনও তাহারা বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থাকিবে। এমন কি তাহারা কোন কিছু বলিয়াও মরিতে পারিবে না এবং স্বীয় পরিবার পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্তনও করিতে পারিবে না এবং যখন সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়া হইবে, আর তাহারা কবর হইতে উঠিয়া স্বীয় প্রভুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাহারা বলিবে-হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদিগকে স্বীয় কবর হইতে কে উঠাইয়াছে? তাহাদিগকে বলা হইবে- ইহাই

আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুত দিন এবং রাসূলগণ এই দিন সম্পর্কেই সত্য কথা বলিতেন।" (সূরা ইয়াসীন/ আয়াত ৪৮)-৫১)

ইহা এমন এক সিঙ্গাঁ যে ইহার ফুৎকারের আওয়াজে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে বসবাসকারী সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে। তবে আল্লাহ পাক যাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক ফিরিশতা শুধু বাঁচিয়া থাকিবে। রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমি কিভাবে আরাম করিব? অথচ সিঙ্গাঁয় ফুৎকার প্রদানকারী স্বীয় মুখে সিঙ্গাঁ রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। মাথা নত করিয়া কান পাতিয়া রহিয়াছে, অপেক্ষা করিতেছে যে কখন সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ আসিবে আর সিঙ্গাঁর ফুৎকার দিবে।

হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন— যে হযরত ইসরাফীল (আঃ) যে সিঙ্গাঁটি মুখে লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন- উহার মুখের পরিধি আসমান যমীনের প্রশস্ততার ন্যায়। হযরত ইস্রাফীল (আঃ) আল্লাহর আরশের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছেন আর সিঙ্গাঁয় প্রথমবার ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। প্রথমবার সিঙ্গাঁয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে আসমান যমীনের সকল প্রাণী ভয়ে আতংকে মরিয়া যাইবে। তবে শুধু চার ফিরিশতা জীবিত থাকিবেন। তাহারা হইলেন হযরত জিবরাইল, হযরত ইস্রাফিল, হযরত মিকাইল ও হযরত আযরাইল (আঃ) অতঃপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে মৃত্যুর ফিরিশতার প্রতি নির্দেশ জারী হইবে যে প্রথম হযরত জিবরাইলের (আঃ) প্রাণ বাহির কর। অতঃপর মিকাইলের। অতঃপর ইস্রাফিলের প্রাণ বাহির করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। অতঃপর মৃত্যুর ফিরিশতার প্রতি নির্দেশ জারী করা হইবে, সে যেন নিজেই মরিয়া যায়। প্রথমবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আলমে বরযখে থাকার পর পুনরায় হযরত ইস্রাফিল (আঃ) কে জীবিত করা হইবে। তখন তাহাকে দ্বিতীয় বার সিঙ্গাঁয় ফুৎকার প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে। কুরআন পাকে ইহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে-

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ـ

"অতঃপর ইহাতে আরও একবার ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন তাহারা দাঁড়াইয়া তাকাইয়া থাকিবে।" (সূরা যুমার/ আয়াত ৬৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'আল্লাহ পাক আমাকে প্রেরণের সাথে সাথেই হযরত ইস্রাফিল (আঃ) কে সিঙ্গা লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন। তিনি সিঙ্গাঁটি মুখের সাথে লাগাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার পা সামনে বাড়াইয়া এবং অন্যান্য দিগকে পিছনে ফেলিয়া সিঙ্গাঁ ফুৎকারের নির্দেশ লাভের জন্য সম্পূর্ণ সতর্ক রহিয়াছেন। তোমরা তাহার সিঙ্গাঁ ফুৎকার কে ভয় কর।

এমতাবস্থায় সমস্ত মাখলুকের কি অবস্থা হইতে পারে? তাহাদের অসহায়ত্ব, লাঞ্ছনা, ভগ্নমনোবল, নেকবখত না বদবখতে পরিগনিত- এই মীমাংসার অপেক্ষা করা প্রভৃতি অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখ। সাথে সাথে নিজেকেও তাহাদের মধ্যে গণ্য কর। তোমারও তো এই অবস্থা হইবে। তাহারা যেমন সেখানে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইবে তুমিও তদ্রুপ হইবে। বরং যাহারা দুনিয়াতে আমীর, বিত্তশালী, আরাম আয়েশে জীবন যাপনকারী এবং রাজা বাদশাহ ছিল তাহারা সে দিন সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিত, নীচ, ঘৃণিত এবং অপমানিতের উদাহরণ হইবে। সেদিন হিংস্র জন্তুগুলি পর্যন্ত পাহাড় জঙ্গল হইতে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া ভীত আতংকিত লোকদের সাথে মিলিত হইয়া পড়িবে। এমনকি সেদিনের গগন বিদারী আওয়াজ এবং ফুৎকারের ভীতপ্রদ ধ্বনির কারণে এই সকল জন্তুগুলি নিজেদের হিংস্রতা পর্যন্ত ভুলিয়া যাইবে। আল্লাহ পাক কুরআন পাকে বলেন—

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ـ

"যখন হিংস্র জন্তুগুলিও (ভয়ে) সমবেত হইবে।" (সূরা তাকভীর/ আয়াত ৪)

অতঃপর বিপথগামী উদ্ধত শয়তান আল্লাহ পাকের সামনে আসিয়া মাথাবনতঃ করিয়া খাঁড়া হইবে। কুরআনে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে—

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ـ

"আপনার রবের শপথ। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ও শয়তানকে কিয়ামতের ময়দানে সমবেত করিব। অতঃপর তাহাদিগকে অধঃমুখ করিয়া জাহান্নামের কিনারে উপস্থিত করিব।" (সূরা মারইয়াম/ আয়াত ৬৮)

হাশরের ময়দান

অতঃপর চিন্তা করিয়া দেখ যে লোকদিগকে পুনরুত্থিত করিবার পর খালি গায়ে, উলঙ্গ ও খতনা বিহীন অবস্থায় তাহাদিগকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়াইয়া নেওয়া হইবে। হাশরের ময়দান সমতল, নরম ও শুভ্রভূমি হইবে। ইহা উচুঁ নীচু হইবে না। কোন টিলা থাকিবে না যে উহার পিছনে কেউ লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে। কোন গর্ত থাকিবে না যে উহার ভিতর কেহ আত্মগোপন করিতে পারিবে। বরং সমস্ত ভূমি সমতল হইবে। চারদিক থেকে লোকজনকে ইহার দিকে তাড়িত করা হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- কিয়ামতের দিনে সকল লোক একটি সাদা ভূখন্ডের উপর একত্রিত হইবে। ইহা গোলাকৃতি পরিস্কার ময়দান হইবে। ইহাতে কোন প্রকার ঘর-বাড়ি থাকিবে না

যাহার ভিতর মানুষ আত্মগোপন করিতে পারে অথবা দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারে। ইহাকে জাগতিক ভুখন্ডের অনুরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। বরং শুধু নামের দিক দিয়ে জাগতিক ভুখন্ডের সাথে তুল্য। আল্লাহ পাক বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ ـ

" সেদিন এই পৃথিবীকে অপর এক পৃথিবীতে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইবে এবং আসমানসমূহকেও।" (সূরা ইব্‌রাহীম/ আয়াত ৪৮)

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভূমির মধ্যে কিছু বেশ কম হইবে তবে ইহার গাছপালা, পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল ও অন্যান্য জিনিসসমূহ থাকিবে না। ওক্কাজ বাজার চামড়ার ন্যায় প্রসারিত করা হইবে। ভূমি রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র হইবে। আসমানের চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে না সুতরাং হে মিসকীন! এই দিনের মহাপ্রলয় এবং কাঠিন্যতা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখ যে যখন সমস্ত মাখলুককে ঐ ময়দানে একত্রিত করা হইবে, আসমানের নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, চন্দ্র-সূর্য্য আলোকহীন হইয়া পড়িবে। যমীনের বাতি নির্বাপিত হইয়া যাওয়ার কারণে তামাম যমীন তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ফিরিশতারা আসমানের কিনারায় অবস্থান করিবে। আসমান যখন ফাটিয়া যাইবে তখন ইহার আওয়াজে তোমার কানে কি আতংকের সৃষ্টি হইবে- কে বলিতে পারে? সে দিনের কি অবস্থা হইবে যেদিন আসমান পুরু ও মোটা হইয়া ফাটিয়া পড়িবে এবং গলিত রৌপ্যের ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে। অতঃপর ইহা হলুদ বর্ণ ধারন করিবে। পরে গোলাপী ও লাল বর্ণের চামড়ার ন্যায় হইয়া যাইবে। পাহাড় সমূহ ধূনা তুলার ন্যায় এবং মানুষ খালি পায়ে উলঙ্গ হইয়া চলিতে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ দিন মানুষ খালি পা, উলঙ্গ এবং খতনা বিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। শরীর হইতে ঘাম ঝরিতে ঝরিতে মুখ পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে এবং কানের লতি পর্যন্ত পৌছিবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বড় লজ্জার কথা। আমরা একে অপরকে কিভাবে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- সেদিন মানুষের এ চিন্তাই থাকিবে না। তাহারা অন্য চিন্তায় থাকিবে। একে অপরের প্রতি তাকাইবার সুযোগই পাইবে না। পবিত্র কুরআনে আছে–

لِكُلِّ امْرِىءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ـ

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তায় মশগুল থাকিবে। আর ইহাতেই লাগিয়া থাকিবে।" (সূরা আবাসা/ আয়াত ৩৬)

সুতরাং ঐ দিনটি কত কঠিন হইবে? যে দিন মানুষ চরম পর্যায়ের বিপদের সম্মুখীন হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মুক্তির ব্যাপারে এত বিব্রত ও ব্যস্ত থাকিবে যে অন্যান্যদের দিকে লক্ষ্য করিবারও সুযোগ পাইবে না। আর এই অবস্থা কেন হইবে না? কতক লোক তো পেটে হেঁচড়াইয়া, আবার কতক লোকতো মাথা দিয়া হাটিয়া চলিবে। এই সকল ব্যক্তির অন্যান্যদের দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগটিই কোথায়?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিনে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিবে। এক ভাগের লোক সওয়ার হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় ভাগ-পায়দল। আর তৃতীয় ভাগ-মাথা নীচে দিযা পা উপরে রাখিয়া উঠিবে। এক ব্যক্তি আরয করিল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ মাথা নীচে দিয়া পা উপরে দিয়া কিভাবে চলিবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, যে সত্বা তাহাদিগকে পায়ে হাটিয়া চলিবার শক্তি দিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগকে মাথা নীচে দিয়া চালাইবার শক্তি রাখেন না?

মানুষ যাহা দেখে নাই সে ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা এবং অস্বীকার করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। উদাহরণ স্বরূপ সাপ পেটের সাহায্যে খুব দ্রুত চলিতে পারে। মানুষ যদি তাহা না দেখিত তাহা হইলে সাপের এই চলন অস্বীকার করিয়া বসিত। যে সকল প্রাণী পায়ের সাহায্যে চলে যদি কেহ তাহা না দেখিত তাহা হইলে অবশ্যই এ চলনকেও অস্বীকার করিয়া বসিত। সুতরাং কিয়ামতের দিনে যে সব বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইবে বলিয়া হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। তাহা মানুষের চোখের সামনে নাই এবং দুনিয়ার কোথাও ইহার অস্তিত্ব নাই বিধায় ইহা অস্বীকার করার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু সাপের চলন ও অন্যান্য প্রাণীর পায়ের সাহায্যে চলন না দেখার কারণে অস্বীকারের সুযোগ হইলেও বিষয়দ্বয় বাস্তব। ইহা অস্বীকার করা বাস্তবকে অস্বীকার করার নামান্তর। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনে সংঘটিতব্য বিষয়গুলি অস্বীকার করাও বাস্তবকে অস্বীকার করা সুতরাং কিয়ামতের দিনে আমরা পা, উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হইব। আমরা ভাগ্যবান না দুর্ভাগ ইহার মিমাংসার জন্য উক্ত ময়দানে অপেক্ষামান দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। এইসব বিষয়ের উপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করিতে হইবে।

ঘর্মের আলোচনাঃ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল বসবাসকারীরা এই দিনে এই ময়দানে সমবেত হইবে। অর্থাৎ ফিরিশতা, জ্বীন,মানুষ, শয়তান, বন্য পশু, হিংস্রজন্তু, পক্ষীকুল প্রভৃতি। ইহাদের মাথার উপর সূর্য তীব্র তেজে জ্বলিতে থাকিবে। এখানকার সূর্যের প্রখরতা তখনকার সূর্যের প্রখরতার তুলনায় অনেক হালকা। সূর্য মাথার উপরে দুই তীরের পরিমাণ দুরত্ব অপেক্ষাও কাছে থাকিবে।

আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া তথায় থাকিবে না। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ ব্যতীত অন্যকেহ সে ছায়ার নীচে স্থান পাইবে না। সে দিন কিছু লোক আরশের ছায়ার নীচে অবস্থান করিবে। পক্ষান্তরে কিছু লোক সূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে। এমন কি রৌদ্র ও গরমে কলিজা মুখের কাছে চলিয়া আসিবে। অধিকন্তু তথায় মাখলুকের এত কঠিন ভিড় হইবে যে শ্বাস গ্রহণ করিতে পর্যন্ত কষ্ট হইবে। আবার আল্লাহ পাকের সামনে উপস্থিত হইতে সীমাহীন অপমান ও লজ্জাবোধ করিবে। এই সব কারণে তাহারা নিজের মধ্যে অত্যধিক গরম বোধ করিতে থাকিবে। এক তো সূর্যের তাপ। অতঃপর সকলের শ্বাস প্রশ্বাসের তাপ। তৃতীয়তঃ অন্তর জ্বালার তাপ। এইসব তাপ একত্রিত হওয়ার পর তাহাদের শরীরের প্রতিটি লোমের গোড়া হইতে ঘর্ম বাহির হইয়া আসিতে থাকিবে। এমনকি হাশরের ময়দানের উপর দিয়া ঘর্মের প্রবাহ হইতে থাকিবে। অতঃপর ঘর্ম জমা হইতে হইতে ওপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। মানুষের মর্যাদার পার্থক্যের ভিত্তিতে ঘর্ম উপরের দিকে উঠিবে। অর্থাৎ যাহার পাপ অধিক তাহার শরীর অপেক্ষকৃত কম পাপী বান্দার তুলনায় অধিক নিমজ্জিত হইবে। কাহারও কাহারও হাটু পর্যন্ত নিমজ্জিত হইবে। কাহারও আবার কোমর পর্যন্ত। কাহারও কান পর্যন্ত। কাহারও বা মাথা পর্যন্ত। এক হাদীছে আছে যে মানুষ দাড়াইয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আসমানের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কষ্ট ও আযাবের কারণে শরীর থেকে ঘাম বাহির হইতে থাকিবে। এত অধিক ঘাম বাহির হইবে যে ঘাম তাহার মুখের অর্ধাংশ পর্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে। মনে হইবে যে ঘামের দ্বারা তাহার মুখে লাগাম পড়াইয়া দিয়াছে। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিনে সূর্য মাটির অতি নিকটে আসিয়া পড়িবে। সূর্যের তাপে মানুষের শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইতে থাকিবে। কাহারও কাহারও পায়ের গিরা পর্যন্ত, কাহারও পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত, কাহারও হাটু পর্যন্ত, কাহারও উরু পর্যন্ত,কাহারও কোমর পর্যন্ত আবার কাহারও মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত মুখে লাগামের ন্যায় রাখিয়া মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌছার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন কোন লোক ঘামের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাইবে। তিনি মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন যে, এইভাবে তাহাদের উপর দিয়া ঘামের প্রবাহ চলিবে।

সুতরাং হে মিসকীন! হাশরের ময়দানের লোকদের ঘর্ম নির্গত হওয়া এবং তাহাদের কষ্ট ও আযাবের কথা ভাবিয়া দেখ। তাহাদের কষ্ট এত চরম পর্যায়ে পৌছিবে যে কতকলোক তো আল্লাহর দরবারে আরয করিয়া বসিবে যে; আয়

এলাহি! আমাদিগকে এই বিপদ ও অপেক্ষা করা হইতে মুক্তি দান করুন। যদিও আমাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় তবুও এই অবস্থা হইবে মুক্তি দিন। তাহাদের এই কষ্ট, হিসাবের ও আযাবের পূর্ববর্তী সময়ের। অর্থাৎ হিসাবের জন্য দাঁড়াইবার পূর্বেই এইটুকু কষ্ট হইতে থাকিবে। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি নিজকে তাহাদের মধ্যে গণ্য কর। মনে কর তুমিও এই কষ্ট ভোগকারীদের একজন। তুমি তো জান না যে, তোমার শরীর থেকে নির্গত ঘাম কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবে। মনে রাখিবে- যদি কাহারও ঘাম দুনিয়াতে অর্থাৎ হজ্জ্ব, জিহাদ, রোযা, নামায, কোন মুসলমানের সাহায্য সহযোগিতায়, সৎ কার্যের আদেশ ও অসৎ কার্য হইতে নিষেধ করিবার কার্যে নির্গত না হয়। তাহা হইলে কিয়ামতের দিনে লজ্জা শরম ও ভয়ের কারণে তাহার শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইবে।

জানিয়া রাখ যে- আল্লাহর ইবাদতে কষ্ট ভোগ করা, ঘাম নির্গত করা অতি সহজ। আর স্বল্প সময়ের ব্যাপার। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে বিপদ ও কষ্টের কারণে ঘাম নির্গত হওয়া বড় মারাত্মক এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। কারণ দিবসটি অত্যন্ত কষ্ট ও দীর্ঘ সময়ের দিবস।

কিয়ামতের দিবস কত বড় হইবে?

ঐ দিন সমস্ত মাখলুক উপরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহাদের অন্তর অত্যন্ত বিব্রত থাকিবে। কেহ তাহাদের সাথে কথা বলিবে না। তাহাদের সমস্যার দিকে কেহ কোন প্রকার খেয়াল করিবে না। এই সময়ের মধ্যে এক লোকমা খাদ্যও গ্রহণ করিবে না এবং এক ঢোক পানিও পান করিবে না। এমন কি তাহাদের উপর দিয়া বাতাসও প্রবাহিত হইবে না। তাহারা এমন এক জঘণ্য অবস্থার শিকার হইবে।

কুরআন পাকে ইরশাদ হইয়াছে– يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"ঐ দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন মানুষ জগতের প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হইবে।"

হযরত কা'ব এবং হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই অবস্থায় তাহাদের দাঁড়াইয়া থাকিবার পরিমাণ হইবে তিনশত ষাট বৎসর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন যে, তোমাদের তখন কি অবস্থা হইবে যখন আল্লাহ পাক তোমাদিগকে এইভাবে সমবেত করিবেন, যেইভাবে তুনীরের মধ্যে ঠাঁসিয়া তীর ভর্তি করা হয় এবং তিনি পঞ্চাশ হাজার বৎসর তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে;ঐ দিন সম্পর্কে তোমাদের কি ধারনা যেদিন মানুষ পঞ্চাশ হাজার বৎসরের পরিমাণ সময় দাঁড়াইয়া থাকিবে? এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক লোকমা খাদ্যও গ্রহণ করিবে না আবার এক ঢোক পানিও পান করিবে না। এমনকি তাহাদের পিপাসা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছিবে তখন তাহাদিগকে জাহান্নামের গরম পানি পান করানো হইবে। এইভাবে তাহাদের কষ্ট যখন অসহনীয় হইয়া পড়িবে তখন একে অপরকে বলিতে থাকিবে চল। আমাদের পক্ষে সুপারিশ করিবার জন্য এমন এক ব্যক্তির অনুসন্ধান করি যিনি আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। সুতরাং তাহারা এক এক করিয়া বিভিন্ন নবীর কাছে গমন করিবে। তাহারা উত্তর দিবেন যে, আমরা নিজের ব্যাপারেই বিব্রত রহিয়াছি। অন্যের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ নাই। তাহারা ওজর পেশ করিয়া বলিবেন যে, আল্লাহ্ পাক আজ যে পরিমাণ রাগান্বিত আছেন পূর্বে কখনও এতটুকু রাগ হন নাই এবং কখনও এতটুকু রাগ হইবেন না। শেষ পর্যন্ত তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সুপারিশের আবেদন করিবে। তিনি যাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি পাইবেন। সুপারিশ করিবেন।

আল্লাহ পাক কুরআন পাকে বলেন—

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ ـ

"আল্লাহ পাক যাহাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। একমাত্র তাহার সুপারিশ উপকারে আসিবে।" (সূরা ত্বোয়া-হা/ আয়াত ১০৮)

সুতরাং ঐ দিনের দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা ভাবিয়া দেখ এবং ঐদিন হিসাব নিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতে যে কষ্ট হইবে উহার কথা চিন্তা কর, যাহাতে তুমি গোনাহ হইতে দূরে থাকিতে পার। এক হাদীছে আছে যে- ঐ দিনের দীর্ঘস্থায়ীত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহের কাছে জানিতে চাওয়া হইলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে- ঈমানদারের জন্য ঐ দিনটি অতি স্বল্প সময়ের বলিয়া মনে হইবে। মনে হইবে যেন একটি ফরয নামায পড়িবার সময়। এমনকি ইহা অপেক্ষাও হালকা মনে হইবে।

সুতরাং ঈমানদারদের তালিকাভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। কেননা যতক্ষন পর্যন্ত জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট আছে এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালু আছে ততক্ষন পর্যন্ত তোমার সমস্যা সমাধানে তোমার ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহকালের এইসব ছোট দিন গুলিতে ঐ বড় দিনের জন্য কিছু না কিছু করিয়া লও। দেখিবে তখন তোমার এত অধিক উপকার হইবে যে তুমি ইহার খুশীতে বাগ বাগ হইয়া যাইবে।

তুমি সারা জীবন বরং দুনিয়ার সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় আট হাজার

বৎসর ইবাদতের মাধ্যমেও যদি কিয়ামতের ময়দানের পঞ্চাশ হাজার বৎসর অপেক্ষা করিবার কষ্ট হইতে রেহাই পাও। তাহা হইলেও জানিয়া রাখ যে তুমি অতি সহজে এবং সস্তায় রেহাই পাইয়া গেলে।

কিয়ামতের দিনের বিপদাপদ

হে নিঃস্ব। ঐ কঠিন দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাহার স্থায়িত্বকাল হইবে খুব দীর্ঘ। ঐ দিনের বিচারক হইবেন মহাপরাক্রমশালী। সেদিনের সংঘটিত ঘটনাসমূহ একটি অপেক্ষা অপরটি হইবে মারাত্মক ও ভয়ানক। সেদিন আসমান চুরচুর হইয়া পড়িবে। তারকা সমূহ ভয়ে টুকরা টুকরা হইয়া পতিত হইবে। ইহাদের আলো নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। সূর্যের আলো বে-নূর হইয়া যাইবে। পাহাড় পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। বাচ্চাওয়ালা গাভীগুলি এই দিক ওই দিক ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুগুলি চিৎকার করিতে থাকিবে। জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হইবে। পাহাড় সমূহ উড়িতে থাকিবে। যমীন আরও প্রশস্ত হইবে। স্থলভাগের দিকে যখন দেখিবে তখন দেখিবে ইহা ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিতে থাকিবে। ইহার নীচে রক্ষিত স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য সব কিছু বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে। মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিক বিদিক ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। নিজেদের আমলনামা সামনে দেখিতে পাইবে। ফিরিশতারা আসমানের কিনারায় আসিয়া পড়িবে। আট ফিরিশতা তোমার প্রতিপালকের আরশ বহন করিবে। সেদিন কাহারও কোন কথা গোপন থাকিবে না। যমীন কাঁপিয়া উঠিবে। পাহাড় সমূহ টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া গিয়া নীচে পতিত হইবে। মানুষ পঙ্গ পালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটাছুটি করিবে। এমনকি মাতা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। মানুষকে দেখিয়া মনে হইবে যে তাহারা যেন নেশা পান করিয়া নেশাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা নেশাগ্রস্থ নয় বরং আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়ে এই অবস্থার শিকার হইবে। বর্তমান ভূখন্ড পরিবর্তিত হইয়া অন্য এক ভূখন্ডে পরিনত হইবে। মহা পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হইতে হইবে। সমস্ত ভুখন্ড একটি সমতল ভূমিতে পরিনত হইবে। কোথায়ও কোন প্রকার উঁচু নীচু বা টিলা দেখিতে পাইবে না। পাহাড় টুকরা টুকরা হইয়া মেঘখন্ডের ন্যায় উড়িতে দেখা যাইবে। আসমান ফাটিয়া গোলাপী-লাল চামড়ার ন্যায় হইয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নেক বা বদ আমল সামনে উপস্থিত পাইবে। বদআমল দেখিয়া তাহার নিজের এবং বদ আমলের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক পড়িয়া যাওয়ার জন্য আকাঙখা করিতে থাকিবে। দুনিয়া হইতে যে আমল লইয়া আসিয়াছে তাহা জানিবে। সেদিন বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। হাত পা কথা বলিতে থাকিবে। ইহা এমন এক কঠিন

দিন যাহার স্মরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বৃদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে। একদা হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি দেখি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তিনি বলিলেন যে আমাকে সুরায়ে হুদ, সুরায়ে ওয়াকেআ, সুরায়ে মুরসালাত, সুরায়ে নাবা প্রভৃতি সূরা বৃদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে।

সুতরাং হে অসহায় পাঠক! তুমি তো কুরআন পাকের শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করিতেছ। অন্যথায় তুমি যাহা পাঠ করিতেছ। যদি ইহার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে- তাহা হইলেতো তোমার কলিজা ফাটিয়া যাইত। কিয়ামতের ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার কিছুই হইতেছে না। সুতরাং তুমি শুধু মুখে মুখে কুরআন উচ্চারণ করাকে যথেষ্ঠ মনে করিয়া ক্ষান্ত হইয়া আছো। তুমি তো কুরআন পাকের ফলাফল হইতে বঞ্চিত থাকিতেছ। লক্ষ্য কর, কুরআন পাকে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে কিয়ামতের আলোচনাও তন্মধ্যে একটি। আল্লাহ পাক ঐ দিনের কোন কোন বিপদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অনেক নাম উল্লেখ করা হইয়াছে,যাহাতে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়। অনেক নাম উল্লেখ করিবার ফলে ইহার অনেক নাম আছে ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য নহে বরং বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য। কারণ কিয়ামতের প্রত্যেক নামের মধ্যে এক একটি রহস্য বিদ্যমান। ইহার প্রতিটি গুণ বাচক নামে এক একটি অর্থ নিহিত রহিয়াছে। যদি তুমি ইহার নামসমূহের পরিচয়ে আগ্রহী হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে ইহার নামসমূহ বলিয়া দিতে পারি।

(১) কিয়ামতের দিবস। (২) হাসরের দিবস অর্থাৎ পরিতাপের দিবস। (৩) লজ্জিত হওয়ার দিন। (৪) হিসাব প্রদানের দিন। (৫) হিসাব গ্রহণের দিন। (৬) প্রশ্নের দিন। (৭) আগে বাড়িয়া যাওয়ার দিন। (৮) ঝগড়ার দিন। (৯) ভয়ের দিন। (১০) ভূকম্পের দিন। (১১) উল্টাইয়া দেওয়ার দিন। (১২) বিজলীর দিন। (১৩) সংঘটিত হওয়ার দিন। (১৪) শক্ত খটখট আওয়াজের দিন। (১৫) কাঁপাইয়া দেওয়ার দিন। (১৬) এক ফুঁৎকারের পিছনে দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারের দিন। (১৭) আচ্ছন্ন করিবার দিন। (১৮) বিপদের দিন। (১৯) মিলাইয়া দেওয়ার দিন। (২০) রোজে হাক্কা অর্থাৎ বিপদাপদের দিন। (২১) রোজে চাখখা অর্থাৎ এমন শক্ত আওয়াজের দিন যে আওয়াজ বধির বানাইয়া ছাড়ে। (২২) মিলনের দিন। (২৩) পৃথকতার দিন। (২৪) পিছন দিক হইতে তাড়ানের দিন। (২৫) বদলা লওয়ার দিন। (২৬) আহ্বান করার দিন। (২৭) আনয়ন কারী দিন। (২৮) আযাবের দিন। (২৯) পলায়ন করার দিন। (৩০) সাক্ষাতের দিন। (৩১) সিদ্ধান্তের দিন। (৩২) বিনিময় প্রদানের দিন। (৩৩)

আপদের দিন। (৩৪) ক্রন্দনের দিন। (৩৫) সমবেত হওয়ার দিন। (৩৬) পুনরুত্থানের দিন। (৩৭) ধমকি প্রদানের দিন। (৩৮) উপস্থাপিত করার দিন। (৩৯) ওজন দেওয়ার দিন। (৪০) সত্য দিন। (৪১) নির্দেশ প্রদানের দিন। (৪২) মর্যাদার দিন। (৪৩) জমা হওয়ার দিন। (৪৪) পুনরায় জীবিত করার দিন। (৪৫) বিজয়ের দিন। (৪৬) লজ্জার দিন। (৪৭) বড় দিন। (৪৮) কঠিন দিন। (৪৯) প্রতিদান প্রদানের দিন। (৫০) দৃঢ় বিশ্বাসের দিন। (৫১) ফুঁৎকারের দিন। (৫২) কম্পনের দিন। (৫৩) ধমক প্রদানের দিন। (৫৪) অস্থিরতার দিন। (৫৫) শেষ দিন। (৫৬) গন্তব্যস্থলের দিন। (৫৭) প্রতিশ্রুত দিন। (৫৮) সতর্ক দৃষ্টি রাখার দিন। (৫৯) পেরেশানীর দিন। (৬০) নিমজ্জিত হওয়ার দিন। (৬১) মুখাপেক্ষীতার দিন। (৬২) বিক্ষিপ্ততার দিন। (৬৩) এলোমেলো হইয়া যাওয়ার দিন। (৬০) নিমজ্জিত হওয়ার দিন। (৬১) মুখাপেক্ষীতার দিন। (৬২) বিক্ষিপ্ততার দিন। (৬৩) এলোমলো হইয়া যাওয়ার দিন। (৬৪) চন্দ্র-সূর্য ফাটিয়া যাওয়ার দিন। (৬৫) দাঁড়াইয়া থাকার দিন। (৬৬) নির্গত হওয়ার দিন। (৬৭) স্থায়ী হওয়ার দিন। (৬৮) একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্থ করার দিন। (৬৯) চেহারা বিবর্ণ হওয়ার দিন। (৭০) নির্ধারিত দিন। (৭১) প্রতিশ্রুত দিন। (৭২) উপস্থিত করিবার দিন। (৭৩) সন্দেহহীন দিন। (৭৪) অন্তরের গোপনীয় বিষয়সমূহের পরীক্ষার দিন। (৭৫) এমন দিন যেদিনে একে অন্যের উপকারে আসিবে না। (৭৬) যেদিন চক্ষু উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। (৭৭) যেদিন কোন বন্ধু কোন কাজে আসিবে না। (৭৮) যেদিন কেহ কাহারও কোন কল্যাণ করিতে পারিবে না। (৭৯) যেদিন ধাক্কা দিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। (৮০) যেদিনে অধঃমুখ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (৮১) যেদিন পিতা পর্যন্ত পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না। (৮২) যেদিন মানুষ স্বীয় ভ্রাতা, মাতা, পিতা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে থাকিবে। ইহা এমন একদিন যেদিনে কেহই আযাব ফিরাইতে পারিবে না। এই দিনে মানুষকে অগ্নিদ্বারা শাস্তি পদান করা হইবে। সহায়সম্পত্তি ও সন্তানাদি এই দিনে কোন উপকারে আসিবে না। এই দিনে অত্যাচারীর কোনরূপ ওজর গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাহারা অভিশপ্ত হইবে এবং তাহাদের গন্তব্যস্থলও হইবে খুবই খারাপ। ইহা এমন একদিন যেদিন ওজর গ্রহণযোগ্য হইবে না। অন্তরের গোপন কথা যাচাই হইবে এবং প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যেদিন চক্ষু কোটরীর ভিতর চলিয়া যাইবে। আওয়াজ চুপ হইয়া পড়িবে। একে অপরের দিকে খুব কম দেখিবে। গোপন কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ভুল ত্রুটি সামনে দেখা যাইবে। মানুষকে বিতাড়িত করা হইবে। এই দিনের কাঠিন্যতার চাপে বালক বৃদ্ধে পরিনত হইবে। বয়স্কদের নেশাগ্রস্থ বলিয়া মনে হইবে। পাপ পূণ্য ওজন করিবার জন্য দাঁড়ি পাল্লা স্থাপন করা হইবে। আমল নামা খুলিয়া দেওয়া হইবে। জাহান্নাম সামনে

আনয়ন করা হইবে। পিপাসিতকে প্রচন্ড গরম পানি পান করিতে দেওয়া হইবে। অগ্নি দপ দপ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। কাফেররা নিরাশ হইয়া পড়িবে। চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িবে। নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিবে। হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। সুতরাং হে মানুষ। তোমাদিগকে কিসে খোদা সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে? তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া, পর্দার পিছনে লুকাইয়া, মানুষের অন্তরালে থাকিয়া গোনাহ্ করিয়াছ, এখন তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করিয়াছে। এখন বল তোমরা কি করিবে? আমাদের ধ্বংস ছাড়া উপায় কি? কেননা আল্লাহ পাক আমাদের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার উপর প্রকাশ্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়া কিয়ামতের দিবসের সমস্ত অবস্থা আমাদের সামনে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আমাদিগকে সতর্কতার দিকগুলিও নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ـ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ـ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ـ

"মানুষের হিসাবের সময় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ তাহারা এখনও গাফলতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তাহাদের কোন নতুন উপদেশ আসিলে তাহারা তাহা এমন গুরুত্বহীণ ভাবে শ্রবন করে যে যেন তাহারা খেলায় লাগিয়া আছে।" (সূরা আম্বিয়া/ আয়াত ১-২)

তিনি আরও বলেন— اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

"কিয়ামত নিকটে আসিয়াছে। আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" (সূরা ক্বামার/ আঃ১)

তিনি এই সম্পর্কে আরও বলেন— اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَّ نَرَاهُ قَرِيْبًا

"তাহারা ইহাকে দূরে বলিয়া মনে করে অথচ আমি ইহাকে নিকটে দেখিতে পাইতেছি।" (সূরা মা-আরিজ/ আয়াত ঃ ৬-৭)

অন্য এক স্থানে বলেন— وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُوْنُ قَرِيْبًا

"তুমি কি জান! হয়তো বা কিয়ামত নিকটে।"

কুরআনে করীমে কোন কোন ভাল আমলের কথা আছে, আমাদের উচিত তাহা জানিয়া আমল করা। অধিকন্তু কুরআনে করীমে কি বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে চিন্তা না করা, ইহাতে কিয়ামতের যে সকল নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে

সেদিকে লক্ষ্য না করা। এমনকি ঐ দিনের বিপদাপদ হইতে মুক্তি লাভের চিন্তা ফিকির না করা আমাদের ধ্বংস টানিয়া আনিবে। আল্লাহ্ পাক যেন এই ধরনের গাফলতি থেকে আমাদিগকে বাঁচাইয়া স্বীয় সীমাহীন রহমতের দ্বারা আমাদের অভাব টুকু পূর্ণ করেন।

জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনা

হে মিসকীন! তুমি একটু ভাবিয়া দেখ যে কিয়ামতের মাঠে সরাসরি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তোমার ও খোদায়ে পাকের মধ্যে কোন মাধ্যম থাকিবে না। জিজ্ঞাসাবাদ কমবেশী যাহাই হউক না কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ হইবে। যখন তুমি ঐ দিবসে চরম পর্যায়ের কষ্ট ও শরীর হইতে নির্গত ঘর্মের বিপদ এবং অন্যান্য আপদ বিপদে নিমজ্জিত থাকিবে, তখন বিরাটকায় কড়া ও বদমেজাজী ফিরিশতারা আসমানের কিনারা হইতে উঠিয়া আসিবে। তাহারা গোনাহগার লোকদের কে কপালের উপরিভাগের চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া মহাপ্রতাপশালী বিচারক আল্লাহ্ পাকের সামনে কাঠগড়ায় উপস্থিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ্ পাকের কাছে এক ফিরিশতা আছে। তাহার চক্ষুর এক পাতা হইতে অপর পাতা পর্যন্ত, এক বৎসর সফর করিবার রাস্তা পরিমান দুরত্ব। এখন বল, যদি তোমাকে বন্দী করিয়া আল্লাহর সামনে দাঁড় করানোর জন্য এমন একটি ফিরিশতা তোমার কাছে প্রেরণ করা তাহা হইলে তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? এতবড় বিরাটকায় ফিরিশতা হওয়ার পরও ঐ ফিরিশতাদের উপর ঐ দিনের কাঠিন্যতার প্রভাব এবং আল্লাহ্ পাকের গোস্বার প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। ইহার প্রভাবে মানুষও প্রভাবান্বিত হইবে। এই সকল ফিরিশতাদের অবতারন দেখিয়া নবী, সিদ্দীক ও নেকবান্দা গণ সিজদায় পড়িয়া যাইবে। তাহাদের ভয় হইবে না জানি আজ কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। এই সময় আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের অবস্থা যখন এমন হইবে তাহা হইলে গোনাহগার নাফরমানদের অবস্থা কি হইতে পারে? চিন্তা করিয়া কি ইহার কিনারা পাওয়া যাইতে পারে? ভয়ে আতংকে ভীত হইয়া তখন কোন এক ব্যক্তি ঐই সকল ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে যে, আমাদের পরোয়ারদিগার কি আপনাদের মধ্যে কেহ? কারণ তখন সমস্ত মানুষ তাহাদের ভয়ে সীমাহীন ভীত হইয়া পড়িবে। ফিরিশতারা তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া ভয় পাইবে এবং উচ্চস্বরে বলিবে-আমাদের পরোয়ারদিগার পবিত্র। তিনি আমাদের মধ্য হইতে কেহই নহেন। কিন্তু তাদের এই ভুল ধারনা খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে ফিরিশতারা আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা শুরু করিবে এবং উচ্চস্বরে বলিবে যে, তিনি আমাদের মধ্য হইতে

কেহ নহেন, বরং তিনি আরও পবিত্র। তিনি পরে আসিবেন। অতঃপর তাহারা চারদিক হইতে বান্দাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া দাড়াইয়া যাইবে। সকল লোক অপমান ও লাঞ্ছনায় আচ্ছাদিত হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বানীর সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

আল্লাহ পাকের বানী—

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ ـ

"সুতরাং যাহাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করা হইয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর আমি আমার জানা থেকে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা শুনাইব। আমি অনুপস্থিত ছিলাম না"। (সূরা আ'রাফ/ আয়াত ৬-৭)

অন্য এক আয়াতে বলেন—

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ـ

"আপনার রবের কসম। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব তাহারা যাহা আমল করিত সেই সম্পর্কে।" (সূরা হিজর/ আয়াত ৯১-৯২)

নবীগণকে জিজ্ঞাসা করিবার মাধ্যমে জিজ্ঞাসার সূচনা হইবে। যথা-

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ ـ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ

"ঐ দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ পাক নবীগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমাদিগকে কি উত্তর দেওয়া হইয়াছে? তাহারা বলিবেন যে এই সম্পর্কে আমরা অবগত নহি। আপনি তো অদৃশ্য সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত।" (সূরা মা-য়িদাহ/ আয়াত ১০৮)

সুতরাং ঐ দিন তো নবীগণ পর্যন্ত হুশ হারাইয়া ফেলিবেন। ভয়ে আতংকে তাহাদের জ্ঞাত বিষয় পর্যন্ত ভুলিয়া যাইবেন। ইহা হইতে বুঝা যায়- সেদিন অবস্থা কতটুকু চরম পর্যায়ে পৌঁছিবে। কারণ নবীগণকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে যে আপনাদিগকে তো মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। আপনারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়ার পর তাহারা আপনাদিগকে কি উত্তর প্রদান করিয়াছিল? তাহারা ইহা জানা সত্ত্বেও বলিতে পারিবেন না। কারণ ঐ দিনের অবস্থা দেখিয়া এতই ভীত হইয়া পড়িবেন যে তাহাদের বিবেক পর্যন্ত হারাইয়া যাইবে। কি বলিবেন স্থির

করিতে পারিবেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়া উঠিবেন যে আয় রব আমরা কিছুই জানিনা। আপনি তো সকল অদৃশ্য বিষয়য়াবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। বাস্তবে তাহাদের এই উত্তর তখন সঠিক ও সত্য। কেননা তখন তো তাহাদের অবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে না। তাহাদের বিবেক বুদ্ধি পর্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িবে। জানা বিষয়ও ভুলিয়া যাইবেন। সুতরাং অজ্ঞানতা প্রকাশ করা ব্যতীত আর কি উপায়ইবা অবিশষ্ট থাকিবে? হযরত নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া আনা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে যে আপনি কি আপনার প্রতি আমার প্রেরিত কথাগুলি মানুষের কাছে পৌছাইয়া দিয়াছেন? হযরত নূহ (আঃ) বলিবেন জি! হ্যাঁ। অতঃপর তাহার উম্মতদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে কোন নবী তোমাদের কাছে পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন কি? তাহারা জবাব দিবে যে আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) আগমন করেন নাই।

হযরত ঈসা (আঃ)কে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আমাকে বাদ দিয়া আপনাকে ও আপনার মাতাকে আল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য আপনি কি মানুষকে বলিয়া ছিলেন? তিনি প্রশ্ন শুনিয়াই পেরেশান হইয়া পড়িবেন। সুতরাং যে দিন নবীগণকেই এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হইতে হইবে সেদিনের বিপদ সম্পর্কে কি ধারনা করা যাইতে পারে? অতঃপর ফিরিশতারা উপস্থিত হইবেন। একজন একজন করিয়া নাম লইয়া লইয়া ডাকিতে থাকিবেন। হে অমুকের পুত্র অমুক। সামনে আসিয়া দন্ডায়মান হও। ফিরিশতার ডাক শুনিবার সাথে সাথে স্কন্ধের গোশত সমূহ লাফাইতে থাকিবে। হাত পা কাঁপিতে কাঁপিতে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। বিবেক বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপ পরিস্থিতি দেখিয়া কেহ কেহ এই আকাঙ্খাও করিতে থাকিবে যে আমাকে যদি হিসাবের জন্য না ডাকিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলেও আমার জন্য কতইনা ভাল হইত। কেননা এইরূপ হইলে তো আমার বদ আমলগুলি তাহাদের সামনে পেশ করিতে হইত না এবং সকলের সামনে এইগুলি প্রকাশ হইত না।

জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে আল্লাহ পাকের আরশের নূর প্রকাশ পাইবে। এই নূর দ্বারা হাশরের ময়দান আলোকিত হইয়া পড়িবে। তখন প্রত্যেক বান্দার এই ধারনা হইবে যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আল্লাহ পাক এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রত্যেকে ধারনা করিবে যে তাহার ছাড়া অন্য কেহ ইহা দেখিতে পাইতেছে না। শুধু তাহাকেই ধর-পাকড় করা হইবে। অন্য কাহাকেও করা হইবে না। তখন এমন এক পরিস্থিতি বিরাজ করিবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইল (আঃ)কে নির্দেশ দিবেন, জাহান্নাম তাহার কাছে লইয়া আসার জন্য। হযরত জিবরাইল (আঃ) জাহান্নামের কাছে আসিয়া বলিবেন যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও

মালিকের নির্দেশ পালন কর। তাঁহার কাছে উপস্থিত হও। এ সময় জাহান্নাম গোস্বা ও রাগান্বিত থাকিবে। হযরত জিবরাইলের (আঃ) এই আহবান শুনিয়া গোস্বার পরিমান আরও বাড়িয়া যাইবে। রাগে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। মাখলুকের দিকে মনোনিবেশ করিয়া জোরে জোরে হুঙ্কার দিতে থাকিবে। লোকজন ইহার জোশ ও বিকট ধ্বনির হুঙ্কার শুনিতে থাকিবে। যাহারা আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে, জাহান্নামের রক্ষক তাহাদের প্রতি রাগ ও গোস্বায় অগ্নি শর্মা হইয়া উঠিবে। সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখ ঐ পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরের অবস্থা কি হইবে? ভয় ও আতংকে অন্তর প্রায় ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইবে। উপুড় হইয়া হাটু নীচে দিয়া পড়িয়া যাইবে। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে থাকিবে। নাফরমান ও জালেম ব্যক্তিরা আফসোস করিয়া বলিতে থাকিবে যে হায়। আমরা ধ্বংস হইয়া গেলাম। এমতাবস্থায় জাহান্নাম দ্বিতীয় বার হুঙ্কার দিয়া উঠিবে। তখন মানুষের ভয় ও আতংক দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে। তাহারা শক্তি হারাইয়া ফেলিবে। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে এখন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে। জাহান্নাম তৃতীয়বার হুঙ্কার দিবে। ফলে মানুষ উপুড় হইয়া অধোমুখে পতিত হইবে। তখন জালেমদের আত্মা যেন তাহাদের গলা পর্যন্ত আসিয়া পড়িবে। নেককার বদকার সকলের বিবেক নষ্ট হইয়া পড়িবে। অতঃপর আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের দিকে মনোনিবেশ করিবেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে দুনিয়াতে মানুষ তোমাদের দাওয়াতের কিভাবে জবাব দিয়াছেন? নবী রাসূলগণের এমন কড়া জিজ্ঞাসাবাদ দেখিয়া গোনাহগারদের মধ্যে সীমাহীন আতংক সৃষ্টি হইবে। তখন পিতা পুত্র হইতে, ভাই ভাই হইতে, স্বামী-স্ত্রী হইতে পলায়ন করিতে থাকিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তায় থাকিবে যে না জানি কি হয়? তাহাদিগকে একজন একজন করিয়া ধরিয়া আল্লাহর সামনে তাহাদের ছোট বড় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তাহাদের হাত, পা এবং সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিনে আমরা কি স্বীয় প্রতিপালক কে দেখিতে পাইব? তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ, দুপুরে যদি সূর্য্য মেঘে ঢাকা না থাকে তাহা হইলে কি তোমাদের সূর্য্য দেখিতে কোন অসুবিধা হয়? তাহারা বলিল না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলিলেন- পূর্নিমার রাত্রে যদি চন্দ্র মেঘে ঢাকা না থাকে তাহা হইলে এই চন্দ্র দেখিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তাহারা বলিল না! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সত্বার কসম করিয়া

বলিতেছি যাহার হাতে আমার জীবন যে, আল্লাহকে দেখিতে তোমাদের কোন সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধা করিতে হইবে না বরং স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। অতঃপর বান্দাদের সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি বলিবেন আমি কি তোমাকে সম্মানিত করি নাই। তোমাকে নেতৃত্ব দেই নাই। তোমাকে সহধর্মিনী প্রদান করি নাই? ঘোড়া উট প্রভৃতি জন্তু তোমার অধীন করিয়া দেই নাই? বান্দা বলিবে হ্যাঁ, আমাকে এই সব নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাকে আমার সামনে দাঁড়াইতে হইবে, এই বিশ্বাস রাখিতে কি? সে বলিবে না। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন যে তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে। সুতরাং আমিও তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছি।

সুতরাং হে মিসকীন! একটু ভাবিয়া দেখ-যখন ফিরিশতা তোমার বাহুদ্বয় শক্ত করিয়া ধরিবে। আর তোমাকে আল্লাহ পাকের সামনে দন্ডায়মান করিবে। তিনি তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া সরাসরি জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে যৌবন দান করিয়াছিলাম না? এখন বল- তোমার যৌবন কিভাবে কাটাইয়াছ? তোমার জীবনে তোমাকে সুযোগ দিয়াছিলাম না? ইহা তুমি কিসের মধ্যে ব্যয় করিয়াছ? আমি তোমাকে যে ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলাম তাহা কোথায় কোথায় হইতে অর্জন করিয়াছিলে? এবং এইগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে খরচ করিয়াছ? আমি তোমাকে জ্ঞানের যে সম্পদ দিয়াছিলাম, ইহা দ্বারা তুমি কি কি আমল করিয়াছ?

সুতরাং তুমি খুব ভাবিয়া দেখ যে যখন আল্লাহ পাক এইভাবে তোমার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ আর তোমার নাফরমানী গুলি গননা করিয়া করিয়া বলিতে থাকিবেন, তখন তুমি কেমন লজ্জায় পতিত হইবে? যদি তুমি অস্বীকার করিতে চাও। তাহা হইলেও তুমি সাড়িয়া যাইতে পরিবে না। কারণ তখন তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ তোমার বদ আমল গুলি প্রকাশ করিয়া দিতে থাকিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি হাসিলেন। অতঃপর আমাদিগকে বলিলেন, আমি কি জন্য হাসিয়াছি তোমরা তাহা জান? আমরা বলিলাম যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন যে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার যে সব কথা বার্তা হইবে তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কথাবার্তার কথা স্মরণ হইয়াছে। বান্দা বলিবে- আয় এলাহি। আপনিতো আমার প্রতি জুলুম করিবেন না। আল্লাহ পাক বলিবেন- হ্যাঁ। কোন প্রকারের জুলুম হইবে না। সে বলিবে, আয় আল্লাহ! আমি যখন কোন কথা বলিব তখন ইহার সাক্ষী যেন আমার মধ্য থেকে লওয়া হয়। আল্লাহ পাক বলেন, "আজ হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ।" কেরামান কাতেবীনই যথেষ্ট সাক্ষী। অতঃপর বান্দার মুখে সীল

লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গকে বলিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে। অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলি তাহার সমস্ত আমলের কথা খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করিবে। অতঃপর যখন তাহার মুখের উপর হইতে সীল সরাইয়া লওয়া হইবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবে, তোমাদের ধ্বংস হউক। তোমরা আমাদের পক্ষে কথা বল নাই। গ্রন্থকার বলেন যে আমাদের অঙ্গসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে মাখলুকের সামনে লজ্জিত করা হইতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন যে তিনি মুমিনদের এই অবস্থাকে ঢাকিয়া রাখিবেন এবং তাহাদের অবস্থা তাহাদের ছাড়া অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না। কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ পাক কোন কোন বান্দার সাথে কানে কানে কথা বলিবেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা কিরূপ হইবে?

এই সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কি শুনিয়াছেন? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এত নিকটবর্তী হইবে যে তিনি এই ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্বীয় হাত রাখিবেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ কর নাই? সে স্বীকার করিবে এবং বলিবে যে হ্যাঁ, করিয়াছি, তখন আল্লাহ পাক বলিবেন যে আমি দুনিয়াতে তোমার এই সকল অপরাধ সমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছি, তখন আল্লাহ পাক বলিবেন যে আমি দুনিয়াতে তোমার এই সকল অপরাধসমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছি। কাহারও কাছে প্রকাশ হইতে দেই নাই। আজ আমি তোমার এইসব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতেছি। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ গোপন রাখিবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক তাহার দোষসমূহ গোপন করিয়া রাখিবেন।

এই হাদীছে, এমন লোকের কথা বলা হইয়াছে যে অন্য লোকের দোষ গোপন করিয়া রাখে। যদি অন্য কেহ তাহার নিজের বেলায়ও কোন অপরাধ করিয়া বসে এবং সে তাহা সহ্য করিয়া থাকে মানুষের কাছে তাহা প্রকাশ না করে। তাহার অনুপস্থিতিতে এমন কথা বলেনা যাহা শুনিলে সে অসন্তুষ্ট হইত- এই প্রকারের ব্যক্তিও কিয়ামতের দিনে হাদীছে উল্লিখিত বিনিময় লাভ করিবে।

যদি মনে কর কোন ব্যক্তি কাহারও দোষ গোপন করিয়াছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমার কর্ণে পৌছিয়াছে।

এখন ইহার হেফাজত করা এবং গোপন করিয়া রাখা তোমার জন্যও একান্ত উচিত। তোমারও স্বীয় গোনাহের জন্য ভয় করা উচিত। কেননা কিয়ামতের দিনে

তো তোমাকেও মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া নেওয়া হইবে। তখন তোমার অবস্থা কি হইবে? তোমার অন্তর কি বলিতে থাকিবে? তখন কি তোমার আকল উড়িয়া যাইবে না? তোমার হাত পা ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িবে না, তোমার দেহের রং পরিবর্তিত হইয়া পড়িবে না? তোমাকে তো মানুষের সারির মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। সমস্ত মাখলুক তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। হে আত্মা! মনে কর ঐ অবস্থাটি তোমার হইবে। তুমি খুব ধ্যান করিয়া দেখ যে ফিরিশতা তোমাকে এই অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের আরশের সম্মুখে দাঁড় করাইবে। আল্লাহ পাক তোমাকে ডাকিয়া বলিবেন হে আদম সন্তান! আমার কাছে আস। তখন তুমি বিষন্ন বদনে, অস্থির চিত্তে, ভীত ও আতংকিত অবস্থায়, অবনত দৃষ্টিতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার নিকটে যাইবে। আল্লাহ পাক তোমার আমল নামা তোমার হাতে প্রদান করিবেন। ইহাতে ছোট বড় সকল গোনাহই লিপিবদ্ধ থাকিবে। তুমি অনেক অপরাধ ও বদআমল ভুলিয়া গিয়াছিলে। কিন্তু আজ আমলনামা দেখিয়া ঐ সকল বদআমল এখন স্মরণ হইবে। কত ইবাদতে কত ক্ষতি করিয়াছ আজ তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমল নামায় দেখিতে পাইবে। এই সময় তুমি কতটুকু লাঞ্ছিত হইবে? তুমি কতটুকু সাহস হারা হইয়া পড়িবে। তোমার কতটুকু অপারগতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ পাইবে কে জানে? অতঃপর তুমি কোন পায়ে আল্লাহ পাকের সামনে দন্ডায়মান থাকিবে, কোন মুখে কথা বলিবে? আর যাহা বলিবে তাহা কোন অন্তর দ্বারা বুঝিবে- কে জানে?

এখন তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, যখন আল্লাহ পাক সামনা সামনি তোমার সকল গোনাহগুলি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। তখন তুমি কতটুকু লজ্জায় নিমজ্জিত হইবে? অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন বলিবেন যে হে আমার বান্দা! তোমার কি আমার সম্পর্কে একটুও লজ্জা হইল না? এখন এইসব দোষত্রুটি লইয়া আমার সামনে আসিয়াছ! তুমি তো আমার মাখলুকের সম্পর্কে লজ্জা করিয়াছিলে যাহার ফলে তাহাদের জন্য ভাল ভাল কাজগুলি করিয়াছ। তবে কি তুমি আমার বান্দাদের তুলনায় আমাকে নীচতর মনে করিয়াছ? আমি তোমাকে সর্বদা দেখিতে পাইতাম, ইহাকে তুমি হালকা মনে করিয়াছ। আমার দর্শনের কোন পরোয়া কর নাই। আমার তুলনায় অন্যের দর্শন বড় মনে করিয়াছ। আমি কি তোমাকে অনেক নেয়ামত প্রদান করি নাই? কিসে আমার সম্পর্কে তোমাকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল? তোমার কি এই ধারনা ছিল যে আমি তোমাকে দেখিতেছি না এবং তোমাকে আমার সম্মুখে আসিতে হইবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। তখন

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন পর্দা থাকিবে না এবং তাহাদের মধ্যে কোন দোভাষীও থাকিবে না। এক হাদীছে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হইতে হইবে। ঐ সময় আল্লাহ পাক ও বান্দার মধ্যে কোন পর্দা থাকিবে না। তখন আল্লাহ পাক বান্দাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবেন যে আমি কি তোমাকে নেয়ামত দান করি নাই? আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দেই নাই? সে বলিবে- কেন দিবেন না। আপনি এই সব কিছুই দিয়াছেন। আল্লাহ পাক আবার জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমি কি তোমার কাছে রাসূল প্রেরণ করি নাই? সে বলিবে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর সে ডান দিকে দেখিবে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই পাইবে না। বাম দিকে দেখিবে শুধু অগ্নিই দেখিতে পাইবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ঐ অগ্নি হইতে বাঁচিয়া থাকা। দান করার মাধ্যমে অগ্নি হইতে বাঁচা যায়। যদি অধিক না পার তাহা হইলে অর্ধটি খেজুর হইলেও দান করিয়া অগ্নি হইতে বাঁচিবার উপায় অবলম্বন কর। যদি ইহাও সম্ভব না হয় তাহা হইলে পবিত্র ও নেক কথা বলিয়া হইলেও জাহান্নাম হইতে আত্মরক্ষা কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা পূর্নিমার চাঁদের সামনে দাঁড়াইলে যেমন প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে পুর্নিমার চাঁদের সামনে দাঁড়াইয়াছ বলিয়া মনে হয়, ঠিক এই ভাবেই তোমরা পৃথক পৃথক ভাবে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াইতে হইবে। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, হে ইবনে আদম! কি জিনিসে তোমাকে আমার সম্বন্ধে ধোকায় ফেলিয়াছে। হে ইবনে আদম! তুমি যাহা জানিয়াছ সে অনুযায়ী কি কি আমল করিয়াছ? হে ইবনে আদম! তুমি পয়গম্বর দিগকে কি জবাব দিয়াছ? হে ইবনে আদম! যে জিনিস দেখা আমি তোমার জন্য অবৈধ করিয়া ছিলাম তুমি যখন তাহা দেখিতেছিলে তখন কি আমি তোমার চক্ষু দেখিতে পাইয়াছিলাম না? আমি যেসব বিষয় শ্রবন করা তোমার জন্য অবৈধ করিয়াছিলাম তুমি যখন তাহা শ্রবন করিতেছিলে তখন কি আমি তোমার কর্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম না? এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন। এমনকি তাহার সকর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, বান্দা যতক্ষন পর্যন্ত চারটি প্রশ্নের জবাব না দিতে পারিবে ততক্ষন পর্যন্ত সে আল্লাহর সামনে থেকে পা উঠাইতে পারিবে না। (১) তাহার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। কিভাবে জীবন যাপন করিয়াছে। (২) তাহার ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে সে ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করিয়াছে। (৩) দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। কি কাজের মধ্যে তাহার দেহ লিপ্ত ছিল। (৪) তাহার ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (কোথায় থেকে উপার্জন করিয়াছে এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছে)। সুতরাং হে মিসকীন! এই

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তোমার কতটুকু লজ্জা হইবে, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি কতবড় আশংকায় ভুগিবে! কেননা দুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থা তোমার জন্য হইতে বাধ্য। হয়তো তোমাকে বলা হইবে যে- দুনিয়াতে যেভাবে আমি তোমার গোনাহসমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। এই অবস্থায় তুমি খুব আনন্দে থাকিবে। পূর্বাপর সকলে তোমার প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবে। কারণ তুমি সবচেয়ে বড় পুরস্কার পাইয়াছ। অথবা ফিরিশতাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহারা যেন তোমাকে বন্দী করিয়া গলায় বেড়ী পরাইয়া দেয়। অতঃপর জাহান্নামে প্রবিষ্ট করায়। এই অবস্থায় যদি আসমান যমীন তোমার অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন করে তখন তোমার বিপদ আরও অধিক হইবে এবং তোমার আফসোস আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্য যে তুমি আল্লাহর ইবাদতে গাফলতি করিয়াছ ও নশ্বর পৃথিবীর কারণে আখেরাত বরবাদ করিয়াছ।

আমলের ওজন

আমলের ওজন সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করিবার ক্ষেত্রে অসতর্ক ও উদাসীন থাকা উচিত নহে। আমলনামা প্রদানের সময় আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে এই ব্যাপারেও বেখবর থাকা ঠিক নয়। আল্লাহ পাক মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

এক প্রকারের লোক যাহাদের আমল নামায় কোন সওয়াব নাই। কৃষ্ণ গ্রীবা বিশিষ্ট এক প্রাণী তাহাদের উদ্দেশ্যে জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। পাখী যেভাবে স্বীয় ঠোঁট দ্বারা দানা তুলিয়া লয় এই প্রাণীটি তাহাদিগকে এইভাবে একটি একটি করিয়া তুলিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। জাহান্নাম তাহাদিগকে গলধঃকরন করিবে। তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে যে তোমরা চিরদিনের জন্য দুর্ভাগা কখনও তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে না। দ্বিতীয় প্রকারের লোক, যাহাদের আমল নামায় কোন বদআমল বা গোনাহ থাকিবে না, এক ঘোষক ঘোষনা করিবে যে যাহারা সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিত তাহারা দাড়াইয়া যাও। এই ঘোষনা শুনিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসাকারীরা দাড়াঁইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহাজ্জুদের নামায পাঠকারীদের সাথেও অনুরূপ আচরন করা হইবে। অতঃপর যাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য তাহাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। তাহাদের জন্যও অনুরূপ ঘোষণা দেওয়া হইবে। তাহাদের সৌভাগ্যশালীতার কথা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাও বলিয়া দেওয়া হইবে যে কোনদিন তাহারা দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইবে না। তৃতীয় প্রকারের লোক যাহাদের আমল সৎ ও অসৎ আমলের দ্বারা মিশ্রিত। কিছু সৎ আমলও করিয়াছে। আবার কিছু অসৎ আমলও করিয়াছে। তাহাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে তাহাদের নিজেদের জানা থাকিবে না।

অথচ আল্লাহ পাকের সামনে তাহাদের কোন আমল গোপন থাকিবে না। সব কিছু প্রকাশিত থাকিবে। আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে তাহাদের সমুদয় অবস্থা তাহাদের সামনে খুলিয়া দিবেন। তিনি যদি তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেন তাহা হইলে তাহারা নিজেদের আমলনামা দেখিয়াই যেন বুঝিতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের কারণেই ক্ষমা পাইয়াছে। আর যদি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন তাহা হইলে তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে তিনি তাহাদের প্রতি অবিচার করেন নাই। বরং তাহারা প্রকৃত পক্ষেই এই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল। তাহাদের প্রতি ন্যায়বিচারই করা হইয়াছে। এইজন্যই তাহাদের আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। নেকী-বদী ওজন করিবার পাল্লা কায়েম করা হইবে। সকলে উড়ন্ত আমলনামার দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকিবে আর আমলনামা ডান হাতে পড়ে না বাম হাতে পড়ে, এই চিন্তায় দিশাহারা থাকিবে। এই দিকে কাটার দিকে দেখিতে থাকিবে যে নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় না হালকা হয়। এই সময়টা বড়ই সংকটপূর্ণ ও ভীতিকর সময়। ভয়ভীতির কারণে মাখলুকের বিবেক পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। অপর এক স্থান হইল- পুলসিরাত।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যাহার পাপ-পুণ্য ওজন করা হইবে- ওজন করিবার সময় তাহাকে পাল্লার মধ্যভাগে আনিয়া দাঁড় করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার জন্য একজন ফিরিশতা নির্ধারন করা হইবে। যদি তাহার নেকীর পাল্লা ভারী হয় তখন ফিরিশতা অতি উচ্চস্বরে ঘোষনা করিতে থাকিবে। মাঠে উপস্থিত সকল মাখলুক ফিরিশতার ঘোষণা শুনিতে পাইবে। সে ঘোষণা করিবে যে, অমুক ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে যাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। সে আর কখনও দুর্ভাগ্যের মুখও দেখিবে না। যদি তাহার নেকীর পাল্লা হালকা হয়। আর পাপের পাল্লা ভারী হয়। তাহা হইলে এই ফিরিশতা মানুষকে শুনাইয়া ঘোষণা করিবে যে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভাগা। সে কখনও সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে না। নেকীর আল্লা হালকা হইলে জাহান্নামের ফিরিশতা লোহার গুর্জু হাতে লইয়া এবং অগ্নির পোশাক পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে এবং তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে ডাকিয়া বলিবেন, হে আদম! যাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবার লোক তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রেরণ কর। হযরত আদম (আঃ) বলিবেন, আল্লাহ! কত সংখ্যক লোক জাহান্নামে যাইবে। আল্লাহ পাক বলিবেন যে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। সাহাবাগণ ইহা শুনিয়া হতবাক হইয়া পড়িলেন। তাহারা চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, তোমরা ভগ্নোদ্যম হইওনা। সাহস হারাইয়া ফেলিও না। কেননা সমগ্র মানুষের মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা এত অধিক হইবে যে তাহাদের প্রতি হাযারের তুলনায় তোমরা হইবে একজন। আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, যত লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে তন্মধ্যে তোমরা হইবে এক তৃতীয়াংশ। বর্ণনাকারী বলেন যে সাহাবাগন এই ঘোষণা শুনিয়া আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করিলেন এবং আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন- ঐ সত্ত্বার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার কুদরতী হাতে আমার জীবন, আমি আশা করি যে তোমরাই হইবে অধিক জান্নাতী। তোমাদের সংখ্যাকে ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যার তুলনা করিয়া এইভাবে বলা যায় যে মনে কর একটি গরুর সমস্ত দেহ কাল, কিন্তু ইহার দেহে একটি মাত্র লোম সাদা, গরুর দেহের সাদা লোমটি হইল তোমাদের সংখ্যার উদাহরণ। আর ইহার দেহের সমস্ত কাল লোমগুলি হইল তাহাদের সংখ্যার উদাহরণ।

অন্যান্যদের হক প্রদানের আলোচনা

নেকী ও পাপ ওজন করিবার সময় মানুষ কতটুকু ভীত ও আতংকিত থাকিবে- ইহার আলোচনা তো হইয়াছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব আমলের ওজনের সময় পাল্লার কাঁটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে। না জানি তাহার আমলের পাল্লার কি অবস্থা হয়? যদি তাহার আমলের পাল্লা ভারী হয় তাহা হইলে সে অস্থিরতা মুক্ত হইল। আর যদি পাল্লা হালকা হয় তাহা হইলে তো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিই তাহার জন্য নির্ধারিত।

তবে যাহারা কিয়ামতের ময়দানের হিসাব নিকাশ ও আমলের ওজনের আশংকায় আতংকিত হইয়া দুনিয়ার জীবনেই নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজের আমল ও কথাবার্তা শরীয়তের ওজন করিয়া চলিয়াছে, আজ তাহারা মুক্তিলাভ করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তোমার হিসাব গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ কর। তোমাকে ওজন করিবার পূর্বে নিজে নিজকে ওজন কর।

কোন ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করার অর্থ মৃত্যুর পূর্বে খালেছ ভাবে তাওবা করা। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে বান্দার প্রতি যেসব ফরজ আহকাম নির্ধারিত ছিল, এই সবে কোন প্রকার ত্রুটি থাকিলে তাহা পূর্ণ করিয়া লওয়া। যাহারা কোন প্রকার হক পাইবে, তাহা পুরাপুরিভাবে আদায় করিয়া দেওয়া। মুখ ও হাতের দ্বারা যাহাদের ইজ্জত সম্মান নষ্ট করিয়াছে এবং অন্তর দ্বারা যাহাদের প্রতি কুধারনা করিয়াছে, সেগুলি ক্ষমা করাইয়া লওয়া। মানুষের মন খুশী রাখা। এমনকি মৃত্যুর সময়ও যেন কাহারো হক বা অধিকার ঘাড়ে না থাকে। এমন ব্যক্তি হিসাব ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

তাহার দায়িত্বে অন্যান্য লোকের যে সমস্ত হক ছিল যদি তাহা পরিশোধ করিবার পূর্বে মরিয়া যায়, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন হকদারেরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে। কেহ তাহার হাত ধরিবে। কেহ তাহার মাথার চুল ধরিবে। কেহবা তাহার জামার কলার ধরিয়া বলিবে, তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলে। কেহ বলিবে, তুমি আমাকে গালি দিয়াছিলে, কেহ বলিবে, তুমি আমাকে বিদ্রুপ করিয়াছিলে, কেহ বলিবে, বেচাকেনা করার সময় তুমি আমাকে ধোকা দিয়াছিলে, কেহ বলিবে- তুমি আমার ধন-সম্পদ লুট করিয়াছিলে, বেচাকেনার সময় তোমার জিনিসের দোষত্রুটি গোপন রাখিয়া আমার প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়াছিলে, কেহ বলিবে ও তুমি বিক্রি করিবার সময় তোমার জিনিসের মুল্য বলিতে গিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলে, কেহ বলিবে, তুমি জানিতে যে আমি অভাবী ছিলাম আর তোমার কাছেও আমাকে প্রদানের মত সম্পদ ছিল কিন্তু তুমি আমাকে এক বেলা খাদ্যও দাও নাই। কেহ বলিবে, তুমি জানিতে যে আমি অত্যাচারীত ছিলাম। তোমার অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তুমি আমার সহায়তা কর নাই এবং অত্যাচারীকে ক্ষমার চোখে দেখিয়াছ।

সুতরাং হে আত্মা! ঐ সময় তোমার কি অবস্থা হইবে যখন হকদার তোমার দেহে তাহার নখ গাড়িয়া বসিবে। তোমার জামার কলার চাপিয়া ধরিবে। এইভাবে যখন দেখিবে যে তোমার কাছে হক পাওনাদারের সংখ্যা অধিক তখনতো তুমি অস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িবে। এমন কি তুমি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় যাহার সাথে এক টাকারও লেনদেন করিয়াছ অথবা কাহারও সাথে এক বৈঠকে বসিয়াছ অথচ সে তোমাব কাছে কিছু পাইবে বা সে তোমার কাছে কোন কিছুর হকদার। তুমি তাহার গীবত করিয়াছ বলিয়া বা তাহার কোন কিছুর খেয়ানত করিয়াছ বলিয়া অথবা কুদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়াছ বলিয়া বা অন্য যে কোন কারণেই হউক না কেন সে তোমার কাছে কোন না কোন ভাবে হকদার। এই সল হকদার যখন তোমাকে ঘিরিয়া ধরিবে। তখন তুমি স্বীয় প্রভুর প্রতি স্বীয় গর্দান ঝুকাইয়া দিবে এই আশায় যে তিনি তোমাকে তাহাদের হাত থেকে ছুটাইয়া দিবেন। তখন তোমার কর্নে আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা পৌছিবে।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ـ

অর্থাৎ প্রত্যেকে ব্যক্তি যাহা করিয়াছে আজ ইহার বিনিময় পাইবে। আজ কোন প্রকার জুলুম হইবে না।" (সূরা মু-মিন/ আয়াত ১৩)

তখন তো তোমার কলিজা ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইবে। তোমার বিশ্বাস হইয়া যাইবে যে, তোমার কোন উপায় নাই। তুমি ধ্বংসের পথে চলিয়াছ। তখন তোমার ঐ কথা স্মরণ হইবে যাহা তোমাকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে তোমাকে শুনাইয়া ছিলেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔

"জালেমরা যাহা করিতেছে আল্লাহকে তোমরা তাহা হইতে বেখবর মনে করিবে না। তিনি তাহাদিগকে ঐ দিন পর্যন্ত সময় দিয়াছেন যেদিন চোখ উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। তাহারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে থাকিবে। নিজেদের দিকেও দৃষ্টি ফিরাইতে পারিবে না এবং তাহাদের অন্তর উড়িয়া যাইবে।"

(সূরা ইব্‌রাহীম/ আয়াত ৪২-৪৩)

অতএব মানুষের ইয্‌যত সম্মান নষ্ট করিয়া এবং তাহাদের ধন সম্পদ লুটপাট করিয়া যত খুশীই হওনা কেন যেদিন তোমাকে ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া শাসনের ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সেদিন না জানি আজকের খুশীর তুলনায় তোমাকে কত অধিক পরিতাপ করিতে হয়। তখন তো তুমি হইবে নিঃস্ব অসহায়, মুখাপেক্ষী এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত। একদিকে হকও পরিশোধ করিতে পারিতেছ না আবার কোন ওজর আপত্তি গ্রহযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতেছ না। অধিকন্তু যে নেকী গুলি উপার্জন করিবার জন্য তোমার সারাটা জীবন ব্যয় করিয়াছ আজ তাহা হকদারদের হক আদায় করিবার বিনিময়ে তাহাদিগকে দিয়া দিতে হইতেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নিঃস্ব তাহা তোমরা বলিতে পার কি? সাহাবাগন বলিলেন যে যাহার হাতে টাকা পয়সা বা মাল দৌলত নাই সে হইল নিঃস্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব যে নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত প্রভৃতি আমল লইয়া কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই ব্যক্তি হয়তো বা কাহাকেও গালি দিয়াছে বা কাহারও প্রতি অপবাদ লেপন করিয়াছে বা কাহারও মাল আত্মসাৎ করিয়াছে বা কাহাকেও খুন করিয়াছে বা কাহাকেও মারিয়াছে। এই কারণে তাহার হকদারদের প্রত্যেককে তাহার নেকী গুলি বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। যদি তাহার নেকীর দ্বারা হকদারদের হক আদায় পুরা না হয়। তাহা হইলে হকদারদের গোনাহগুলি তাহার উপর অর্পন করা হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হে আত্মা! ঐ দিন তুমি কি বিপদে পতিত হইবে- বিষয়টি একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ। প্রথমতঃ তুমি যে সকল আমল করিতেছ সে গুলিতে রিয়া বা

লৌকিকতা থাকার কারণে এবং শয়তানের ধোকা ও প্রবঞ্চনার কারণে সেগুলি ফলদায়ক টিকিয়াই থাকিতে পারিতেছে না। অনেক দিন মেহন্নত পরিশ্রম করার ফলে যদি দুই একটি আমল নিরাপদে টিকিয়াও যায় তাহাও আবার হকদারেরা ইহার পিছনে পড়িয়া লইয়া যাইবে। যদি তুমি দিনভর রোজা রাখ আর রাত্রে জাগিয়া নামায পড় ইহার পরও নিজের কথাবার্তা, চলাফেরা, কাজ কর্ম হিসাব করিয়া দেখ, সম্ভবতঃ তোমার ইহাই স্মরণ হইবে যে হয়তো এমন কোন দিন যায় নাই, যে দিন তোমার জিহ্বা কাহারও না কাহারও গীবত করে নাই। যাহা তোমার সমস্ত নেকী গুলি খাইয়া ফেলিয়াছে। আর অন্যান্য পাপকার্য তো আছেই। কোন খানে হয়তো হারাম খাইয়াছ। কোন খানে হয়তো সন্দেহযুক্ত অর্থ উপার্জন করিয়াছ। হয়তবা ইবাদতে অলসতা করিয়াছ। এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিনে সওয়ারের মাধ্যমে অন্যের হক পরিশোধ করিবার কি আশা হইতে পারে? ইহা তো এমন এক দিন যেদিন শিং বিহীন প্রাণী শিং বিশিষ্ট প্রাণী থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি ছাগল কে লড়াই করিতে দেখিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান যে ইহারা কেন লড়াই করিতেছে। আমি বলিলাম, না! তিনি বলিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক জানেন। তিনি অতিসত্বর কিয়ামতের দিনে ইহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। কুরআন মজীদে আছে—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ -

"জমীনের উপর যে সব জন্তু বিচরণ করে এবং যে সব পক্ষী ডানা মেলিয়া উড়ে, ইহারা প্রত্যেকে তোমাদের মত এক এক জাতি।" (সূরা আনআম/ আয়াত ৩৮)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, কিয়ামতের দিন সকল মাখলুকের পুনরুত্থান হইবে। চতুষ্পদ জন্তু, পাখী প্রভৃতিও। আল্লাহ পাক ইনসাফের সাথে বিচার করিতে থাকিবেন। এমনকি শিংবিহীন জন্তুও শিংবিশিষ্ট জন্তু হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ পাক ইহাদিগকে বলিবেন যে তোমরা মাটি হইয়া যাও। তখন কাফেররা আফসোস করিয়া বলিতে থাকিবে হায়! আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম।

সুতরাং হে মিসকীন আত্মা! যদি সেদিন তোমার আমলনামাতে কোন সওয়াব দেখিতে না পাও সেদিন তোমার অবস্থা কি হইবে? তুমি তো দুনিয়াতে অনেক কষ্ট করিয়া সওয়াব উপার্জন করিয়াছিলে তখন আমলনামা শূন্য দেখিয়া বলিয়া উঠিবে-

আমার এত কষ্টের সওয়াব গুলি কোথায়? তোমাকে বলা হইবে যে তোমার সওয়াবসমূহ তোমার কাছে পাওনাদারদের আমল নামাতে চলিয়া গিয়াছে। তুমি দেখিবে যে তোমার আমলনামা পাপে ভরপুর। অথচ দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য কতইনা কষ্ট সহ্য করিয়াছিলে। তুমি বলিবে যে আয় পরোয়ারদিগার। আমি তো এই সকল পাপ কখনও করি নাই। তিনি উত্তর দিবেন যে এই সকল পাপ তোমার কৃত নয়। বরং ঐ সকল লোকের পাপ তুমি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যাহাদের গীবত করিয়াছিলে, যাহাদিগকে গালিগালাজ করিয়াছিলে, কষ্ট দিয়াছিলে, বেচাকেনা, সঙ্গে থাকা, কথাবার্তা বলা, আলাপ আলোচনা, নসীহত করা, শিক্ষা প্রদান করা এবং অন্যান্য বিষয়ে সীমাতিক্রম করিয়াছিলে। ইহাদের বিনিময়ে তাহাদের পাপসমূহ তোমাদের আমলনামায় চলিয়া আসিয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরব দেশে আবার প্রতিমা পূজা হওয়ার ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে এখন তোমাদের দ্বারা এমন কাজ হওয়ার উপরই সন্তুষ্ট থাকিবে যাহা প্রতিমা পুজার তুলনায় ছোট কিন্তু তাহা ধ্বংসাত্মক। সুতরাং যথাসম্ভব জুলুম অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা মানুষ পাহাড়সম ইবাদত বন্দেগী লইয়া কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। সে ধারনা করিবে যে এই সব ইবাদতের বিনিময়ে আল্লাহপাক তাহাকে রেহাই দিয়া দিবেন। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে হে এলাহি! অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি জুলুম করিয়াছিল। বল প্রয়োগ করিয়া আমার টাকা পয়সা ছিনাইয়া লইয়াছিল। আল্লাহ পাক বলিবেন যে– তাহার প্রাপ্যের বিনিময়ে তাহার সওয়াব হইতে কিছু সওয়ার তাহাকে দিয়া দাও। এইভাবে একজন একজন করিয়া হকদার হকের দাবী করিবে। হকের দাবী মিটাইতে গিয়া তাহার সওয়াবের এক এক অংশ প্রত্যেক হকদারকে দিতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত তাহার কাছে একটি সওয়াবও অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যায়। যেমন- কয়েকজন মুসাফির। এক জঙ্গলে উপস্থিত হইল। তাহাদের কাছে লাকড়ি ছিল না। সকলে এই দিক ঐদিক থেকে লাকড়ি জমা করিল। অতঃপর আগুন জ্বালাইয়া লাকড়িগুলি পুড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলিল। মানুষের গোনাহও অনুরূপ। নিমিষের মধ্যে সমস্ত উপার্জন খতম করিয়া ফেলে।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۔

"নিশ্চয়ই আপনি মরিবেন। তাহারাও মরিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন রবের সামনে আপনারা ঝগড়া করিবেন।" (সূরা যুমার/ আয়াত ৩০-৩১)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত যুবায়র (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুনিয়াতে আমরা একে অপরের সাথে যে আচরন করিয়াছি। তাহাও কি গোনাহের সাথে যোগ করা হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, আচার আচরন ও লেনদেনের জন্যও ভুগিতে হইবে। এমনকি প্রত্যেক হকদারের হক পরিশোধ হইবে। হযরত যুবায়র (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম : তাহা হইলেও তো বিষয়টি বড় কঠিন।" সুতরাং ঐ দিনের কাঠিন্যতা। কত মারাত্মক হইবে যে দিন একটি কদমও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখা হইবে না এবং একটি থাপ্পর, এক লোকমা খাদ্য এবং একটি শব্দও যাচাই বিহীন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। বরং অত্যাচারিত অত্যাচারী হইতে এতক্ষুদ্র জিনিসেরও প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মানুষকে খতনাবিহীন, উলঙ্গ ও কাঙ্গাল অবস্থায় উত্থিত করিবেন। সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঙ্গাল কি বুঝানো হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে কাঙ্গাল অর্থ তাহাদের কাছে কোন কিছু থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ডাক দিবেন। কাছের এবং দুরের সকল লোক তাহার ডাকের আওয়াজ সমভাবে শুনিতে পাইবে। তিনি বলিবেন, আমি বাদশাহ। আমি কাহারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না। তবে যদি কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে অথচ কোন জাহান্নামী ব্যক্তি তাহার কাছে কোন প্রকার হক পাইবে। জাহান্নামী ব্যক্তি এই জান্নাতী হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় হক আদায় না করিবে ততক্ষন পর্যন্ত জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনুরূপভাবে কোন জান্নাতী ব্যক্তি কোন জাহান্নামী ব্যক্তি হইতে কোন হক পাইবে, জাহান্নামী ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেওয়ার পূর্বেই জান্নাতী ব্যক্তি জাহান্নামী হইতে স্বীয় হক আদায় করিয়া ছাড়িবে। এমনকি একে অপরকে একটি চড় মারিয়া থাকিলেও ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। হযরত আনাস বলেন যে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা উলঙ্গ খতনা বিহীন ও কাঙ্গাল অবস্থায় উত্থিত হইলে অপরের হক আদায় করিব কিভাবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে এই আদায় সওয়াব ও গোনাহ বিনিময় করার মাধ্যমে হইবে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা। আল্লাহকে ভয় কর। বান্দাদের হক অর্থাৎ তাহাদের মাল না হক ভাবে কুক্ষিগত করা হইতে, তাহাদিগকে অসম্মান করিতে, তাহাদের অন্তরে কষ্ট দেওয়া হইতে এবং তাহাদের সাথে অসদাচরন করা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা আল্লাহ সাথে বান্দার যে সব অপরাধ হইবে এই সবের সাথে আল্লাহর ক্ষমা ও মার্জনা অতিসত্বর সম্পর্কিত হইবে। পক্ষান্তরে বান্দার

যে সব হক অপর বান্দার দায়িত্বে থাকিবে। ইহা হইতে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ করা মুশকিল যদিও কাহারও দায়িত্বে অন্য কাহারও হক থাকে। অথবা বলপূর্বক কাহারও অর্থ ছিনাইয়া লইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালে তাওবা করিলেও হকদার হইতে মাফ করাইতে পারে নাই বা মাফ করাইবার কোন পথ ছিল না। এমতাবস্থায় তাহার উচিত বেশী বেশী সওয়াব উপার্জন করা যাহাতে অন্যের হক আদায় করতঃ মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে সওয়াব গুলি কাজে আসে।

কিছু নেককাজ এমন রহিয়াছে যাহা বান্দা পুরা এখলাসের সাথে করে। সে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ এই সম্পর্কে অবগত থাকে না। এমন কাজের দ্বারা বান্দা আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানীর অধিকারী হয়। আর এই মেহেরবানীর ফলে আল্লাহ পাক বান্দার উপর অন্যের যে হক রহিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ তিনি হাসিলেন। এমনকি হাসির কারণে তাঁহার দন্ত মোবারকও দেখা যাইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হউক। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি জন্য হাসিলেন? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্য হইতে দুইজন লোক আল্লাহ পাকের সামনে নতজানু হইয়া বসিল। তন্মধ্যে একজন আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করিল যে ইয়া আল্লাহ! আমি ইহার কাছে কিছু পাওনা আছি। সুতরাং তাহার দ্বারা আমার হক আমাকে আদায় করাইয়া দিন। আল্লাহ পাক ঋণী ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি তাহার হক তাহাকে দিয়া দাও। সে বলিবে, ইয়া আল্লাহ! আমি তাহা কিভাবে আদায় করিব? আমার কাছে তো কোন সওয়াব নাই। আল্লাহ পাক পাওনাদার কে বলিলেন- তুমি এখন কি করিবে? তাহার কাছে তো কোন সওয়াব নাই। সে উত্তর দিবে যে তাহা হইলে সে আমার পাপের বোঝা বহন করুক। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, এই কথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চক্ষুদ্বয় অশ্রু ভরাক্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন এই দিনটি বড়ই সংকটপূর্ণ দিন। এই দিনে স্বীয় গোনাহের বোঝা অন্যকেহ বহন করুক ইহার মুখাপেক্ষী হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বিতর্কের অবস্থা পুনরায় বর্ণনা করিলেন, আল্লাহ পাক পাওনাদারকে বলিলেন, তুমি মাথা উঠাইয়া জান্নাতের দিকে তাকাইয়া দেখ! সে মাথা উঠাইয়া জান্নাত দেখিয়া বলিল যে ইয়া আল্লাহ! ইহা তো রৌপ্যের একটি শহর এবং শহরে স্বর্ণের মনিমুক্তা খচিত একটি অট্টালিকা বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা কি কোন নবীর

জন্য নির্ধারিত হইয়াছে? অথবা কোন সিদ্দীক বা কোন শহীদের জন্য? আল্লাহ্ পাক বলিলেন, ইহা এমন এক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত যে ইহার মুল্য দেয়। সে জিজ্ঞাসা করিল যে ইহার মুল্য কে প্রদান করিতে পারে? এবং কাহাকে প্রদান করিবে? আল্লাহ পাক বলিলেন যে তোমার কাছে ইহার মুল্য আছে। সে বলিল, ইহার মুল্য কি? আল্লাহ পাক বলিলেন, স্বীয় ভ্রাতার হক মাফ করিয়া দেওয়া। সে বলিল, ইয়া এলাহি! আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। আল্লাহ পাক বলিলেন, তাহা হইলে তাহার হাত ধরিয়া জান্নাতে প্রবেশ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মানুষ! আল্লাহ ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে মিল মহব্বত রাখ। আল্লাহ্ পাক নিজেও ঈমানদারদের মধ্যে মিল মহব্বত করান।

এই হাদীছে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী ও চরিত্র অবলম্বন করার মাধ্যমে মানুষ এই মর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ একের সাথে অপরের মিল মহব্বত করানো বা অন্যান্য গুণাবলী অবলম্বন করা।

সুতরাং তুমি নিজের সম্পর্কে ভাবিয়া দেখ যে যদি তুমি কাহারও হক মারিয়াছ বলিয়া তোমার আমল নামায় কোন কথা উল্লেখ না থাকে এবং আল্লাহ পাক বিশেষ মেহেরবানীর মাধ্যমে তোমাকে ক্ষমা করিয়া দেন। আর তুমি চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হও তাহা হইলে হিসাব নিকাশ শেষে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তুমি কত খুশী হইবে? তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ভূষন পরিধান করানো হইবে। এমন সৌভাগ্য লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে যাহা পরিবর্তিত হইয়া কখনও দুর্ভাগ্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। এমন সম্পদ লাভ করিবে যাহা কখনও খতম হইবে না। তখন খুশী ও আনন্দ মনে হইবে যেন তোমার অন্তর উড়িয়া বেড়াইতেছে। তোমার চেহারা শুভ্র কোমল ও নুরানী হইয়া পূর্নিমার চন্দ্রের ন্যায় ঝলমল করিতে থাকিবে। তখন তোমার কি অবস্থা হইবে তুমি নিজেই কল্পনা করিয়া দেখ। তখন তো তুমি অভিমানের সাথে চলিতে থাকিবে। তোমার পীঠ তখন গোনাহ মুক্ত। আল্লাহর সন্তুষ্টির শীতল হাওয়া তোমার দেহে দোলা খাইতে থাকিবে। পূর্বাপর সকল মাখলুক তোমাকে দেখিতে থাকিবে। তোমার রূপসৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহারা ঈর্ষা করিতে থাকিবে। তাহারা দেখিবে যে তোমার আগে পিছে ফিরিশতা। তাহারা তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তোমাকে লইয়া যাইতেছে। অধিকন্তু তাহারা সকল মাখলুকদের মাঝে ঘোষণা দিতে থাকিবে যে তিনি অমুকের পুত্র। আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহাকেও সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন যাহা কখনও হাতছাড়া হইবে না।

এখন শোন! দুনিয়ার মানুষের কাছে তুমি যে মর্যাদা অর্জন করিয়াছ, ইহা কি দুনিয়ার মর্যাদা হইতে অধিক উচ্চ নহে? দুনিয়ার মর্যাদা অর্জন করিবার জন্য কত

প্রকার লৌকিকতা, বাহানা করিয়া থাক অথচ দ্বীনের কার্যে অলসতা এবং বানোয়াটি করিতেছ।

আফসোস! যদি তুমি বুঝিতে পারিতে যে আখেরাতের মর্যাদা দুনিয়ার মর্যাদার তুলনায় কত উত্তম বরং দুনিয়ার মর্যাদা তো উহার সাথে তুলনা দেওয়ারও মত নয়। অতঃপর যদি আখেরাতের মর্যাদা অর্জন করিবার জন্য খালেছ নিয়তে কাজ করিতে তাহা হইলে কতইনা উত্তম হইত। বাস্তবিক পক্ষে ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত ইহা অর্জনও হয় না। পক্ষান্তরে অবস্থাটি যদি বিপরীত হয়। অর্থাৎ তোমার আমল নামাতে এমন কোন গোনাহ থাকে যাহাকে তুমি হালকা মনে করিতে অথচ আল্লাহ পাকের কাছে ইহা বড় মারাত্মক গোনাহ। আর এই কারণে আল্লাহ পাক তোমাকে বলিয়া দেন যে হে আমার বান্দা। আমার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি লা'নত, আমি তোমার ইবাদত কবুল করি নাই। তখন তো এই কথা শুনিয়াই তোমার মুখ কাল হইয়া যাইবে। আল্লাহ পাকের রাগের কারণে ফিরিশতারাও রাগ হইয়া বলিবে যে তোমার প্রতি আমাদের পক্ষ হইতে এবং সমস্ত সৃষ্টির পক্ষ হইতেও লানত। তখন জাহান্নামের ফিরিশতারাও আল্লাহ পাকের রাগ দেখিয়া তোমার প্রতি গোস্বা হইয়া তোমাকে অধঃমুখ করিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। সকল মানুষ তখন তোমার বিষন্ন ও কালমুখ দেখিতে পাইবে। তুমি স্বীয় ধ্বংসের জন্য আফসোস করিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। ফিরিশতারা বলিবে, একটি মাত্র ধ্বংসের জন্য কাঁদিতেছ? এই ভাবে তোমার জন্য তো অনেক ধ্বংস অপেক্ষা করিতেছে। উহাদের জন্য কাঁদ। ফিরিশতারা তাহাকে লইয়া যাওয়ার সময় ঘোষণা দিতে থাকিবে যে সে অমুকের পুত্র। আল্লাহ পাক তাহার লজ্জাকর বিষয়গুলি খুলিয়া দিয়াছেন। তাহার অপরাধের কারণে তাহার প্রতি লানত বর্ষণ করিয়াছেন। সে এমন দুর্ভাগা যে কখনও সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে না।

গ্রন্থকার বলেন, এখানে যতগুলি অপমান ও লাঞ্ছনার কথা বর্ণনা করা হইল এই সব কিছু তো মাত্র একটি গোনাহের কারণেই হইতে পারে, যাহা তুমি মানুষের ভয়ে করিয়াছ। অথবা তাহাদের অন্তরে স্থান করিয়া লওয়ার জন্য করিয়াছ অথবা তাহাদের সামনে লজ্জিত হইবে বলিয়া করিয়াছ। যদি সত্যিই এই সব কারণেই করিয়া থাক তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ যে তুমি কতবড় জাহেল। আল্লাহর কয়েকটি বান্দার সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়া থাকিতেছ অথচ ইহা হইতে কোটি কোটি গুণ বড় সমাবেশে লজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছ না। সেখানে তো আল্লাহ পাকের গোস্বাও হইবে আরও অনেক বেশী। তাহার শাস্তিও হইবে অনেক শক্ত। অধিকন্তু ফিরিশতার হাতে বন্দী হইয়া চলিবে জাহান্নামের দিকের, কিয়ামতের ময়দানের যে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা আলোচিত হইল ইহা অপেক্ষা ও অধিকতর ভয়ঙ্কর হইল সামনের অবস্থা অর্থাৎ পুলসিরাতের অবস্থা।

পুলসিরাত

নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে একটু চিন্তা কর। আল্লাহ পাক বলেন–

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ـ

" যেদিন আমি পরহেজগারদিগকে মেহেরবান আল্লাহ পাকের কাছে মেহমানের ন্যায় জামাত জমাত সমবেত করিব এবং অপরাধী দিগকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে চালিত করিব।" (সূরা মারইয়াম/ আয়াত ৮৫-৮৬)

অন্য এক আয়াতে বলেন–

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ـ

"তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে চালিত কর এবং তাহাদিগকে থামাও কারণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।" (সূরা ছাফ্ফাত/ আয়াত ২৪)

কিয়ামতের ময়দানের এই সব ভয়ঙ্কর অবস্থা অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাদিগকে পুলসিরাতের প্রতি তাড়িত করা হইবে। পুলসিরাত একটি পুল। ইহা জাহান্নামের উপর প্রস্তুত করা হইবে। তরবারী অপেক্ষাও অধিক ধারাল এবং চুল অপেক্ষাও অধিক সরু হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হেদায়েতের পথে চলিবে আখেরাতে পুলসিরাতের উপর সে হালকা হইবে, মুক্তিলাভ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হেদায়েতের রাস্তা হইতে সরিয়া যাইবে এবং গোনাহের মাধ্যমে স্বীয় পীঠ ভারী করিবে। পুলসিরাতে কদম দেওয়ার সাথে সাথে তাহার পদস্খলন হইয়া যাইবে। সে ধ্বংস হইবে।

সুতরাং তুমি একবার নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখ, যখন তুমি পুলসিরাত সামনে দেখিবে। ইহার ধার ও সুক্ষ্মতার উপর তোমার দৃষ্টি পতিত হইবে। ইহার নচে জাহান্নামের ঘোর অন্ধকার তোমার চোখে পড়িবে। অগ্নি হুঙ্কার দিতে থাকিবে। তখন তোমার অন্তরে কি পরিমাণ আতংক ও ভয় হইতে পারে? এই অবস্থায়ও ইহার উপর দিয়া চলিবার জন্য তোমাকে বলা হইবে। অথচ তুমি তখন দুর্বল, ক্লান্ত, অস্থির, পদদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছ। গোনাহের কারণে তোমার পীঠ ভারী। এতভারী যে এই বোঝা লইয়া তুমি যমীনের উপর চলিতেই অক্ষম। পুলসিরাতে তো আরও মুশকিল। কিন্তু তবুও তোমাকে ইহা অতিক্রম করিতেই হইবে। অতিক্রম না করিয়া উপায় নাই। অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া তুমি ইহার উপর এক পা রাখিবে। পা রাখিবার সাথে সাথে ইহার তীক্ষ্ণ ধার তোমার পায়ে অনুভূত হইবে। ইহাসত্বেও দ্বিতীয় পা উঠাইয়া সামনে চলিতে বাধ্য হইবে।

এই চরম সংকট পূর্ণ অবস্থায়ও তুমি দেখিতে পাইবে যে যাহারা এই পুল অতিক্রম করিতে সামনে গিয়াছে তাহারা পিছলাইয়া পিছলাইয়া নীচে পতিত হইতেছে। জাহান্নামের ফিরিশতারা কাঁটা ও হুকের সাহায্যে তাহাদিগকে উঠাইয়া আনিতেছে। তুমি দেখিবে যে যাহারা নীচে পতিত হইয়াছে। তাহারা অগ্নিতে জ্বলিতেছে অথচ তাহাদের মাথা নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে।

তুমি কি মনে কর? তখন তোমার কেমন ভয় লাগিবে? কেমন মারাত্মক স্থানে চড়িতে তোমাকে বাধ্য করা হইবে? কেমন রাস্তা দিয়া তোমাকে চলিতে হইবে? এখন তুমি নিজের সম্পর্কে ভাবিয়া দেখ যে তোমার পীঠে গোনাহের বিরাট বোঝা। যাহা বহন করা খুব কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় তোমাকে এক দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে। অধিকন্তু তোমার ডান ও বাম পার্শ্ব হইতে পিচ্ছিল খাইয়া খাইয়া মানুষ জাহান্নামে পতিত হইতেছে। তুমি এখানে আকিয়াই জাহান্নামের অতল গর্ভে তলাইয়া যাওয়া মানুষের করুন আর্তনাদ শুনিতে পাইতেছ। এমতাবস্থায় যদি তোমার পদস্খলন হইয়া যায়। তখন তোমার পরিতাপ কোন কাজে আসিবে না। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বারবার করুন আর্তনাদ করা অনর্থক সাব্যস্ত হইবে। তুমি হয়তো এই বলিয়া পরিতাপ করিতে থাকিবে যে হায়। যদি আমি এই কালো দিবস কে ভয় করিতাম। হায়! যদি জীবনে এই দিবসের জন্য কিছু করিয়া লইতাম। যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করিতাম। যদি অমুককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করিতাম। হায়! যদি মাটি হইয়া যাইতাম। যদি নিঃশেষ হইয়া যাইতাম। যদি আমার মাতা আমাকে জন্মই না দিতেন। এই সময় হয়ত জলন্ত অগ্নি আসিয়া তোমাকে ছোবল মারিয়া লইয়া যাইবে। এক ঘোষক ঘোষণা করিয়া দিবে। "অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ইহাতে পড়িয়া থাক। আমার সাথে কথা বলিবে না।"

সুতরাং এই অবস্থায় চিৎকার করা। হায় হায় করা, দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ আর পরিতাপ করা ব্যতীত আর কিছুই করিবার থাকিবে না।

অতএব তোমার বিবেককে তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখিতেছ কে জানে? অথচ এই বিষয়গুলির আশংকা তোমার সামনে রহিয়াছে। যদি এইসব বিষয়ের প্রতি তোমার ঈমান না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তুমি বহুদিন পর্যন্ত জাহান্নামের গর্তে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ। যদি তোমার ঈমান আছে এবং তুমি অলসতা করিয়া পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহনে অলসতা করিতেছ। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তুমি ঔদ্ধত্ব প্রকাশকারী। তুমি সীমা লংঘণকারী। যে ঈমান আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে তোমার কোন কাজে আসে না। সে ঈমান দিয়া তোমার কি লাভ? রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পুলসিরাত জাহান্নামের মধ্যখানে স্থাপন করা হইবে। রাসূলের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম স্বীয় উম্মত লইয়া

ইহা অতিক্রম করিব। সেদিন নবী রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেহ কথা বলিবে না। প্রত্যেক নবী বলিতে থাকিবে আয় আল্লাহ্ ! নিরাপত্তা দান করুন। আয় আল্লাহ্ ! নিরাপত্তা দান করুন। জাহান্নামের কন্টকগুলো "সাদান" বৃক্ষের কন্টকের ন্যায় হইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কি 'সাদান' বৃক্ষ চিন? তাহারা বলিলেন, হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের কন্টক ইহার আকৃতিই হইবে। তবে ইহা কি পরিমান বড় হইবে তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। মানুষের আমলের অনুপাতে কন্টকগুলি তাহাদিগকে ছোবল মারিবে। কোন কোন লোক তো তাহার আমলের কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ জাহান্নামের পুলের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে। ইহার উপর হুকের ন্যায় কাঁটা থাকিবে। মানুষ যখন পুলের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে থাকিবে। তখন এই সকল কাঁটা ডান ও বাম দিক থেকে মানুষকে জড়াইয়া ধরিবে। ইহার উভয় পার্শ্বে দাড়াঁনো ফিরিশতা বলিতে থাকিবে, হে খোদা! বাঁচাও। হে খোদা বাঁচাও । কোন কোন লোক তো বিদ্যুতের ন্যায় পার হইয়া যাইবে। কোন কোন লোক বায়ুর ন্যায়, কোন কোন লোক দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়, কেহ কেহ দৌড়াইয়া পার হইয়া যাইবে। আবার কোন কোন লোক পায়ে হাটিয়া , কেহ কেহ হাঁটুর উপর ভর করিয়া, আবার কেহ কেহ নিতান্ত হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া পার হইবে। জাহান্নাম বাসীরা যাহারা পুল হইতে জাহান্নামে পতিত হইবে তাহারা গোনাহের কারণে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি হইবে। হযরত ইবেন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– আল্লাহ্‌পাক কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষকে একত্রিত করিবেন। তাহারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত চোখ উপরের দিকে উঠাইয়া চাহিয়া থাকিবে এবং ইহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই হাদীছের আরও কিছু অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে বর্ণিত আছে যে ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সিজদা করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদিগকে মাথা উঠাইতে নির্দেশ দিবেন আর তাহারা মাথা উঠাইবে। তখন তাহাদিগকে নিজেদের আমল অনুপাতে নূর প্রদান করা হইবে। কোন কোন ব্যক্তিকে তো বড় পাহাড় পরিমাণ নূর প্রদান করা হইবে, যাহা তাহার সামনে সামনে চলিতে থাকিবে। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা কম প্রাপ্ত হইবে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে কমিতে থাকিবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তির পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে নূর হইবে। ইহাও কখনও আলো দিবে আবার কখনও বা নির্বাপিত থাকিবে। যখন আলো দিবে তখন সামনে চলিবে। আবার যখন নির্বাপিত

থাকিবে, তখন থামিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি পুলসিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করার কথা আলোচনা করিলেন। লোকজন প্রাপ্ত নূর অনুপাতে ইহার উপর দিয়া পথ চলিবে। কেহ কেহ চোখের পলকের ন্যায় , কেহ কেহ বিদ্যুতের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘমালার ন্যায়, কেহ কেহ বায়ুর গতিতে, কেহ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় অতিক্রম করিবে। কোন কোন ব্যক্তি দৌড়াইয়া পার হইবে। এমনকি যাহার পায়ে নূর থাকিবে সে দুই হাত, দুই পা এবং মুখ মাটিতে হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া চলে এমন ব্যক্তির ন্যায় অতিক্রম করিবে। এক হাত সামনে বাড়াইলে দ্বিতীয় হাত আটকাইয়া পড়িবে। এক পা সামনে বাড়াইলে দ্বিতীয় পা পিছলাইয়া যাইবে। অগ্নি তাহার উভয় পার্শ্ব স্পর্শ করিবে। এইভাবে চলিতে চলিতে পার হইবে। ইহা অতিক্রম করিবার পর দাঁড়াইয়া বলিবে আল্লাহ্ পাকের শোকরিয়া। তিনি আমাকে এইভাবে মুক্তি দিয়াছেন যে অন্য কাহাকেও এইভাবে মুক্তি দেন নাই। অতঃপর তাহাকে জান্নাতের দরওয়াজার সম্মুখে একটি প্রস্রবনের কাছে লইয়া যাওয়া হইবে। ইহাতে তাহাকে গোসল করানো হইবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– পুলসিরাত তরবারীর অথবা ছুরির ন্যায় ধারাল। ফিরিশতারা মুমিন নারী পুরুষদিগকে ইহা হইতে বাঁচাইতে থাকিবে। হযরত জিবরাইল (আঃ) আমার কোমর ধরিয়া থাকিবে আর আমি বলিতে থাকিব হে এলাহি! মুক্তিদান করুন। এইগুলো হইল পুলসিরাতের অবস্থা ও সেখানকার বিপদ। ভাবিয়া দেখ যে, পুলসিরাতের অবস্থা এবং তখনকার বিপদ কিয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থা অপেক্ষাও মারাত্মক। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ইহা সম্পর্কে অধিক চিন্তা ভাবনা করিবে, সেই এই বিপদ হইতে রেহাই পাইতে পারিবে। কেননা আল্লাহ্ পাক কোন ব্যক্তির মধ্যে দুইটি ভয় একত্রিত করিবেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কিয়ামত ও পুলসিরাতের ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে ভীত হইবে। পরকালে ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে নিরাপদ থাকিবে। এখানে ভয় শব্দ উল্লেখ করিয়া নারীদের ভয় করার ন্যায় ভয় করা বুঝানো হয় নাই। নারীরা তো কোন কথা শুনার পর তাহাদের অন্তর বিগলিত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষন কান্নাকাটিও করে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার এই সব কিছু ভুলিয়া হাসি খুশিতে লাগিয়া যায়। এই ধরনের বাহ্যিক ভয় আমাদের আলোচ্য ভয়ের অন্তর্ভূক্ত নহে। বরং এখানে ভয় করার কথা বলিয়া এমন ভয় বুঝানো হইয়াছে যে যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভয় করে তখন সে উহা হইতে পলায়ন করে। আর যে জিনিসের আশা করে তাহা পাইবার চেষ্টা চালাইতে থাকে। এই ধরণের ভয়ের কারণে সে কিয়ামতের দিনে মুক্তি লাভ করিবে। এই ভয়ের কারণেই মানুষ আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বিরত থাকে। তাহার নির্দেশ পালনার্থে প্রস্তুত হয়। নারীদের ভয়ের তুলনায় আহমক ও বেকুফদের ভয় আরও অর্থহীন। আহমক ও

বেকুফ এমন ব্যক্তি যে কিয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা শুনিতেই মুখে নাউজুবিল্লাহ পাঠ করে। বলিতে থাকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার কাছে মাফ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাও। ইহা সত্বেও সে গোনাহ হইতে বিরত হয় না। এই ধরনের লোকদিগকে দেখিয়া শয়তান হাসিতে থাকে। এই ব্যক্তির অবস্থা একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এক ব্যক্তি জঙ্গলে ছিল, একটি হিংস্র প্রানী তাহাকে আক্রমন করিল। তাহার পিছনে একটি সুদৃঢ় দুর্গ। যখন সে দূরে থাকিয়া দেখিতে পাইল যে প্রানীটি তাহাকে আক্রমন করিবার জন্য হঙ্কার দিতেছে। তখন সে বলিতে লাগিল– তোমাকে এই দুর্গের দোহাই দিতেছি। মুখে মুখে ইহা বলিতেছে ? কিন্তু দূর্গে প্রবেশ করিতেছে না। এমন কি স্বীয় অবস্থান হইতেও সরিতেছে না। তাহা হইলে তাহার এইসব দোহাইয়ের কারনে হিংস্র প্রানীটি কি তাহাকে আক্রমন করা হইতে বিরত থাকিবে ? কখনও তাহা হইবে না। পরকালের অবস্থাও তদ্রুপ। আখেরাতের দুর্গ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কিন্তু শুধু মুখে মুখে পাঠ করিলে কাজ হইবেনা। বরং ইহা সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু, মানুষের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এবং তাঁহার ছাড়া অন্য কাহাকেও মাবূদ বলিয়া মানা যাইবে না। যে ব্যক্তি স্বীয় মনের চাহিদা অনুযায়ী চলিয়াছে সে তাওহীদের রাস্তা হইতে দূরে আছে। তাহার অবস্থা বিপজ্জনক। যদি মানুষ এতটুকু না করিতে পারে তাহা হইলে তাহার উচিত, সে যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহব্বত করে, তাঁহার সুন্নতের অনুস্মরণ করে। উম্মতের নেককার লোকদের অন্তরের সন্তুষ্টি অর্জন করে। তাহাদের দোআ থেকে বরকত হাসিল করে। হয়তবা এই কারণে তাঁহার শাফাআত নসীব হইতে পারে। যদি নিজের কাছে কোন পুজি না থাকে তাহা হইলে শাফাআতের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে।

শাফাআতের আলোচনা

কতক ঈমানদার এমন হইবে যাহাদের আযাব হইবে বলিয়া প্রমান রহিয়াছে। অধিকন্তু নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন। আল্লাহ্পাক ও স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ার দ্বারা তাঁহাদের সুপারিশ কবুল করিবেন। তাহারা আত্নীয়স্বজন, নিকটবর্তীলোক, বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত জনের জন্য সুপারিশ করিবেন। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত উল্লেখিত লোকজনের থেকে সুপারিশ পাওয়ার মর্যাদায় উন্নীত হওয়া, কোন ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান না করা। কারণ আল্লাহ্ পাক কাহাকে ওলী বানাইয়াছেন তাহা গোপন রাখিয়াছেন। তুমি হয়তো কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ। অথচ সে আল্লাহ্র ওলী। কোন গোনাহ্কে ছোট মনে না করা। কেননা বান্দার নাফরমানীর অন্তরালে আল্লাহ্পাকের গোস্বা

লুকাইত রহিয়াছে। হয়তবা তুমি কোন নাফরমানী কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ অথচ আল্লাহ্ পাক ইহাতে অসন্তুষ্ট। ইহার মধ্যে তাঁহার গোস্বা নিহিত। কোন ইবাদতকে ছোট মনে করিবেনা। কেননা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে তাহার সন্তুষ্টি নিহিত রহিয়াছে। হয়তবা ঐ ইবাদতেই তাঁহার সন্তুষ্টি রহিয়াছে যাহা তুমি ছোট মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছ। কুরআন ও হাদীছে শাফাআতের অনেক দলীল রহিয়াছে।

আল্লাহ্পাক বলেন– وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

" অতিসত্বর আপনার রব আপনাকে দান করিবেন এবং আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন।" হযরত আমার ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীমের (আঃ) নিম্নোক্ত উক্তিটি পাঠ করেন–

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

"আয় রব! ইহারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার পথে চলিয়াছে। সে আমার লোক। আর যে আমার কথা মানে নাই। সুতরাং আপনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়।" (সূরা ইব্রাহীম/ আয়াত ৩৬)

অনুরূপ ভাবে হযরত ঈসার (আঃ) উক্তিও পাঠ করিয়াছেন –

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۔

"যদি আপনি তাহাদিগকে আযাব প্রদান করেন। তাও আপনার ইনসাফ কেননা তাহারা আপনারই বান্দা।" অতঃপর তিনি হাত উত্তোলন করিয়া বলিলেন " আমার উম্মত।" এই কথা বলিয়া তিনি কাদিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ পাক হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে বলিলেন হে জিবরাঈল ! তুমি আমার বন্ধুর কাছে যাও এবং তিনি কেন কাঁদিতেছেন জিজ্ঞাসা কর। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন করিবার কারণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে আল্লাহ্ পাক ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন যে উম্মতের চিন্তায় কাঁদিতেছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তর অবগত করিলেন। আল্লাহ্ পাক বলিলেন, যাও! আমার বন্ধুকে বলিয়া দাও যে আমি তাহাকে তাঁহার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করাইব। তাহাকে অসন্তুষ্ট রাখিব না।

এক হাদীছে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ

পাক আমাকে বিশেষভাবে পাঁচটি জিনিস দান করিয়াছেন। যাহা অন্য কাহাকেও দান করেন নাই।

(এক) যাহারা এক মাসের দুরত্ব পর্যন্ত স্থানেও অবস্থান করিতেছে। তাহাদের অন্তরে আমার ভয় প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(দুই) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কাহারও জন্য হালাল করা হয় নাই।

(তিন) সমগ্র পৃথিবী আমার উম্মতের জন্য নামাযের স্থান হিসাবে নির্ধারন করা হইয়াছে। নামাযের জন্য কোন বিশেষ স্থান শর্ত করা হয় নাই। পৃথিবীর যে কোন স্থানে নামায পড়িতে ইচ্ছা হয় সে স্থান পবিত্র হইলে সেখানে নামায পড়িতে পারে। আমার উম্মতের জন্য মাটিকে পবিত্রকারক স্থির করা হইয়াছে। নামাযের সময় হইয়াছে, কিন্তু ওজু করিবার জন্য পানি নাই। এমতাবস্থায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিতে পারিবে।

(চার) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। আর আমি দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি প্রেরত হইয়াছি। এক হাদীছে আছে যে, কিয়ামতের দিনে আমি সকল নবীদের নেতা হইব। তাঁহাদের পক্ষ থেকে আমি কথা বলিব। আমার দ্বারা অন্যান্য নবীগন শাফাআত করিবার মর্যাদা লাভ করিবেন। অবশ্য আমি ইহা অহংকার করিয়া বলিতেছি না।

এক হাদীছে আছে যে আমি সকল আদম সন্তানের নেতা। ইহা আমার অহংকার নহে। যমীন ফাঁটিয়া মাটি ভেদ করিয়া যাহারা কবর হইতে উত্থিত হইবে তাহাদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি। সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করিব। আর আমার সুপারিশই সর্বাগ্রে কবুল হইবে। আল্লাহ পাকের প্রশংসার পতাকা আমার হস্তে থাকিবে।

এক হাদীছে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দু'আ কবুল হয়। আমি চাহিতেছি যে পরকালে আমার উম্মতের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে যেন আমার দু'আটি কবুল হয়। এই জন্য আমি উক্ত দু'আ এখন না করিয়া ঐ সময়ের জন্য রাখিয়া দিতেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল নবীগণকে বসার জন্য স্বর্নের মিম্বর দেওয়া হইবে। সকলেই স্ব স্ব মিম্বরে বসিবেন। কিন্তু আমার মিম্বর খালি থাকিবে। আমি ইহাতে বসিব না। বরং আমি স্বীয় পরোয়ারদিগারের সামনে দন্ডায়মান থাকিব। এই আশংকায় যে যদি আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে না

জানি কোন দিক দিয়া আমার কোন উম্মত পিছনে পড়িয়া থাকে। আমি তখন আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করিব, আয় রব! আমার উম্মত। আল্লাহ পাক বলিবেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি চান? আপনার উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ করিবার ইচ্ছা করেন আমি সে ধরনের আচরণই করিব। আমি আবেদন করিব, আয় ইলাহি! আমি চাহিতেছি, তাহাদের হিসাব যেন তাড়াতাড়ি হইয়া যায়। অতঃপর আমি সুপারিশ করিতে থাকিব। এমনকি যাহাদিগকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমার সুপারিশে তাহাদেরও মুক্তির সনদ মিলিবে। জাহান্নামের প্রহরী মালিক বলিবে, আয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি স্বীয় উম্মতের জন্য এইভাবে সুপারিশ করিয়াছেন যে, আল্লাহর গোস্বার কারণে অগ্নি তাহাদিগকে প্রজ্জলিত করিবার যে হকটুকু ছিল, তাহাও আদায় করিবার সুযোগ দেন নাই।

এক হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে- ভুপৃষ্ঠের উপর যতগুলি পাথর রহিয়াছে, আমি কিয়ামতের দিনে তাহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক বার সুপারিশ করিব।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গোশত আসিল। ছাগলের রান্না করা উরু তাহার সামনে রাখা হইল। তিনি ইহা আহার করিতে খুব পছন্দ করিতেন। তিনি ইহা দাঁতে কাটিয়া আহার করিলেন। অতঃপর বলিলেন, কিয়ামতের দিনে আমি মানুষের নেতা হইব। তোমরা কি ইহার কারণ জান? কারণ হইল- আল্লাহ পাক পূর্বাপর সকল লোকদিগকে এক ময়দানে সমবেত করিবেন। এক ঘোষক ঘোষণা করিবে। তাহাদের সকলের দৃষ্টি সামনে থাকিবে। সূর্য্য একবারে কাছে আসিয়া পড়িবে। মানুষের কষ্ট সহ্যসীমা অতিক্রম করিবে। কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া একে অপরকে বলিতে থাকিবে যে আমরা কি মারাত্মক অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এখন এমন কাহাকেও তালাশ করা প্রয়োজন। যিনি আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সুপারিশ করিবেন। তাহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া হযরত আদমের (আঃ) কাছে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত করিবে। সুতরাং তাহারা হযরত আদমের (আঃ) কাছে গমন করিবে এবং তাহাকে বলিবে, আপনি সকল মানুষের পিতা। আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতী হাতে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন। ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন দেখুন- আমাদের কি অবস্থা! তাই স্বীয় পরোয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত আদম (আঃ) তাহাদের আবেদন শ্রবন করিয়া বলিবেন, আজ আমার পরোয়ারদিগার এত বেশী রাগান্বিত হইয়াছেন যে ইহার পূর্বে কখনও এতটুকু রাগান্বিত হন নাই। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল ভক্ষন করিতে নিষেধ

করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সেক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তাই আমার নিজের জন্যই ভয় হইতেছে। তোমরা অন্য কোথাও যাও। আমার দ্বারা ইহা সম্ভব হইতেছে না। তোমরা নুহের (আঃ) কাছে যাও। তাহারা হযরত নূহের (আঃ) কাছে যাইবে। তাহাকে বলিবে যে দুনিয়াতে আপনিই প্রথম রাসূল। আল্লাহ পাক আপনাকে "কৃতজ্ঞ বান্দার" উপাধি দিয়াছেন। আপনি আমাদের এই কঠিন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং এই অবস্থা হইতে আমাদের মুক্তির জন্য পরোয়ারদিগারের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি উত্তর দিবেন যে আল্লাহ পাক আজ এত বেশী রাগান্বিত হইয়াছেন যে ইহার পূর্বে কখনও এত বেশী রাগান্বিত হন নাই। আমি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য একদা বদ দু'আ করিয়াছিলাম। এখন আমি নিজের চিন্তায় আছি। কি করিয়া নিজকে বাঁচাইতে পারি। তোমরা আমার ছাড়া অন্য কাহারও কাছে যাও। বিশেষ করিয়া হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও। তাঁহার পরামর্শে তাহারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কাছে গমন করিবে। তাহারা বলিবে, আপনি আল্লাহ পাকের পয়গম্বর। আল্লাহর জমীনে তাহার খলীল। আমাদের এই দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। আর এই অবস্থা হইতে আমাদের মুক্তির জন্য পরোয়ারদিগারের কাছে সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিবেন যে আজ পরোয়ারদিগার এত রাগান্বিত হইয়াছেন যে ইহার পূর্বে কখনও এত বেশী রাগান্বিত হন নাই। ভবিষ্যতেও কখনও এতোধিক রাগান্বিত হইবেন না। আমি জীবনে তিনটি কথা সরাসরি না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়াছি। অতঃপর তিনি এই কথাগুলি তাহাদের সামনে খুলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আমি তো এখন নিজের জন্য ভাবিতেছি। তোমরা অন্য কাহারও কাছে যাও। তোমরা মুসার (আঃ) কাছে যাও। তাহারা হযরত মুসার (আঃ) কাছে আগমন করিয়া বলিবে, আপনি খোদার রাসূল। আল্লাহ পাক আপনাকে স্বীয় রাসূল বানাইয়াছেন। আপনার সাথে কথা বলিয়া অন্যান্য মানুষের তুলনায় আপনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অবস্থা হইতে আমরা যেন মুক্তি লাভ করিতে পারি, সে জন্য পরোয়ারদিগারের কাছে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) উত্তর দিবেন যে পরোয়ারদিগার আজ এত গোস্বা হইয়াছেন যে ইতিপূর্বে কখনও এতোধিক গোস্বা হন নাই। এমনকি ভবিষ্যতেও কখনও এতোধিক গেগাস্বা হইবেন না। আমার হাতে এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। অথচ তাহাকে মারিবার নির্দেশ ছিল না। তাই আজ আমি নিজের চিন্তায় আছি। তোমরা অন্য কাহারও কাছে যাও। হযরত ঈসার (আঃ) কাছে যাও। মানুষ হযরত ঈসার (আঃ) এর নিকট যাইবে। তাহারা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবে যে আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহার কালিমা। আপনাকে আল্লাহর রূহ বলা হইয়াছে। আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলিয়াছেন। আমাদের চরমাবস্থা দেখুন। স্বীয় রবের কাছে আমাদের মুক্তির জন্য

সুপারিশ করুন। হযরত ঈসা (আঃ)ও জবাব দিবেন- আমার রব আজ এতোধিক রাগান্বিত আছেন যে তিনি কখণও এতোধিক রাগান্বিত হন নাই। অধিকন্তু ভবিষ্যতেও হইবেন না। তিনি স্বীয় কোন পদস্থলনের কথা উল্লেখ করিবেন না তবে তিনি ইহার অপরাগতা প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে আমি নিজের চিন্তায় আছি। তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে যাও। অতঃপর তাহারা আমার কাছে আসিবে। বলিবে, আয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসুল, শেষনবী। আল্লাহ পাক আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য স্বীয় রবের কাছে সুপারিশ করুন। আমাদের সংকটাপন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তাহাদের আবেদন শুনিয়া আল্লাহ পাকের দিকে অগ্রসর হইব। তাঁহার আরশের নীচে আসিব। অতঃপর সিজদায় পতিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অবশ্য এই প্রশংসাগুলি কি কি? আমি এখন তাহা জানিনা। ঐ সময় আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা দিবেন। আমার পূর্বে কাহাকেও এইগুলি শিক্ষা দেন নাই। ইহার পর আল্লাহ পাক বলিবেন- হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। কি চাওয়ার আছে বল, তোমাকে প্রদান করা হইবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। ইহা শুনিয়া আমি মাথা উঠাইব এবং বলিব, আমার উম্মত। আমার উম্মত! অর্থাৎ হে এলাহি! আমার উম্মতকে মাফ করিয়া দিন। তখন আমাকে বলা হইবে,হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাহাদের হিসাব গ্রহণ করা হইবে না তাহাদিগকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়া ভিতরে পৌঁছাইয়া দাও। আর অন্যান্য দরজা তোমার উম্মত ও অন্যান্য উম্মত- উভয়ের জন্য। তিনি আরও বলেন যে আল্লাহ পাকের কসম। প্রত্যেক দরজার চৌকাঠ দ্বয়ের মধ্যে হেমইয়ার হইতে মক্কা শরীফ পর্যন্ত অথবা মক্কা শরীফ হইতে বসরা পর্যন্ত দূরত্বের সমপরিমান দূরত্ব। অন্য এক হাদীছে অনুরূপ কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এই হাদীছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে-যে কথা সরাসরি না বলিয়া ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, উহার বর্ণনা আসিয়াছে। তন্মধ্যে তাহার প্রথম কথা হইল তারকা সম্পর্কে। তিনি তারকা দেখিয়া বলিয়া ছিলেন "ইহা আমার প্রতিপালক" তখনকার লোকেরা তারকা পুজারী ছিল। তারকাকে প্রতিপালক মনে করিয়া তাহাদের মতবাদ বাতিল প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের সামনে বাহ্যিকভাবে বলিয়াছিলেন যে ইহা আমার প্রতিপালক। অর্থাৎ তোমরা তো ইহাকে প্রতিপালক বল। মনে কর, তোমাদের সাথে আমিও প্রতিপালক বলিয়া মানিয়া লইলাম। তাহা হইলে এখন দেখার বিষয় যে ইহা তো অস্ত যায়। আর যাহা অস্ত যায় তাহা কি করিয়া প্রতিপালক হইতে পারে?

দ্বিতীয় কথাঃ তিনি কাফেরদের সকল প্রতিমা গুলি ভাঙ্গিয়া বড় প্রতিমাটি অবশিষ্ট রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কাঁধে কুঠার ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। কাফেররা

তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর তিনি জবাব দিলেন– "তোমাদের বড় মুর্তিটি ইহা করিয়াছে।"

তৃতীয় কথাঃ কাফেররা তাহাকে মেলায় যাইতে বলার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অসুস্থ" এই পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআতের আলোচনা হইল। শুধু তিনিই নহেন বরং তাহার উম্মতের অনেক নেক বান্দারাও শাফাআত করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মাত্র এক ব্যক্তির শাফাআতের দ্বারা রবীআ এবং মুজার সম্প্রদায় দ্বয়ের লোকসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এক হাদীছে আছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে বলা হইবে উঠ এবং সুপারিশ করিতে থাক। সে উঠিয়া স্বীয় সম্প্রদায়, বাড়ী ঘরের লোক এবং অন্যান্য এক দুই ব্যক্তির জন্য স্বীয় আমল অনুপাতে সুপারিশ করিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন কিয়ামতের দিনে এক জান্নাতি ব্যক্তি উঁকি দিয়া এক জাহান্নামী ব্যক্তিকে দেখিবে। জাহান্নামী ব্যক্তি তাহাকে ডাক দিয়া বলিবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিন? জান্নাতী ব্যক্তি বলিবে, আমি তো চিনি না। তুমি কে? পরিচয় দাও। জাহান্নামী ব্যক্তি বলিবে, দুনিয়াতে অমুক দিন তুমি কোথায়ও যাইতেছিলে। আমার কাছে দিয়া যাইতেছিলে। তুমি আমার কাছে পানি চাহিয়াছিলে। আমি তোমাকে পানি পান করাইয়াছিলাম। তখন জান্নাতী বলিবে, হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। জাহান্নামী বলিবে, তাহা হইলে ঐ পানি পানের বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে আমার জন্য সুপারিশ কর। জান্নাতী ব্যক্তি তাহার অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে অনুমতি অর্জন করিবে। অতঃপর বলিবে. আয় এলাহি! আমি জাহান্নাম বাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। এক জাহান্নামী ব্যক্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমি তাহাকে চিনি কিনা? আমি উত্তর দিলাম যে আমি তাহাকে চিনি না। সে তাহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিল যে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় একদা পানি পান করিবার জন্য তাহার কাছে পানি চাহিয়াছিলাম। সে আমাকে পানি পান করাইয়াছিল। তখন আমার প্রতি তাহার অনুগ্রহের কথা আমার স্মরণ হইল। এখন সে ঐ পানির বিনিময় স্বরূপ আপনার কাছে তাহার জন্য সুপারিশ করিবার দাবী করিতেছে। আয় এলাহী! আপনি তাহার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তখন আল্লাহ পাক তাহার সুপারিশ কবুল করিবেন। জাহান্নামী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বাহির হইয়া আসার নির্দেশ দিবেন। ফলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যখন কবর হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে তখন আমিও কবর

হইতে উঠিব। তবে আমি সকলের আগে উঠিব। তাহারা আমার কাছে আসিবে। আমি তাহাদের পক্ষ হইতে কথা বলিতে থাকিব। তাহাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ওজর পেশ করিতে থাকিব। তাহারা যখন নিরাশ হইয়া পড়িবে তখন আমি তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিব। আল্লাহর প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকিবে। আমি আল্লাহ কাছে সকল আদম সন্তান অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত হইব। ইহা আমার অহংকার নয়।

এক হাদীছে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি স্বীয় রবের সামনে দাড়াইব। তখন আমি জান্নাতী পোষাক পরিহিত থাকিব। অতঃপর আরশের ডানদিকে দন্ডায়মান হইব। আমার ছাড়া অন্য কোন মাখলুক সেখানে দন্ডায়মান হইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কোন কারণে বাহিরে গিয়াছিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাহাদের নিকটে পৌছিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাহারা কথাবার্তা বলিতেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আলাপ আলোচনা শুনিতে ছিলেন। কোন একজন বলিলেন, বড়ই আশ্চর্য কথা! আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে স্বীয় খলীল (বন্ধু) রূপে গ্রহণ করিলেন। অন্য একজন বলিলেন যে ইহা তো হযরত মুসা (আঃ) এর ঘটনা হইতে অধিক বিস্ময়কর নহে? কারণ আল্লাহ পাক তাহার সাথে সরাসরি কথা বলিয়াছেন। অন্য একজন বলিলেন যে হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখ! তিনি তাঁহাকে কলেমাতুল্লাহ এবং রুহুল্লাহ বলিয়াছেন। অন্য একজন বলিলেন যে হযরত আদমকে (আঃ) আল্লাহ পাক পছন্দ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সামনে আসিয়া সালাম দিলেন এবং বলিলেন আমি তোমাদের আলাপ আলোচনা শুনিয়াছি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর খরীল হইয়াছেন বলিয়া তোমাদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে? নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর খলীল। হযরত আদম (আঃ) নিঃসন্দেহে আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা। এখন শুন, আমি আল্লাহর হাবীব। ইহা আমার অহংকার নহে। বরং ইহা বাস্তব। কিয়ামতের দিন আমার হাতে আল্লাহ পাকের প্রশংসার ঝান্ডা থাকিবে। ইহা আমি অহংকারের ভিত্তিতে বলিতেছি না। আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল হইবে। ইহা আমার অহংকার নহে। মাখলুকের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়িব। আল্লাহ পাক আমার জন্য দরজা খুলিয়া দিবেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিব। আমার সাথে ঈমানদার গরীব মানুষ থাকিবে। ইহা কোন অংকার নহে। আমি পূর্বাপর সকলের অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হইব। ইহা কোন অহংকার নয়।

হাউজে কাওছার

হাউজে কাওছার আল্লাহ পাকের একটি বিরাট দান। ইহা আমাদের জন্যই নির্ধারন করিয়াছেন। হাদীছে ইহার বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হইল, তিনি যেন আমাদিগকে দুনিয়াতে ইহা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন এবং পরকালে ইহার স্বাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য দান করেন। কারণ যদি কেহ ইহার পানি মাত্র একবার পান করে, সে আর কখনও পিপাসিত হইবে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা ভাবে ঘুমাইয়া ছিলেন। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি মুচকি হাসিলেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হাসিলেন কেন? তিনি বলিলেন যে এখনই আমার প্রতি এক সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া সূরাটি তিলাওয়াত করিলেন। ইহা হইল সূরায়ে কাওছার। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা কি জান? কাওছার কি? তাহারা উত্তর দিলেন ইহা সম্পর্কে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল বলিতে পারিবেন। তিনি ইহার বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া বলিলেন, ইহা একটি নহর। জান্নাতে আমাকে প্রদান করিবেন বলিয়া আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা খুব বরকতপূর্ণ। ইহাতে একটি চৌবাচ্চা রহিয়াছে। কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতরা এই চৌবাচ্চা হইতে পানি পান করিবে। ইহাতে আসমানের তারকা পুঞ্জের সমসংখ্যক পিয়ালা থাকিবে। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতে ভ্রমন করিতেছিলাম। ভ্রমন করিতে করিতে একটি নহরের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার দুই পার্শ্ব মনি মুক্তায় প্রস্তুত গম্বুজের দ্বারা বাধানো। গুম্বজ গুলি গোলাকৃতি। ভিতরের অংশ খোলা। আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা কাওছার। আপনার পরোয়ারদিগার ইহা আপনাকে দান করিয়াছেন। অতঃপর ফিরিশতা ইহার মধ্যে হাত রাখিয়া দেখিতে পাইলেন যে ইহার মাটি মিশক দ্বারা প্রস্তুত। উল্লেখিত বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার আরও অধিক বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, আমার হাউজের উভয় পার্শ্বের ভূমি পাথর দ্বারা বাঁধানো। মদিনা হইতে ইয়ামেনের সান'আ পর্যন্ত অথবা মদিনা হইতে সিরিয়ার আম্মান শহর পর্যন্ত যে দীর্ঘ দূরত্ব রহিয়াছে উক্ত হাউজের উভয় তীরের দুরত্ব ততটুকু।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে সূরায়ে কাওছার অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। ইহার তীরদ্বয় স্বর্ণের বাঁধানো। ইহার পানি দুধ অপেক্ষাও শুভ্র। মধু

অপেক্ষাও অধিক মিষ্টি। মিশক অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিত। ইহা মনি মানিক্যের পাথরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত দাস ছাওবান বর্ণনা করেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার হাউজ আদন হইতে সিরিয়ার শহর আম্মান পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ইহার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক শুভ্র, মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্টি, এবং ইহাতে আকাশের তারকারাজির সমসংখ্যক পেয়ালা থাকিবে। যে ব্যক্তি ইহা হইতে এক ঢোক পরিমাণ পানি পান করিবে সে কখনও পিপাসিত হইবে না। গরীব মুহাজিররা সর্ব প্রথম ইহা হইতে পানি পান করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহারা কাহারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিরেন, তাহারা এমন লোক দারিদ্রতার কারণে তাহাদের মাথার চুল উসকু খুসকু। পোষাক পরিচ্ছদ ময়লাযুক্ত। বিত্তশালী সুখী স্বচ্ছল পরিবারে তাহাদের বিবাহ হয় না এবং বিত্তশালীরা তাহাদের ঘরের দরজাও খুলে না। এই হাদীস শুনিয়া হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, আফসোস! আমি বাদশাহ আবদুল মারেকের কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করিয়াছি। সে তো বিত্তশালী সুখী পরিবারের কন্যা। অধিকন্তু আমার জন্য এইসব লোক ঘরের দরজা খুলিয়া দেয়। আমার কোন উপায় নাই। তবে যদি আল্লাহ পাক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন। এখন থেকে আমি মাথায় তৈল ব্যবহার করিব না। তাহা হইরে আমার মাথার চুল উসকু খুসকু হইবে এবং কাপড় ধৌত করাইব না যাহাতে কাপড় ময়লাযুক্ত হইয়া পড়িবে। এই দুইটি কাজ আমার ক্ষমতাধীন। তাই কম পক্ষে এই দুইটির উপর আমল করিতে থাকিব।

হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হাউজে কাওছার হইতে যে পাত্র দ্বারা মানুষ পানি পান করিবে তাহা কতগুলি হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম! রাত্রের অন্ধকারে মেঘমুক্ত স্বচ্ছ ও পরিস্কার আকাশে যে অসংখ্য তারকারাজি দেখা যায় ইহার পাত্রের সংখ্যা তদাপেক্ষাও অধিক। কোন ব্যক্তি ইহা হইতে পানি পান করিলে আর কখনও সে পিপাসিত হইবে না। ইহা হইতে দুইটি নালা জান্নাতে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান সমান। আম্মান হইতে আয়লা নামক স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান ইহার দুই পার্শ্বের দুরত্ব। ইহার পানি দুধ অপেক্ষাও শুভ্র এবং মধু অপেক্ষাও মিষ্টি।

হযরত সামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য পৃথক পৃথক হাউজ থাকিবে। যাহার হাউজে

বেশী লোক আসিবে তিনি অন্যান্য নবীর উপর গৌরব করিবেন। আমি আশা করি যে আমার হাউজেই সর্বাধিক লোক আসিবে।"

গ্রন্থকার বলেন, দেখ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আশা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদেরও প্রত্যেকের উচিত হইল রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাউজে আগমন করার আশা করা এবং এই জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তাহা হইলেই আশা ফলপ্রসু হইবে। কেননা, কোন ব্যক্তি ভূমিতে বীজ বপন করিয়া ভূমিকে আগাছা মুক্ত করিয়া জমিতে পানি প্রদান করতঃ বীজের উদ্‌গমনের জন্য ঘরে বসিয়া আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করে, তখন সে ব্যক্তি যমীনের ফসল ভোগ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জমি চাষ করে নাই। জমিতে বীজ রাখে নাই। জমি আগাছা মুক্ত করে নাই। পানি সেচন করে নাই। এমন ব্যক্তি যদি এই আশায় বসিয়া থাকে সে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে জমিতে শস্য দিয়া দিবেন। তাহা হইলে ইহা এই ব্যক্তির আশা- আশা হইল না বরং সে ভুলের মধ্যে পড়িয়া আছে। আমাদের অধিকাংশ লোকের আশা এইরূপ। বেকুফের মত ভুলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এই ধরনের ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কেননা মানুষ পরকালের ক্ষেত্রে অধিক ভুলের মধ্যে ডুবিয়া আছে।

জাহান্নাম ও ইহার বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ

হে মানুষ! তোমরা এই নশ্বর জগতের পিছনে পড়িয়া ধোকা খাইয়া নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া রহিয়াছ। এমন জিনিস সজ্জিত করিবার চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ কর, যাহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। স্বীয় মেধা, চিন্তাশক্তি ও কার্যাবলী সবই এমন এক স্থানের উদ্দেশ্যে ব্যয় কর, যেখানে তোমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে। তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিয়াছ যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নামের অগ্নি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। ইহা অতিক্রম করা ব্যতীত কোন উপায় হইবে না। কুরআন মজীদে আছে যে, তোমাদের এমন কেহ নাই, যাহাকে জাহান্নামের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে না।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

" ইহা তোমার প্রতিপালকের অপরিহার্য নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকীদিগকে মুক্তি দান করিব আর জালেমদিগকে অধঃমুখ করিয়া ইহাতে ছাড়িয়া দিব।" (সূরা মারইয়াম/ আয়াত ৭১-৭২)

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে প্রত্যেককে অবশ্যই জাহান্নামে পতিত হইতে হইবে। ইহাতো অপরিহার্য। ইহা হইতে কেহই বাদ পড়িবে না। তবে ইহা হইতে মুক্তিলাভ অপরিহার্য নহে বরং সম্ভাবনাময়। সুতরাং ইহাতে প্রবিষ্ট হওয়ার পর কি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখ- হয়তবা তোমার এই ভাবনা তোমাকে মুক্তির দিশা দিতে পারে। ঐ সময় মানুষ কি সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইবে- চিন্তা করিয়া দেখ। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় অবর্ননীয় বিপদ মানুষকে দিশাহারা করিয়া ছাড়িবে। কিয়ামতের ময়দানের মহাবিপদের পরিসমাপ্তির পরও যখন ইহার ভয়াবহতার প্রভাব তখনও দুরীভূত হয় নাই। এই অবস্থায় ইহার মারাত্মক প্রভাবে আকন্ঠ নিমজ্জিত থাকা অবস্থায়ও নিজেদের প্রকৃত অবস্থা এবং সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রাহ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনার অধীর আগ্রহে যখন সকলে অপেক্ষামান থাকিবে ঠিক সেই মুহূর্তে চারদিক থেকে ঘোর অন্ধকার, অপরাধীদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। চারদিক হইতে বিকট শব্দ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত পাগলের ন্যায় অগ্নিকুন্ড তাহাদের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে। মনে হইবে যেন অগ্নিকুন্ড গোস্বায় ও রাগে ফাঁটিয়া পড়িতেছে। ইহাদের অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির বলে যেন চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছে। তখন অপরাধীদের দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া যাইবে যে তাহাদের ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারা নতজানু হইয়া বেহুশ অবস্থায় পড়িয়া যাইবে। যাহারা এই মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির আওতামুক্ত থাকিবে তাহারাও নিজেদের শেষ পরিনতি সম্পর্কে ভীত ও আতংকিত থাকিবে। এই সময় জাহান্নামের ফিরিশতাদের মধ্য হইতে এক ফিরিশতা উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে থাকিবে যে, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? সে তো দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় দীর্ঘাশা পোষন করিত। আখেরাতের অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করিত। অবৈধ কার্যে নিজের জীবনটি ধ্বংস করিয়াছে। অতঃপর ফিরিশতা লোহার গুর্জ্জ লইয়া তাহার উপর আক্রমন করিবে। তাহাকে ধমকি প্রদান করিবে। মারাত্মক শাস্তির মধ্যে ফেলিবে। অধঃমুখ করিয়া জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করিবে। আর তিরস্কারের স্বরে বলিতে থাকিবে যে স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি তো দুনিয়াতে নিজকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান মনে করিতে। এখন একটি সংকীর্ণ, অন্ধকার ও ধ্বংসাত্মক ঘরে পড়িয়া থাক। এই ঘরে যে প্রবেশ করে সে চিরদিন এইঘরেই থাকে এবং সর্বদা অগ্নিতে পুড়িতে থাকে। ইহাতে বন্দীদিগকে গরম ফুটন্ত পানি পান করিতে দেওয়া হয়। এখানে আগুনের ফিরিশতাও তাহাকে পৃথকভাবে গুর্জ মারিয়া আযাব দিতে থাকে। অগ্নি তাহাকে জড়াইয়া ধরে। সে মৃত্যুর কামনা করিতে থাকে। কিন্তু কোথায় মৃত্যু? তাহার পদদ্বয় মাথার কেশের দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইবে। গোনাহের অন্ধকারে তাহার মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। সে চিৎকার করিতে করিতে বলিতে

থাকিবে, হে মালিক! আমাদিগকে যে আযাব দেওয়ার কথা ছিল তাহা তো পুরা হইয়াছে। আমাদের হাতে পায়ে লাগানো বেড়ী তো খুব ভারী লাগিতেছে। আমাদের গায়ের চামড়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। আমাদিগকে এখান থেকে বাহির করিয়া দাও। আর কখনও এইরূপ করিব না। জাহান্নামের দারোগা মালিক কর্কশ স্বরে ধমকি দিয়া বলিবে, চুপ থাক নিরাপদ থাকার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। অপমান ও অপদস্থতার এই ঘর হইতে বাহির হওয়ার তোমাদের জন্য আর কখনও সম্ভব হইবে না। ইহাতেই পড়িয়া থাক। আমার সাথে আর কথা বলিও না। যদি তোমাদিগকে এই অবস্থা হইতে মুক্তিদান করা হয় এবং দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়। তাহা হইলেও তোমরা ঐ আমলই করিবে যাহা করিয়াছ। তোমরা বিরত হইবে না। আবার পূর্বের ন্যায়ই আমল করিবে। তাহার জবাব শুনিয়া জাহান্নামীরা নিরাশ হইয়া পড়িবে। অতঃপর নিজেদের কৃত আমলের জন্য পরিতাপ করিতে থাকিবে। কিন্তু কি করিবে এখন তো কোন কিছু করার সুযোগ নাই। কোন ওজর আপত্তি কাজ করিতেছে না। লজ্জিত হওয়া দ্বারাও কোন লাভ হইতেছে না বরং তাহারা অবনত মস্তক হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় অগ্নির জিঞ্জির গলার মধ্যে পড়িবে। সামনে, পিছনে,ডানে, বামে শুধু আগুন আর আগুন। মোট কথা- অগ্নিতে নিমজ্জিত থাকিবে। খাদ্য হইবে আগুন, পানীয় হইবে আগুন, পোশাক হইবে আগুন, বিছানা হইবে আগুন, হাতে পায়ে ভারী বেড়ী থাকিবে। জাহান্নামের সংকীর্ণ রাস্তাতে চিৎকার করিতে করিতে দৌড়াইতে থাকিবে। অস্থির হইয়া আশে পাশে ছুটাছুটি করিবে। জলন্ত চুলার উপর বসানো হাঁড়ির পানি যেমন উত্তপ্ত হইয়া টগবগ করিতে থাকে জাহান্নামের অগ্নিও তদ্রূপ ফুটিতে থাকিবে। আর তাহারা ধ্বংস হইতে বাঁচার জন্য, এই অবস্থা হইতে মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। যখনই ফরিয়াদ করিবার জন্য কোন শব্দ মুখ থেকে বাহির করিবে তখনই তাহার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহার নাড়ী ভুড়ি এবং চামড়া জ্বলিয়া- গলিয়া নীচে পতিত হইবে। অধিকন্তু আবার লোহার গুর্জ দ্বারা মারাও হইতে থাকিবে। মারের চোটে তাহার মুন্ড চুর চুর হইয়া মুখ দিয়া পুঁজ বাহির হইতে থাকিবে। পিপাসার কারণে কলিজা ফাঁটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। চোখের পুতলি বাহির হইয়া গালের উপর ঝুলিয়া পড়িবে। গালের ও হাত পায়ের মাংস ও লোম সবকিছু ঝরিয়া পড়িবে। চামড়া জ্বলিয়া যাওয়ার পর আবার নতুন চামড়া যোগ করা হইবে। শরীরের গোশতের ভিতর হাঁড় থাকিবে না। শিরা উপশিরা এবং ধমনির মধ্যে জীবন থাকিবে। এমতাবস্থায় তাহারা মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে কিন্তু তাহাদের মৃত্যু আসিবে না। সুতরাং হে শ্রোতা! যখন তোমরা জাহান্নামীদিগকে দেখিতে পাইবে যে তাহাদের মুখমন্ডল কয়লা অপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ, চোখ অন্ধ, জবান বন্ধ, বোবা, হাঁড় মাংস চুরচুর হইয়া গিয়াছে, কর্ণ

কর্তিত, গায়ের চামড়া ফাঁটিয়া গিয়াছে। হাতের বেড়ী গলায় আটকাইয়া পড়িয়াছে। মাথার চুল দ্বারা পদদ্বয় বাধা, আগুনের মধ্যে পুড়িয়া মুখমন্ডল জ্বলিয়া ছারখার হইতেছে, লোহা কাঁটা দ্বারা স্বীয় চোখের পুতলী সরাইতেছে। তখন ইহা দেখিয়া তোমাদের কি অবস্থা হইবে? তোমরা তো পরিষ্কার দেখিতে পাইবে যে তাহাদের দেহের প্রতিটি কনিকাতে অগ্নিশিখা দৌড়াইতেছে। দেহের বাহ্যিক প্রতিটি অংশে সর্প জড়াইয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের ময়দান সম্পর্কে বলিয়াছেন- যে জাহান্নামের মধ্যে সত্তর হাজার ময়দান রহিয়াছে। প্রত্যেক ময়দানে সত্তর হাজার অংশ রহিয়াছে। প্রত্যেক অংশে সত্তর হাজার সর্প ও বিচ্ছু রহিয়াছে। কাফের ও মুনাফিকরা যতক্ষন পর্যন্ত এইগুলি প্রত্যেকটির প্যাঁচে না পড়িবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারিবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "ওয়াদীয়ে হুযন" হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। "ওয়াদীয়ে হুযন" কি? তিনি উত্তর দিলেন যে ইহা জাহান্নামের একটি ময়দান। জাহান্নাম নিজেই প্রতিদিন ইহা হইতে সত্তরবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাক ইহা রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" মানুষ দেহের সাতটি অঙ্গের দ্বারা গোনাহ করে। জাহান্নামের স্তরের সংখ্যাও সাতিট। অধিকন্তু স্তর সমূহের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সবচেয়ে উপরের স্তর হইল জাহান্নাম নামক দোজখ। অতঃপর সাকার। তৃতীয়স্তরে লাযা। চতুর্থ হোতামা। অতঃপর সায়ীর অতঃপর জাহীম। সর্ব নিম্নস্তরে হাবিয়া। এখন ভাবিয়া দেখ হাবিয়া নামক দোজখের গভীরতা কত হইতে পারে? ইহা কি কল্পনা করা সম্ভব? ইহার গভীরতা সীমাহীন। যেমন দুনিয়ার মানুষের চাহিদাও সীমাহীন। অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের এক চাহিদা পুরা না হইতেই যেমন আর এক চাহিদা আসিয়া হাযির হয়। অনুরূপভাবে এক দোজখের গভীরতা শেষ না হইতেই আর এক দোজখের গভীরতা শুরু হইয়া যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করিয়া 'গুম' করিয়া একটি আওয়াজ হইল। আমরা তাহা শুনিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তোমরা কি জান ইহা কিসের আওয়াজ? আমরা বলিলাম যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ইহার সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, ইহা একটি পাথর। সত্তর বৎসর পূর্বে জাহান্নামের উপর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এখন ইহার তলদেশে পৌছিয়াছে।

অতঃপর দোজখের বিভিন্ন স্তরের পরস্পরের পার্থক্য সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা

করিয়া দেখ। দুনিয়াতে মানুষের যেমন শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। কাহারও মর্যাদা অনেক বেশি। আবার কাহারও কাহারও অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে কেহ কেহ তো দুনিয়াতে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। আর কেহ কেহ তো একটি নির্ধারিত জাগতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপভাবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদেরও শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। একেক শ্রেণীর লোক একেক জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। একেক জাহান্নামে আযাবের পর্যায়ও একেক শ্রেণীর হইবে। কেননা আল্লাহ পাক তো বান্দার প্রতি সামান্য জুলুম ও করিবেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে- কোন এক জাহান্নামে প্রবেশ করিলেই তাহার একের পর এক সর্ব প্রকারের আযাবই আপতিত হইবে- এমন নয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধ অনুযায়ী তাহার উপর আযাব আপতিত হইবে। অবশ্য জাহান্নামে যাহার সবচেয়ে কম আযাব হইবে তাহার অবস্থা বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। যেমন-এ ব্যক্তি যদি নিখিল বিশ্বের মালিক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে তাহার সব কিছু দিয়া এই আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- " যে ব্যক্তির সবচেয়ে কম আযাব হইবে তাহাকে আগুনের দুইটি জুতা পরিধান করাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহার মাথার মগজ ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ করিতে থাকিবে।" এই হাদীছে একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে যাহার আযাব সবচেয়ে কম, তাহারই অবস্থা এইরূপ। আর যাহার আযাব শক্ত, তাহার কি অবস্থা হইবে? আগুনের দ্বারা আযাব হইলে আযাব যে কত কঠিন ও মারাত্মক হয় যদি এই ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাহা হইলে দুনিয়ার আগুনে অল্প সময়ের জন্য আঙ্গুল রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না? অধিকন্তু ইহাও জানিয়া রাখ যে- তোমাদের এই পরীক্ষা দ্বারা কিন্তু সঠিক তথ্য পাইবে না। কেননা জাহান্নামের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের তো তুলনাই হয় না। যেহেতু দুনিয়াতে যত প্রকারের শাস্তিই প্রদান করা হউক না কেন ইহাদের কোনটিই আগুন দ্বারা আযাব দেওয়ার তুল্য হইতে পারে না। আগুনের আযাবের ন্যায় মারাত্মক কোন আযাব হইতে পারে না। কিছুটা অনুধাবন করাইবার জন্য জাহান্নামের আযাবকে দুনিয়ার আগুনের দ্বারা প্রদত্ত আযাবের সাথে তুলনা করা হইয়াছে। যদি জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামের আযাবের পরিবর্তে দুনিয়ার আগুনের দ্বারা আযাব দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা খুশিতে দৌড়াইয়া আসিয়া ইহাতে পতিত হইবে। কেননা দুনিয়ার আগুন দ্বারা প্রদত্ত আযাবের তুলনায় কষ্ট অনেক বেশি। জাহান্নামে আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আগুন যেন আরাম করিবার স্থান। এক হাদীছে আছে যে, জাহান্নামের অগ্নি রহমতের পানি দ্বারা সত্তরবার ধৌত করিবার পর দুনিয়ার মানুষের কাজ কর্মের জন্য দেওয়া হইয়াছে। এক হাদীছে আছে যে, জাহান্নামের আগুনকে হাজার বৎসর পর্যন্ত

জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া আরও তেজদীপ্ত করা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ইহা কৃষ্ণবর্ণ ধারন করিয়াছে। বর্তমানে ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অন্ধকার।

এক হাদীছে আছে যে, জাহান্নাম আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করিয়াছে যে, হে আল্লাহ, আমার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষন করিয়া ফেলিতেছে। তখন জাহান্নামকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে দুইটি নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে। অপরটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে তোমরা যে প্রকার গরম অনুভব কর তাহা ঐ নিঃশ্বাসেরই গরম। পক্ষান্তরে শীতকালে যে প্রচন্ড শীত অনুভুত হয় তাহাও ঐ নিঃশ্বাসেরই কারণে। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্নিত আছে যে, দুনিয়াতে ধনদৌলতের প্রাচুর্য্যে পড়িয়া যে কাফের সবচেয়ে বেশি সুখ ও আরাম করিয়াছে তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। তাহার সম্বন্ধে বলা হইবে যে, তাহাকে জাহান্নামের আগুনে একবার ডুবাইয়া তুলিয়া আন। তুলিয়া আনার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তুমি কি দুনিয়াতে কখনও সুখানুভব করিয়াছ? সে বলিবে না! অতঃপর যে মুসলমান দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহাকেও উপস্থিত করা হইবে। তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে তাহাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইয়া আন। জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইয়া ফেরত আনিবার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তুমি কি কখনও কোন কষ্ট করিয়াছ? সে বলিবে না!

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন যে, যদি একটি মসজিদে একলক্ষ বা ততোধিক মানুষ থাকে। আর এক জাহান্নামী ব্যক্তি তাহার নিঃশ্বাসটি মসজিদে ছাড়ে। তাহা হইলে তাহার নিশ্বাসের গরমের তাপে সকলে মৃত্যুবরণ করিবে।

কোন কোন তফসীর কার এই আয়াতের তফসীর করিতে গিয়া বলেন যে তাহাদের মুখমন্ডলে অগ্নির লেলিহান শিখা এইভাবে ঝাঁপটাইয়া পড়িবে যে ইহাতে তাহাদের দেহ হইতে গোশত জ্বলিয়া নিম্নে পতিত হইবে। বরং তাহাদের পায়ের গোড়ালি খসিয়া পড়িবে।

হে শ্রোতা! তখন জাহান্নামীর শরীর এবং হাঁড় হইতে যে পুঁজ বাহিয়া পড়িবে ইহার দুর্গন্ধ কি পরিমাণ হইতে পারে এই সম্পর্কে একটু ভাবিয়া দেখ। তাহার শরীর হইতে পুঁজ পড়িতে পড়িতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে সে পুঁজে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। এই পুঁজের নাম "গাসসাক।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যদি জাহান্নামের "গাস্‌সাক" নামক পুঁজ হইতে এক বালতি পুঁজ দুনিয়াতে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার দূর্গন্ধে সমস্ত দুনিয়াবাসী মরিয়া যাইবে। জাহান্নামীদের পানীয় হইবে এই পুঁজ। তাহারা যখন পিপাসায় কাতর

হইয়া বার বার ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। তখন ইহা তাহাদিগকে পান করিবার জন্য প্রদান করা হইবে। কুরআন মজীদে আছে—

وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ـ

"এবং পান করানো হইবে পুঁজ যাহা ঘটঘট করিয়া পান করিবে। কিন্তু তাহা পান করা দুঃসাধ্য হইবে এবং সব স্থান থেকে তাহার মৃত্যু আসিবে কিন্তু সে মরিবে না।" (সূরা ইব্রাহীম/ আয়াত ১৬-১৭)

অন্য এক স্থানে আসিয়াছে—

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ـ

"যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে তৈলের গাদের ন্যায় পানি দেওয়া হইবে, যাহা চেহারাকে ভুনা করিয়া ফেলিবে। ইহা কত মারাত্মক পানীয় এবং কত খারাপ ঠিকানা?" (সূরা কাহ্ফ/ আয়াত ২৯)

অতঃপর তাহাদের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য কর। তাহা কত নিকৃষ্ট বস্তু হইবে? যেমন কুরআন পাকে বলা হইয়াছে—

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ ـ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ـ

"অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যুকরা! তোমরা যাককুম বৃক্ষ ভক্ষণ করিবে। আর ইহা দ্বারাই উদর পূর্ণ করিবে। অতঃপর তোমরা পিপাসিত উটের ন্যায় ফুটন্ত গরম পানি পান করিবে।" (সূরা ওয়াকিয়াহ/ আয়াত ৫১-৫৫)

অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে—

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ـ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ـ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ـ

'ইহা একটি বৃক্ষ যাহা জাহান্নামের মূল স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

ইহার উপরিভাগ যেন শয়তানের মাথা। তাহারা এই বৃক্ষ ভক্ষণ করিবে। আর ইহা দ্বারাই নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে। অতঃপর ইহার সাথে হইবে গরম পানির মিশ্রণ। অতঃপর তাহাদের গন্তব্যস্থল হইবে জাহান্নাম।" (সূরা ছাফ্ফাত/ আয়াত ৬৪-৬৭)

আরও বলা হইয়াছে যে–

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ

"প্রচন্ড তেজদীপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং ফুটন্ত পানির প্রস্রবণ হইতে পান করানো হইবে।"

অন্য এক আয়াতে আছে–

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ـ

"নিশ্চয় আমার কাছে বড় শক্ত বেড়ী, জলন্ত অগ্নিকুন্ড, গলধঃকরণের সময় গলায় ফাঁস লাগিয়া যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তদ আযাব রহিয়াছে।" (সূরা মুযযাম্মিল/ আঃ ১২-১৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- "যদি যাককুম বৃক্ষের এক ফোঁটা দুনিয়ার সমুদ্র সমুহে পতিত হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবন ধারণ অক্ষম হইয়া পড়িবে।"

সুতরাং এই বৃক্ষ যাহাদিগকে খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইবে- তাহাদের অবস্থা কি হইবে? একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক যে সব জিনিসের প্রতি তোমাদিগকে আগ্রহী হইতে বলিয়াছেন, সে সব জিনিসের প্রতি আগ্রহী হও। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন- ঐ সব জিনিসকে ভয় কর। অর্থাৎ তাহার আযাব ও শাস্তিকে ভয় করিতে থাক। জাহান্নামকে ভয় পাও। তোমরা এখন যে দুনিয়াতে আছ, এই দুনিয়াতে যদি জান্নাতের সামান্য পরিমাণ জিনিসও তোমাদের সাথে থাকে তাহা হইলে ইহা তোমাদের দুনিয়াকে সুন্দর এবং আরামদায়ক করিয়া ফেলিবে। আর যদি জাহান্নামের এক ফোঁটা পরিমাণ জিনিস তোমাদের সাথে থাকে তাহা হইলে ইহা তোমাদেরই দুনিয়াকে আবর্জনাময় এবং খারাপ করিয়া ছাড়িবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জাহান্নামবাসীদের মধ্যে পিপাসা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে- যাহাতে আযাবের কষ্ট পুরাপুরি অনুভব করিতে পারে। তাহারা খাদ্য চাহিবে তখন তাহাদিগকে খাদ্য হিসাবে কাঁটা দেওয়া হইবে যাহা তাহাদের দেহকে মোটাতাজা করিবে না আবার তাহার ক্ষুধাও দূরীভূত করিবে না। অতঃপর পানীয় জিনিসের চাহিদা করিবে। তখন ফুটন্ত পানির পাত্র লোহার হুকের মাধ্যমে উঠাইয়া তাহাদের মুখের নিকটবর্তী করা হইবে। মুখের নিকটবর্তী করার সাথে

সাথে তাহাদের মুখমন্ডল ভুনা হইয়া যাইবে অতঃপর পানি তাহাদের পেটে পৌঁছিয়া পেটের নাড়ীভূড়ি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। অতঃপর তাহারা একজন অপরজনকে বলিবে যে, জাহান্নামের দারোগার কাছে আবেদন কর। তাহারা জাহান্নামের দারোগাকে সম্বোধন করিয়া তাহার কাছে আবেদন করিবে যে আপনি আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন। যাহাতে তিনি একদিনের জন্য আমাদের আযাব হালকা করিয়া দেন। জাহান্নামের দারোগা তাহাদিগকে বলিবে যে কোন নবী তোমাদের কাছে মোজেযা লইয়া যান নাই? তাহারা বলিবে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার থেকে বিমুখ ছিলাম। দারোগা বলিবে– "তাহা হইলে চিৎকার করিতে থাক।" কাফেরদের চিৎকার পথভ্রষ্টতার চিৎকার। অতঃপর তাহারা জাহান্নামের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশতা মালিককে ডাক দিয়া বলিবে যে আপনার প্রভু আমাদের যে নির্দেশ প্রদান করার তাহা তো করিয়া দিয়াছেন। এখন ইহা হইতে নিষ্কৃতির কি উপায়? মালিক বলিবে যে, তোমরা জাহান্নামেই থাকিবে। হাদীছের বর্ণনাকারী ইমাম আ'মাশ বলেন যে, আমি শুনিয়াছি যে তাহারা মালিককে ডাকার এক হাজার বছর পর মালিক তাহাদের জবাবে উপরোক্ত মন্তব্য করিবে। অতঃপর মালিক বলিবে যে নিজের প্রভুকে ডাকিতে থাক। তাহা অপেক্ষা উত্তম কেহই নাই। শেস পর্যন্ত তাহারা আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করিবে যে ইয়া আল্লাহ! দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করিয়াছে। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম।

আয় এলাহি! আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি প্রদান করুন। পুনরায় যদি আমরা এইরূপ করি, তাহা হইলে আমরা অত্যাচারী সাব্যস্ত হইব। আল্লাহ পাক তাহাদের জবাবে বলিবেন- অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামেই পড়িয়া থাক। আমার সাথে কথা বলিও না। জবাব শুনিয়া তাহারা তাহাদের প্রতি কল্যাণ করা সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা চিৎকার করিতে এবং পরিতাপ করিতে শুরু করিবে। হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন–

وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, পানি যখন তাহার কাছে আনা হইবে তখন সে তাহা অপছন্দ করিবে। এই পানি পান করিবার সাথে সাথে নাড়ীভূড়ি কাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই ব্যাখ্যার সার কথা অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে– سُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ.

"তাহাদিগকে পান করানো হইবে গরম ফুটন্ত পানি। আর এই পানি তাহাদের নাড়ীভূড়ি কাটয়া ফেলিবে।" (সূরা মুহাম্মদ/ আয়াত ১৫)

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে তৈলের গাদের ন্যায় গরম পানি প্রদান করা হইবে যাহা তাহাদের চেহারাসমূহ কে ভস্ম করিয়া ছাড়িবে।" এখন লক্ষ কর জাহান্নামের সাপ বিচ্ছুর প্রতি, ইহারা লম্বা দেহ বিশিষ্ট খুব বিষাক্ত এবং কুশ্রী হইবে। যাহা জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত থাকিবে। ইহাদিগকে তাহাদের প্রতি লেলাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে একের পর এক দংশন করিতে থাকিবে। এক নিশ্বাস পরিমান সময়ও অবসর দিবে না, অনবরত দংশন করিতে থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ পাক যাহাকে মালদৌলত দিয়াছেন অথচ সে যাকাত আদায় করে না। তাহার মাল দৌলতকে কিয়ামতের দিনে অজগর সর্পের আকৃতি প্রদান করা হইবে। ইহার মাথার উপর কাল দুইট ফোটা হইবে। সর্পটি ঐ ব্যক্তির গলা পেঁচাইয়া ধরিবে এবং তাহার মুখের দুই পার্শ্ব চাপিয়া ধরিয়া বলিবে আমি তোমার মাল দৌলত আমি তোমার ধন ভান্ডার। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"আল্লাহ পাক যাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ (ধনদৌলত) দান করিয়াছেন ইহা সম্বন্ধে তাহাদের কৃপণতা করাকে তোমরা কখনও তাহাদের জন্য কল্যাণকর বলিয়া ধারণা করিও না বরং এইরূপ করা তাহাদের জন্য বড়ই অমঙ্গল জনক। তাহারা যাহা সম্বন্ধে কৃপণতা করিয়াছে অতি সত্বর কিয়ামতের দিনে ইহা তাহাদের গলার বেড়ীতে পরিণত হইবে।" (সূরা আল ইমরান/ আয়াত ১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জাহান্নামের দংশনকারী সর্প সমূহ উটের ন্যায় শির বিশিষ্ট হইবে। কাহাকেও একবার দংশন করিলে ইহার একবার দংশনের বিষব্যাথা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভূত হইবে। ইহার বিচ্ছু, বোঝা বহনকারী খচ্চরের ন্যায় হইবে। দুনিয়াতে যাহারা কৃপণ, অসচ্চরিত্র এবং অন্যকে কষ্ট প্রদানকারী, এইসব সর্প-বিচ্ছু তাহাদের জন্য নিয়োজিত। কিন্তু যাহারা এইসব কার্য হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারা এই সব সর্প-বিচ্ছু হইতেও বাঁচিয়া থাকিবে। অতঃপর জাহান্নামীদের দেহাকৃতির প্রতি মনোনিবেশ কর। আল্লাহ পাক তাহাদের দেহ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উভয় দিক দিয়া বাড়াইয়া দিবেন। যাহাতে দেহ বড় হওয়ার কারণে আযাবও বেশী অনুভব হয় এবং সর্প বিচ্ছু অধিক দংশন করিবার স্থান পায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

জাহান্নামের মধ্যে কাফেরদের দাঁত উহুদ পাহাড় পরিমান বড় হইবে। তাহাদের দেহের চামড়া তিন দিন পথ চলিয়া যত দূরত্ব অতিক্রম করা যায় ততটুকু পুরু হইবে। এক হাদীছে আছে যে, কাফেরের নীচের ঠোঁটটি তাহার বুক পর্যন্ত আসিয়া পড়িবে। আর উপরের ঠোঁটটিও নীচে ঝুলিয়া পড়িবে ফলে তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এক হাদীছে আছে যে, কিয়ামতের দিনে কাফেরের জিহ্বা জাহান্নামের কয়েদ খানায় গড়াগড়ি খাইবে। আর মানুষ তাহা পায়ের নীচে রাখিয়া পিষ্ট করিবে। দেহ এত প্রকান্ড হওয়ার পর অগ্নি বার বার ইহা স্পর্শ করিবে। ফলে গোশত পুড়িতে থাকিবে আর নতুন নতুন গোশত ও চামড়া দেহের সাথে যুক্ত হইতে থাকিবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا - (সূরা নিসা/ আঃ ৫৪-৫৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন- প্রতিদিন জাহান্নামের অগ্নি জাহান্নামীকে সত্তর হাজার বার পুড়াইবে। যখন একবার পুড়াইবে তখন দেহকে বলা হইবে যে পূর্বের নায় হইয়া যাও। দেহ তৎক্ষণাৎ পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইবে। এই ভাবে চলিতে থাকিবে।

অতঃপর জাহান্নামী ক্রন্দনের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখ। তাহাদের কান্নাকাটি চিৎকার এবং নিজেদের ধ্বংসের জন্য বার বার আকাঙ্খার কথা ভাবিয়া দেখ। তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপের সাথে সাথে এইসব কিছু শুরু হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ দিন জাহান্নামকে টানিয়া টানিয়া লইয়া আসা হইবে। তখন ইহা সত্তর হাজার শিকল দ্বারা বাঁধা থাকিবে। আর প্রত্যেক শিকলে সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়োজিত থাকিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- জাহান্নামীরা এতোধিক ক্রন্দন করিবে যে শেষ পর্যন্ত তাহাদের চোখে অশ্রু থাকিবে না। তাই রক্তের অশ্রু বর্ষণ করিবে। এমনকি মুখমন্ডলে ইহার ছাপ পরিলক্ষিত হইবে। তাহাদের কাঁদার কারণে এতোধিক অশ্রু প্রবাহিত হইবে যে যদি এই প্রবাহিত অশ্রুতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে নৌকাও ভাসিয়া চলিবে। তবে তাহাদের এই ক্রন্দন, পরিতাপ, তাহারা প্রভৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার অনুমতি থাকিবে। আর এই গুলির ফলে তাহারা কিছু আরাম ও ভোগ করিবে। কিন্তু পরে একবার এই সব করিতে নিষেধও করিয়া দেওয়া হইবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বরেন যে, জাহান্নামীদের পাঁচ বার দু'আ করিবার সুযোগ হইবে। চার বার আল্লাহ পাক তাহাদের দু'আর জবাব দিবেন। পঞ্চম বারের মাথায় তাহাদের আর কোন কিছু বলার সুযোগ হইবে না।

প্রথম তাহারা বলিবে–

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

فَهَلْ اِلَى خُرُوْجٍ مِنْ سَبِيْلٍ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে দুইবার মৃত অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং দুইবার আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন! নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। এখন এখান থেকে বাহির হওয়ার কোন পথ আছে কি? (সূরা মুমিন/ আঃ ১১)

তাহাদের জবাবে আল্লাহ পাক বলিবেন—

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوْا

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيْرِ ـ

"হে মানুষ! ইহার কারণ এই যে, যখন শুধু মাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের নাম লওয়া হইত, তখন তোমরা তাওহীদ অস্বীকার করিতে। আর যদি তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করা হইত। তাহা হইরে তোমরা ইহা মনিয়া লইতে অতএব এখন ফয়সালা আল্লাহ পাকের হাতে। তিনি বড় শান ওয়ালা বড় মর্যাদাবান।"
(সূরা মুমিন/ আয়াত ১২)

দ্বিতীয় বার তাহারা বলিবে—

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ـ

" হে আমাদের প্রভু! আমরা দেখিয়াছি এবং স্বীয় কর্ণে শুনিয়াছি। সুতরাং এখন আমাদিগকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠাইয়া দিন। আমরা সেখানে গিয়া নেক আমল করিব।" (সূরা সাজদাহ, আয়াত-১২)

তখন আল্লাহ পাক জবাব দিবেন—

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ـ

"তবে কি তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়) কসম করিয়া বলিতে ছিলেনা যে তোমাদের ধ্বংস আসিবে না?" (সূরা ইব্রাহীম)

তাহারা তৃতীয় বার বলিবে—

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ـ

"হে আমাদের পরোয়ারদিগার! এখন আমাদিগকে এখান থেকে বাহির করুন। আমরা পূর্বে যাহা করিয়াছি উহার বিপরীত নেক আমল করিব।" (সূরা ফাতির/ আয়াত ৩৭).

আল্লাহ পাক জবাব দিবেন—

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ

فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ

"আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু বয়স প্রদান করি নাই, যে সময় যাহারা উপদেশ গ্রহণ করার তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে? অতঃপর তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নবী) আগমন করেন নাই? সুতরাং যখন কথা মান নাই তাহা হইলে এখন স্বাদ গ্রহণ কর। এখানে জালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা ফাতির/ আয়াত-৩৭)

তাহারা আবার আবেদন করিবে–

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ـ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ ـ

"হে আমাদের প্রভু! দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। নিঃসন্দেহে আমরা পথভ্রষ্ট জাতি ছিলাম। হে আমাদের প্রভু। এখন আমাদের আবেদন হইল এই যে এখন আমাদিগকে এই অগ্নি থেকে বাহির করিয়া দিন। যদি আমরা পুনরায় অনুরূপ কাজই করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী।" (সূরা মুমিনুন/ আয়াত ১০৬-১০৭)

আল্লাহ পাক জবাবে বলিবেন– اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ـ

"দুর হইয়া যাও। অপমান ও অপদস্থ হইয়া অগ্নিতে পড়িয়া থাক। আমার সাথে কথা বলিবে না।" (সূরা মুমিনূন/ আয়াত ১০৮)

ইহার পর তাহারা আর কোন কথা বলিতে পারিবে না। বলিতে না দেওয়া আবেদন করিবার সুযোগ না দেওয়াই তো এক কঠিন আযাব।

প্রচলিত প্রবাদঃ "আরও কাঁদিবার সুযোগ প্রদান না করাইতো শক্ত মার।"

মালেক বিন আমাল (রহঃ) বলেন যে হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ)

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيْصٍ

এই আয়াতের অনুবাদঃ আমরা উদ্বিগ্নতা প্রকাশকরি আর ধৈর্য্য ধারণ করি- উভয় দিক আমাদের বেলায় সমান। আমাদের মুক্তি নাই।(সূরা ইব্রাহীম/ আয়াত ২১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন যে, একশত বৎসর উদ্বিগ্ন থাকার এবং একশত বৎসর ধৈর্য্য ধারণ করিবার পর তাহারা এই কথা বলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আল্লাহ পাক মৃত্যুকে সাদা একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করিবেন। অতঃপর ইহা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে যবেহ করিয়া দেওয়া হইবে। জান্নাত বাসীদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, এখন থেকে সর্বদা এখানেই থাকিবে। তোমাদের আর কখনও মৃত্যু আসিবে না।

জাহান্নামীদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হইবে যে এখানেই তোমাদের চিরস্থায়ী বসবাস। কোনদিন তোমাদের মৃত্যু আসিবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এক হাজার বৎসর পর জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর তিনি বলেন যে যদি আমিই সে ব্যক্তি হই, তাহা হইলে কতইনা ভাল হইবে।

একদা কোন এক ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল- আপনি কাদিতেছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে আমার ভয় হইতেছে যে না জানি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াই দেন এবং এই ব্যাপারে কোন পরওয়াই করেন না। এই ভয়ে কাঁদিতেছি।

জাহান্নামীদের আযাব বিভিন্ন প্রকারের হইবে

জাহান্নামীদের আযাবের সাথে সাথে তাহাদের বড় পরিতাপের বিষয় হইল, জান্নাত ও জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ না পাওয়ার পরিতাপ এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন না করিতে পারার পরিতাপ। তাহারা সেখানে জানিতে পারিবে যে জান্নাতের এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এই সকল নেয়ামত শুধু দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে হাত ছাড়া হইয়াছে। অধিকন্তু দুনিয়ার এই কয়েকটা দিনও আবার দুঃখ কষ্ট বিবর্জিত ছিল না। একবারে নির্ভেজাল সুখ অবশ্যই ছিল না। বরং ভেজাল মিশ্রিত সুখের এই দিনগুলির কারণে আজ এই অবস্থা। এই জন্য তাহারা পরিতাপ করিতে থাকিবে যে হায়! আমরা স্বীয় পরোয়ারদিগারের নাফরমানী করিয়া কিভাবে নিজের জীবনকে ধ্বংস করিয়াছি। সামান্য কয়েকটা দিন কেন ধৈর্যধারণ করিবার কষ্টটুকু বরণ করিলাম না। যদি আমরা ধৈর্য্য ধারনের কষ্টটুকু বরণ করিতাম তবুও তো আমাদের দিনগুলি অতিক্রান্ত হইত আর এখন আমরা আরাম আয়েশে আল্লাহ পাকের ছায়ায় থাকিতাম।" সুতরাং এখন যখন আখেরাতে সুখভোগ তাহাদের হাতছাড়া হইয়াছে এবং মনের চাহিদার পরিপন্থি অপছন্দনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। অধিকন্তু দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। তাই তাহাদের পরিতাপের কি কোন সীমা থাকিতে পারে? যদি তাহারা জান্নাতের সুখ স্বাচ্ছন্দ নিজ চোখে না দেখিত তাহা হইলে হয়তো অতোধিক পরিতাপ হইত না। জান্নাতের বসন্ত তাহাদের সামনে উপস্থাপিত করা হইবে। তাহাদিগকে দেখানো হইবে। যাহাতে তাহাদের পরিতাপ আরও বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিনে কতকলোক সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে তাহাদিগকে জান্নাতের দিকে লইয়া যাও। তাহাদিগকে জান্নাতের কাছে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহারা জান্নাতের

সুগন্ধ গ্রহণ করিবে। ইহার ভিতরের ঘরবাড়ি দেখিবে। আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের জন্য যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিবে। এমতাবস্থায় এক আওয়াজ ভাসিয়া আসিবে যে তাহাদিগকে এখান থেকে সরাইয়া ফেল। জান্নাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়ার সময় তাহারা এমন পরিতাপের সাথে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে যাহা তাহাদের ছাড়া অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবে না।

তখন তাহারা আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করিবে যে ইয়া এলাহি! যদি আপনি আমাদিগকে ইহার পূর্বেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করিতেন। আপনার প্রিয় বান্দাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য যে সকল আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করিয়াছেন, যদি এইসব কিছু আমাদিগকে না দেখাইতেন তাহা হইলে জাহান্নামে প্রবেশ করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হইত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিবেন- আমি ইচ্ছা করিয়াই এইসব কিছু করিয়াছি। কেননা তোমরা দুনিয়াতে থাকিতে যখন মানুষ হইতে পৃথক থাকিতে, তখন আমার সামনে অনেক নাফরমানী করিতে। পক্ষান্তরে যখন মানুষের সাথে একত্রিত হইতে তখন তাহাদের সামনে নরম ও কোমলভাবে কথা বলিতে। তাহাদর সাথে ভাল আচরণ করিতে। তাহাদিগকে দেখাইবার জন্য এবং তাহাদের মনোতুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখিয়া কথা বলিতে কিন্তু আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বলিতে না। তোমরা মানুষকে ভয় পাইতে কিন্তু আমাকে ভয় পাও নাই। তাহাদিগকে সম্মান করিতে কিন্তু আমাকে করিতে না। তাহাদের ভালবাসা পাওয়ার জন্য কোন জিনিস ছাড়িয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করিতে না কিন্তু আমার জন্য ছাড়িতে না। তাই আমি তোমাদিগকে মর্মন্তদ আযাবের স্বাদ উপভোগ করাইব। চিরস্থায়ী সওয়াব হইতে বঞ্চিত রাখিব। আহমদ ইবনে হরব বলেন যে, আমাদের কোন কোন কাজ বিস্ময়কর। যেমন আমরা রৌদ্র ছাড়িয়া ছায়া অবলম্বন করি। রৌদ্রের উপর ছায়াকে প্রাধান্য দিয়া থাকি। কিন্তু জান্নাতকে জাহান্নামের উপর প্রাধান্য দেই নাই। হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন- অনেক সুঠামদেহ, চিত্তাকর্ষক আকৃতি, প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা প্রদানকারীর মুখ জাহান্নামের তলদেশে পড়িয়া ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। হযরত দাউদ (আঃ) বলিতেন, আয় আল্লাহ! আমি তো আপনার সূর্যের তাপই সহ্য করিতে পারি না। তাহা হইলে জাহান্নামের তাপ কি করিয়া সহ্য করিব? আপনার রহমতের ঘোষনার পরেও আপনার দয়া লাভের জন্য ধৈর্যধারন করিতে পারিনা। আপনার আযাবে কিভাবে ধৈর্যধারণ করিব?

অতএব, হে মিসকীন নফস! আল্লাহ পাক জাহান্নামে যেসব বিপদাপদ রাখিয়াছেন সেগুলির দিকে লক্ষ্য কর। অধিকন্তু তিনি জাহান্নামের বাসিন্দাও সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

"আপনি তাহাদিগকে পরিতাপের দিন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হইবে অথচ তাহারা আজ অতসর্ক। তাহারা তো বিশ্বাস করে না।" (সূরা মারইয়াম/ আয়াত ৩৯)

অত্র আয়াতে কিয়ামতের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপকারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সেদিন হইবে না। সিদ্ধান্ত তো পূর্বেই হইয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের দিনে সিদ্ধান্তের প্রকাশ হইবে মাত্র। হে আত্মা! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। কেন না তুমি তো হাসি তামাশা, এবং দুনিয়ার ঘৃণিত জিনিসের মোহে লিপ্ত রহিয়াছ। অথচ তুমি জান না যে তোমার সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এখন যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার অবতরন কোথায় হইবে? জান্নাতে না জাহান্নামে? তোমার ঠিকানা কোথায় হইবে? তোমার শেষ পরিণতি কি? তোমার সম্বন্ধে তকদীরে কি সিদ্ধান্ত আছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর তো ইহাই যে ইহার একটি পরিচিতি আছে। একটি নিদর্শন আছে। যাহা দ্বারা ইহার সঠিক অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। তাহা এই যে, তুমি স্বীয় হালত এবং আমলের প্রতি দৃষ্টি প্রদান কর। কেননা কোন ব্যক্তিকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাহাকে তদানুযায়ী আমল করার সুযোগও প্রদান করা হয়। সুতরাং যদি তোমার অবস্থা এমন হয় যে তুমি সৎ পথের আমল করার সুযোগ পাও এবং এই পথের আমল তোমার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে তুমি আনন্দিত হও যে তোমাকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে,তুমি তো নেক কাজ করিবার ইচ্ছা কর কিন্তু তোমার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় আর যদি খারাপ কাজের ইচ্ছা কর তখন সাথে সাথে ইহা করা তোমার জন্য সহজ হইয়া যায়। তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমার সিদ্ধান্ত অন্য দিকে হইয়াছে। কোন এলাকায় বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ইঙ্গিত করে যে- ঐ এলাকার খেত খামারে চারা জন্মাইবে। দূরে ধোয়া দেখা গিয়াছে ইহা ইঙ্গিত করে যে, সেখানে অগ্নি আছে। নেক কাজের তাওফিক পাওয়া, আর না পাওয়াও জাহান্নাম হইতে দূরে থাকা আর না থাকার প্রতি অনুরূপ ইঙ্গিত বহন করিয়া থাকে।

আল্লাহ পাক বলেন— اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ -

"নিশ্চয়ই নেককার লোকেরা জান্নাতে থাকিবে, আর বদকার লোকেরা জাহান্নামে থাকিবে।" তুমি নিজকে এই আয়াতের উভয়াংশের সামনে উপস্থাপিত কর। উল্লেখিত স্থানদ্বয়ের মধ্যে তোমার স্থান কোনটি, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

বেহেশতের অবস্থা এবং ইহার বিভিন্ন নেয়ামত

এই পর্যন্ত যে ঘরের বিব্রতকর অবস্থা এবং বিপদাপদের কথা আলোচনা হইল। ইহার পাশাপাশি বিপরীতধর্মী আরও একটি ঘর রহিয়াছে। ইহার সুখ স্বাচ্ছন্দ এবং আরাম আয়েশ সম্বন্ধেও আলোচনা হওয়া উচিত। কেননা কোন ব্যক্তি এই ঘরদ্বয়ের, কোন একটি হইতে যখন ছিটকাইয়া পড়িবে, তখন অবশ্যই দ্বিতীয়টিতে অবস্থান করিতে হইবে। সুতরাং হে আত্মা! জাহান্নামের বিপদাপদ ও ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া তোমার অন্তরে ইহার ভয় সৃষ্টি করা এবং জান্নাতবাসীদের জন্য যে শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দের ওয়াদা করা হইয়াছে উহা সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করিয়া ইহার কামনা অন্তরে সৃষ্টিকরা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। নিজকে ভয়ের বেত্র দ্বারা আঘাত কর এবং আঁকা-বাকা রাস্তা হইতে টানিয়া সরল পথে আনয়ন কর। ফলে তুমি বহু বড় রাজত্বের অধিকারী হইবে। মর্মন্তদ আযাব হইতে নিরাপদ হইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাতবাসীদের অবস্থা সম্পর্কেও চিন্তা কর। তাহাদের মুখমন্ডলে থাকিবে সুখস্বাচ্ছন্দ ও সতেজতার ছাপ। সীল করা বোতলের পানীয় তাহাদিগকে পান করানো হইবে। শুভ্র মণি-মুক্তার প্রস্তুত তাবুর অভ্যন্তরে সবুজ বর্ণের ইয়াকুত পাথরের তৈরী মিম্বরে তাহারা উপবিষ্ট থাকিবে। সবুজ ছাপার বিছানা তাহাদের তাবুতে বিছাইয়া রাখা হইবে। তাহারা সিংহাসনে হেলান দিয়া বসা থাকিবে। শরাব এবং মধুর প্রবাহিত প্রস্রবনের তীরে তাহাদের তাবু গুলি খাটানো হইবে। তাবুর ভিতরে তাহাদের সেবা সুশ্রুষার জন্য হুরগণ এবং ছোট ছোট বালকদিগকে নিয়োজিত করা হইবে। অনিন্দ সুন্দরী ডাগর চোখা উত্তম চরিত্রের ও সর্বাধিক সৌন্দর্যের অধিকারিনী যুবতী অতুলনীয় সাজে সজ্জিত হইয়া সামনে উপস্থিত থাকিবে। জান্নাতের হুরদিগকে দেখিতে মনে হইবে যেন ইয়াকুত পাথর এবং মণি-মুক্তা দ্বারা তাহাদিগকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেখিলে মনে হইবে যেন ইতিপূর্বে তাহাদিগকে অন্য কেহ দেখে নাই। তাহাদের দেহে শুভ্র রেশমী চাদর জড়ানো থাকিবে। দেখিয়া চোখ পর্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িবে। মণি-মুক্তা খচিত মুকুট তাহাদের শিরের উপর শোভা পাইবে। আঁখি কোনে লাল বর্ণের রেখা, প্রেমের আলোকচ্ছটা নিঃসরণকারী নয়ন বিশিষ্ট, লাল ইয়াকুতের প্রাসাদের ভিতর পর্দার অন্তরালে, লজ্জা-শরমে নীচের দিকে দৃষ্টিপাতকারিণী এই সকল হুর তাহাদের প্রাসাদ জান্নাতের বাগিচার মধ্যখানে অবস্থিত। সেখানে নারী-পুরুষ সুসজ্জিত খাটে সামনা সামনি বসিয়া আলাপ আলোচনায় রত থাকিবে।

শুভ্র নির্ভেজাল শরাব পান করানো হইবে, যাহাতে অভাবনীয় এক প্রকার স্বাদ অনুভুত হইবে। মুক্তার দানার ন্যায় উজ্জ্বল ও চকচকে বালকরা শরাব ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের পেয়ালাগুলি হাতে লইয়া তাহাদের সামনে পরিবেশন করিবে। এইসব কিছু তাহাদের দুনিয়াতে উপার্জনের বিনিময়। প্রবাহিত প্রস্রবনের তীরে যে সকল বাগান শোভা পাইতে থাকিবে- এই সকল বাগানের মধ্যে তাহাদের সুখের এইসব ঘরগুলি অবস্থিত হইবে। প্রতাপশালী সম্রাটের ন্যায় তাহারা তথায় অবস্থান করিবে। তাহাদের এই উপভোগের প্রভাব তাহাদের চেহারার মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবে। কোন প্রকার মলিনতা বা অসন্তুষ্টি তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। বরং সম্মানিত সুখী ও প্রফুল্ল অতিথির ন্যায় দেখা যাইবে। পরোয়ারদিগারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন রং ও স্বাদের অগনিত তোহ্‌ফা তাহাদের খেদমতে উপস্থাপিত করা হইবে। সারকথা তাহাদের মনোবাসনা, আকাঙ্খা ও কামনা পূর্ণ করিবার সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সেখানে কোন প্রকার দুখঃদৈন্য, ভয়ভীতি এবং আফসোস থাকিবে না। মৃত্যুর সম্ভাবনা মুক্ত হইয়া আরাম ও সুখের সাথে জীবন যাপন করিতে থাকিবে। তাহাদিগকে আহার্য্যবস্তু হিসাবে যাহা প্রদানকরা হইবে, তাহা ভক্ষন করিয়া দুধ, শরাব ও মধুর প্রবাহিত প্রস্রবন হইতে পান করিবে। প্রস্রবনের তলদেশ রৌপ্যের বাঁধানো হইবে। ইহাতে মনিমুক্তা কংকর হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। ইহার মাটি হইবে মেশক, আযফার এবং সবুজ রংয়ের জাফরানের। এই সব প্রস্রবনে মিষ্টি পানির বারি বর্ষিত হইবে। বৃষ্টির পানি কর্পুরের টিলার উপরও বর্ষিত হইবে। পানি পানের পেয়ালাগুলি মনিমুক্তা দ্বারা খচিত হইবে। তাহাদিগকে যে পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে তাহা বিশেষ পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখে কর্ক আটিয়া সীল করিয়া দেওয়া হইবে। সালসাবিল নামক প্রস্রবন হইতেও পানীয় দ্রব্যের মিশ্রন তাহাদের পানীয় দ্রব্যের সাথে যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। পাত্রগুলি এত স্বচ্ছ পদার্থের তৈয়ারী হইবে যে স্বচ্ছতার কারণে ইহাদের মধ্যে রক্ষিত পানীয় দ্রব্যের লালভ ঔজ্জ্বলতা এবং সুক্ষ্মতা পরিস্কার ভাবে দেখাইবে। দেখিয়াই মনে হইবে যে এইগুলি কোন মানুষের প্রস্তুত নহে। কেননা ইহাদের প্রস্তুতিতে কোন প্রকার ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা যাইবে না। যে সকল সেবক এইগুলি পরিবেশন করিবে তাহাদের চেহারার জ্যোতি সূর্যের আলোর জ্যোতির ন্যায় হইবে। তবে তাহাদের আকৃতির কোমলতা, কেশগুচ্ছের চিত্ত মনোহর সৌন্দর্য্য এবং নয়ন যুগলের লাবন্যময় আকর্ষন এইদিক থেকে তো সূর্য্যও তাহাদের কাছে পরাজিত। অধিকন্তু ইহা এমন এক ঘর যাহার বসবাসকারীর মৃত্যু নাই। কোন প্রকার আপদবিপদ, অসুস্থতার কল্পনা এখানে নাই। ইহার বাসিন্দাদের কোন রকম আবর্তন বিবর্তন, পরিলক্ষিত হইবে না। এমন ঘরের প্রতি যাহাদের ঈমান ও বিশ্বাস রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এই জন্যই আশ্চর্য্য হইতে হয় যে

তাহারা কিভাবে এই নশ্বর অস্থায়ী ঘরের প্রতি অন্তর লাগাইয়া রাখিয়াছে। ইহাতে জীবনযাপন করা কিভাবে আনন্দদায়ক ও আরামপ্রদ হইতে পারে? অথচ আল্লাহ পাক নিজেই ইহার অস্থায়ীত্বতা সম্পর্কে ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন। মনে কর, যদি জান্নাতে স্বাস্থ্য সুস্থ থাকা এবং মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি হইতে নিরাপদ থাকা ব্যতীত অন্য কোন কিছু নাও পাওয়া যাইত, তবুও এই নশ্বর, অস্থায়ী, দুঃখ ক্লেশের আবাসভূমি দুনিয়া কোন অবস্থায়ই জান্নাতের উপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য নহে। জান্নাতবাসীরা তো বাদশাহ। সর্ব প্রকার অনিষ্টকর বিষয় হইতে নিরাপদ, সর্ব প্রকার আনন্দ উপভোগে আহলাদিত, মনের সর্ব প্রকার চাহিদার উপভোক্তা, প্রতিদিন ঘরের বাহিরে আসিয়া আল্লাহর দর্শন লাভকারী। আর জান্নাতে যত স্বাদ উপভোগ করিবে তন্মধ্যে আল্লাহ পাকের দর্শনের স্বাদ অতুলনীয় এবং সর্বাধিক আনন্দদায়ক বরং আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের মোকাবিলায় অন্যান্য সমস্ত স্বাদ ও উপভোগ অর্থহীন। অধিকন্তু জান্নাতের নিয়ামত সমূহ, হাতছাড়া হওয়ার শংকা মুক্ত। এতকিছুর পরও দুনিয়াতে মন লাগানো, ইহার প্রতি আসক্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু নয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক ঘোষক ঘোষণা করিবে যে হে জান্নাতবাসী। তোমরা এমন এক সুস্থতার অধিকারী হইয়াছ, যাহা কখনও নষ্ট হইয়া অসুস্থতা আসিবে না। তোমরা এমন এক জীবন লাভ করিয়াছ যে তোমাদের আর কখনও মৃত্যু আসিবে না। তোমাদের মধ্যে এমন এক যৌবন বিরাজ করিতেছে, যাহা কখনও বার্ধক্যে রূপান্তরিত হইবে না। তোমরা এমন বিত্তশালী হইয়াছ যে আর কখনও মুখাপেক্ষী হইবে না। আল্লাহ পাক বলেন–

وَنُوْدُوْٓا اِنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

"তাহাদিগকে আহবান করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহাই জান্নাত। তোমরা স্বীয় কর্মের বিনিময়ে ইহার মালিক হইয়াছ।" (সূরা আ-রাফ/ আয়াত ৪৩)

জান্নাত সম্পর্কে অধিক জানার আগ্রহ হইলে কুরআন পাক পাঠ কর। দেখিবে কত বিস্তারিতভাবে সেখানে জান্নাতের আলোচনা করা হইয়াছে। وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ থেকে শুরু করিয়া সুরায়ে আর-রাহমানের শেষ পর্যন্ত এবং সূরায়ে ওয়াকেয়া প্রভৃতি জান্নাতের বর্ণনায় ভরপুর। হাদীছে পাক থেকে যদি জান্নাতের বর্ণনা জানিতে চাও। তাহা হইলে কয়েকটি দিক থেকে জান্নাতের আলোচনা করা যায়। **(এক)** উপরে উল্লেখিত আয়াতে বলা হইয়াছে যে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া জবাবদিহি করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থানকে ভয় করে তাহাকে দুইটি জান্নাত প্রদান করা হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত দ্বয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, জান্নাত রৌপ্যের হইবে। ইহার মধ্যে পানাহারের পাত্রসমূহ এবং অন্যান্য জিনিস ও রৌপ্যের হইবে। অনুরূপভাবে আরও দুইটি জান্নাত, যাহার মধ্যে পানাহারের পাত্র এবং অন্যান্য জিনিসও স্বর্ণের প্রস্তুত হইবে। ইহাতে প্রবেশকারীদের এবং তাহাদের পরোয়ারদিগারের মধ্যে আল্লাহ পাকের বড়ত্বের পর্দা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিবে না।

বেহেশতের দ্বার সমূহ

(দুই) মৌলিক নাফরমানী অনুসারে জাহান্নামের দরজা রহিয়াছে। অনুরূপভাবে মৌলিক ইবাদত অনুসারে জান্নাতের দরজা হইবে। অর্থাৎ মৌলিক ইবাদত যতগুলি জান্নাতের দরজাও ততগুলি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুইটি জিনিস ব্যয় করে তাহাকে জান্নাতের দ্বার সমূহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহবান করা হইবে। জান্নাতের দ্বার আটটি। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নামাযী হয় তাহা হইলে তাহাকে "বাবুসসলাত" বা "নামাযের দরজা" দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি রোযাদার হইবে তাহাকে "বাবুর রাইয়ান" বা তৃপ্তির দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি দানশীল হয় তাহাকে 'বাবুস সদকা' অর্থাৎ দানের দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। আর মুজাহিদ দিগকে 'বাবুজজিহাদ' অর্থাৎ জিহাদের দরজা দিয়া প্রবশে করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ এমন কোন মানুষও কি আছে যাহাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ। এমন লোকও আছে যাহাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার আহ্বান জানানো হইবে। আমার আশা যে তুমি তাহাদের একজন।

হযরত আসেম ইবনে দমরা (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হযরত আলী (রাঃ) জাহান্নামের আলোচনা করিয়াছেন। দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাগুলি স্মরণ নাই। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন—

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۔

"যাহারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে চালিত করা হইবে।" (সূরা যুমার/ আয়াত ৭৩)

এই সকল জান্নাতীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এখন তাহারা জান্নাতের কোন এক দরজার কাছে পৌঁছিবে। তখন দরজার কছে একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। আরও দেখিবে যে বৃক্ষের মুলের নিকট দিয়া দুইটি প্রস্রবন প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা আদেশপ্রাপ্ত হইয়া একটি প্রস্রবনের কাছে গিয়া ইহার প্রবাহিত পানি পান করিবে। পানি পান করিবার সাথে সাথে তাহাদের কষ্ট ক্লান্তি অথবা অন্য যে কোন অসুবিধা দূরীভূত হইয়া যাইবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্রবনের কাছে যাইবে। ইহার পানিতে গোসল করিবে। তখন তাহাদের দেহ হইতে আরাম ও প্রশান্তির আলো বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে। অতঃপর তাহাদের দেহ চিরদিনের জন্য সুবিন্যস্ত, লাবন্যময় হইয়া যাইবে। তাহাদের কেশগুচ্ছে কোন এলোমেলোভাব দেখা যাইবে না। দেহে কখনও ময়লা পরিলক্ষিত হইবে না। তাহাদিগকে দেখিলে সর্বদাই এমন মনে হইবে যেন তাহাদের দেহ তৈলে সিক্ত রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিবে। জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা তাহাদিগকে বলিবে—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ .

"তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। তোমরা পবিত্র। সুতরাং চিরদিনের জন্য ইহাতে প্রবেশ কর।" (সূরা যুমার/ আয়াত ৭৩)

অতঃপর স্বল্প বয়স্ক বালকেরা তাহাদিগকে অভিবাদন জানাইয়া বরন করিবার জন্য আগমন করিবে। তাহারা আগন্তকদের উভয় পার্শ্বে এইভাবে অবস্থান লইয়া চলিতে থাকিবে যেমন দুনিয়াতে কোন আপনজন বহুদিন বিদেশ অবস্থানের পর বাড়ী আসিলে আত্মীয় স্বজনরা তাহার উভয়পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইয়া বাড়ী লইয়া আসে। পথ চলিতে চলিতে বালকরা বলিতে থাকিবে যে আল্লাহ পাক আপনাদের জন্য যেসব সম্মানজনক উপহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন সেগুলি লাভের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। বালকদের মধ্য হইতেও এক বালক আগে বাড়িয়া যাইবে এবং যে জান্নাতের জন্য যে হুর নির্ধারন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তির হুরকে বলিবে, অমুক ব্যক্তি আসিয়াছে। দুনিয়াতে এই জান্নাতীর যে নাম ছিল হুরের সামনে ঐ নামটিই উল্লেখ করিবে। হুর বলিবে, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি? বালক বলিবে, হ্যাঁ, দেখিয়াছি। সে আমার পিছনেই আসিতেছে। হুর ইহা শুনিয়া আনন্দে উল্লাসে ফাটিয়া পড়িবে। ঘরের দরজার সামনে বারান্দায় আসিয়া দাড়াইবে। এই জান্নাতী স্বীয় ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবে যে পাথরের স্থলে তাহার ঘর মনিমুক্তা দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানে একটি সুউচ্চ অট্টালিকা মাথা উচুঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি রংয়ের মনিমুক্তা দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। শির উপরের দিকে উত্তোলন করিবার পর দেখিতে পাইবে যে

ইহার ছাদ বিজলীর ন্যায় ঝলমল করিতেছে। আল্লাহ্ পাক যদি তাহার দৃষ্টি শক্তিতে শক্তিদান না করিতেন তাহা হইলে হয়ত ইহার উজ্জ্বলতায় তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইত। অতঃপর সে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিবে যে তাহার পার্শ্বে তাহার সহধর্মিনীরা পেয়ালা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার জন্য বিছানা বিছাইয়া রাখা হইয়াছে। হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে হেলান দিয়া বসিয়া বলিবে যে আল্লাহ্ পাকের শোকরিয়া। তিনি আমাকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন তাহা হইলে এখান পর্যন্ত পৌঁছা আমার জন্য কোন অবস্থায়ই সম্ভব ছিল না। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে তোমরা এখানে চিরকাল জীবিত থাকিবে। কখনও তোমাদের মৃত্যু আসিবে না। এখানেই সর্বদা থাকিবে। এখান থেকে সরিতে হইবে না। সর্বদা এইরূপ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকিবে। কখনও অসুস্থতা আসিবে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিনে আমিই প্রথম জান্নাতের দরজার কাছে আসিব এবং ইহাকে খুলাইব। জান্নাতের প্রহরী জিজ্ঞাসা করিবে আপনি কে? আমি বলিব যে আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! সে বলিবে, আপনার পূর্বে অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে দরজা না খোলার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

জান্নাতের সু-উচ্চ মহলসমূহের আলোচনা

(তিন) পরকালে মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হইবে এবং বড় বড় পার্থক্য হইবে। যেমনভাবে দুনিয়াতে মানুষের জাহেরী ইবাদত ও বাতেনী ইবাদতে পার্থক্য হইয়া থাকে, এমনিভাবে তাহারা ইবাদতের বিনিময়ে সওয়াব লাভ করিবে ইহাতেও পার্থক্য হইবে। সুতরাং কেহ যদি পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে ইহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যেন অন্য কেহ তাহার অপেক্ষা অধিক ইবাদত না করিতে পারে। কেননা ইবাদতে আগে বাড়িবার জন্য এবং এই ক্ষেত্রে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আল্লাহ্ পাক নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন– سَابِقُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের মার্জ্জনার দিকে আগাইয়া চল।"

অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে–

وَفِىْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

"এবং ইহাতে আগ্রহীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।"

যদি কোন ব্যক্তির সমকক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি বা তাহার কোন প্রতিবেশী টাকা পয়সা বা ঘর নির্মাণের দিক দিয়া তাহার থেকে আগে বাড়িয়া যায়। তাহা হইলে

ইহা তাহার জন্য বড় কষ্টদায়ক হয়। হিংসা ও ঈর্ষার কারণে সে জ্বলিতে থাকে। তাহারই এই সমকক্ষ বা প্রতিবেশী যদি জান্নাতের ক্ষেত্রে তাহার আগে বাড়িয়া চলে তাহা হইলে তাহার কোন দুঃখ হয় না। হিংসা বা ঈর্ষার অগ্নিতে পুড়ে না। অথচ জান্নাতের একটি সাধারণ বস্তু সমগ্র দুনিয়া অপেক্ষাও অনেক মূল্যবান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন জান্নাতবাসীরা তাহাদের উপরের কক্ষে অবস্থিত জান্নাতবাসীদিগকে এমন দেখিবে যেমন তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চলন্ত নক্ষত্র রাজিকে দেখিতে পাও। তাহারা তাহাদিগকে এইরূপ দেখার কারণ হইল, জান্নাতীদের উল্লেখিত উভয় স্তরের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে অনেক পার্থক্য হইবে। উপস্থিত সাহাবাগণ আরয করিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই মর্যাদায় তো নবীগণই পৌছিতে পারিবেন। তাহাদের ছাড়া অন্য কেহ হয়ত এই মর্যাদায় পৌছিতে পারিবে না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন, অন্য কেহ পৌছিতে পারিবেন না? যে সত্বার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি যে যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহারা এই মর্যাদায় পৌছিবে।

এক হাদীছে আসিয়াছে যে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি দিগকে অপেক্ষাকৃত নীচমর্যাদা সম্পন্ন লোক এমন দেখিবে যেমন তোমরা আকাশের তারকারাজিকে দেখ।

আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এই সকল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদের কাছে জান্নাতের উচ্চ কক্ষের লোকদের কথা বর্ণনা করিব?আমি বলিলাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইহা আমাদের জন্য অনেক ভাল হইবে। তিনি বলিলেন, জান্নাতে উচ্চ স্থানে হীরার তৈয়ারী কক্ষসমূহ থাকিবে। তাহা এমন আশ্চর্যজনক হইবে যে ইহার ভিতরের দিক বাহির আর বাহিরের দিক ভিতর বলিয়া মনে হইবে। ইহাতে এত বেশী আরাম ও প্রশান্তি হইবে- যাহা কেহ কখনও চোখে দেখে নাই, আবার কেহ কখনও কানে শুনে নাই। এমনকি কেহ অন্তরেও কল্পনা করে নাই। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কাহারা এই সব কক্ষের অধিকারী হইবে? তিনি বলিলেন, ঐ সকল লোক এই সব কক্ষের অধিকারী হইবে যাহারা সালামের প্রথা প্রসার করিবে। অন্যকে আহার করাইবে। সর্বদা রোযা রাখিবে এবং রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রায় থাকে তখন নামায পড়ে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে এই সকল আমল করা কি কাহারও জন্য সম্ভব? কোন ব্যক্তি কি এইসব আমলের শক্তি রাখে?

তিনি বলিলেন যে, আমার উম্মতের লোকেরা এইসব আমলের শক্তি রাখে। এখন আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা শুনাইতেছি। কোন ব্যক্তি যখন তাহার মুসলমান ভ্রাতার সাথে সাক্ষাৎকালে সালাম পেশ করে অথবা সালামের জবাব প্রদান করে তাহা হইলে সে সালাম প্রচার ও প্রসারকারী সাব্যস্ত হয়। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার পরিজন এবং স্বীয় স্বজনকে পেট ভরিয়া আহার করায়। তখন সে অন্যকে আহার করাইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে। অতঃপর প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখে সে সর্বদা রোযা পালনকারি সাব্যস্ত হইল। যে ব্যক্তি ফরজ ও ইশার নামাজ জামাতের সাথে পড়িল, সে সারা রাত্র নামায পাঠকারী সাব্যস্ত হইল।

কোন এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন যে "মাসাকিন" শব্দের দ্বারা মনি মুক্তা নির্মিত বাড়ীকে বুঝানো হইয়াছে। প্রতিটি বাড়ীতে লাল ইয়াকুতের সত্তরটি ঘর থাকিবে। প্রতিটি ঘরে সত্তরটি কামরা এবং সত্তরটি পালঙ্ক থাকিবে। প্রতিটি পালঙ্কে বিভিন্ন রংয়ের সত্তরটি বিছানা বিছানো থাকিবে। প্রত্যেক বিছানাতে একটি একটি হুর থাকিবে। প্রতি কামরাতে সত্তরটি দস্তরখানা বিছানো থাকিবে। প্রতি দস্তর খানায় সত্তর রংয়ের খাদ্য রাখা হইবে। প্রতি কামরায় আবার সত্তরটি খাদেমা নিয়োজিত থাকিবে। ঈমানদার প্রতিদিন তাহাদের সকলের সাথে সহবাস করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

জান্নাতের দেয়াল, ভূমি, গাছপালা এবং নহরসমূহ

(চার) যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহারা জান্নাতের এইসব কিছু দেখিয়া কতইনা খুশী হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে না, তাহারা এইসব কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে কতইনা পরিতাপ করিবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন জান্নাতের দেয়ালের ইটগুলি হইবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের। একটি ইট হইবে স্বর্ণের। আর অপরটি হইবে রৌপ্যের। ইহার মৃত্তিকা হইবে জাফরানের। মসলা হইবে মেশকের। কোন এক ব্যক্তি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জান্নাতের মাটির বিবরণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, শুভ্র ময়দার ন্যায়। নির্ভেজাল মেশক মিশ্রিত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে আল্লাহ পাক তাহাকে শরাব পান করান। তাহা হইলে তাহার উচিত দুনিয়ার শরাব পান না করা। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে আল্লাহ পাক তাহাকে রেশমী কাপড় পরিধান করান,

তাহা হইলে তাহার দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করা বর্জন করা উচিত। জান্নাতের নহরগুলি মেশকের টিলা বা মেশকের পাহাড়ের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত।

এক হাদীছে আছে যে জান্নাতী লোকদের মধ্যে যাহারা কাছে সবচেয়ে কম অলংকার থাকিবে। যদি তাহার অলংকারগুলি দুনিয়ার সমস্ত অলংকারের সাথে তুলনা দেওয়া হয়। তাহা হইলে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত আখেরাতের অলংকারগুলি দুনিয়ার সমস্ত অলংকারের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত হইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ এমনও আছে যাহার ছায়া একজন তেজী অশ্বারোহী একশত বৎসরেও অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি বলেন যে, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহা হইলে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ কর-

- وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ অর্থাৎ (এবং দীর্ঘ ছায়া)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণ বলিতেন যে, গ্রাম্য লোকজন এবং তাহাদের মাসআলা জিজ্ঞাসা আমাদের খুব উপকারে আসিত।একদা একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া বলিল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষের আলোচনা করিয়াছেন। জান্নাতেও এইরূপ কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বৃক্ষটির নাম কি যাহার কথা তুমি বলিতেছ, গ্রাম্য লোকটি বলিল, ইহা কুল বৃক্ষ। ইহার কাঁটা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ পাক কুরআন পাকে বলিয়াছেন, - "তাহারা কুল বাগানে থাকিবে যে কুল বৃক্ষ কাঁটা মুক্ত হইবে। তিনি বলেন যে আল্লাহ পাক কুল বৃক্ষের কাঁটা কাটিয়া দিবেন। প্রতিটি কাঁটার স্থানে একটি একটি ফল লাগাইয়া দিবেন। প্রতিটি ফলে বাহাত্তর প্রকার মজা হইবে। এক প্রকার মজা অপর প্রকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, আমরা চেফাহ নামক স্থানে কাফেলা থামাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে অদূরেই জনৈক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের নীচে শুইয়া আছে। তাহার উপর রৌদ্র আসার প্রায় কাছাকাছি ছিল। আমি আমার দাসকে বলিলাম যে চামড়ার এই বিছানাটি লইয়া সেখানে যাও এবং তাহার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া আস। সে তাহার কাছে গিয়া ছায়ার ব্যবস্থা করিল। তিনি জাগ্রত হইলে জানিতে পারিলাম যে তিনি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। আমি তাঁহার কাছে গিয়া সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, হে জরীর! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নরম হইয়া যাও। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নিজকে ছোট করিয়া প্রকাশ করে আল্লাহ পাক তাহাকে পরকালে উচ্চ

মর্যাদা দান করিবেন। কিয়ামতের ময়দানে কি কি কারণে অন্ধকার মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, তুমি কি তাহা জান? হযরত জরীর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না। তখন তিনি বলিলেন, একে অপরের উপর অত্যাচার করার কারণে এবং একটি অতি ক্ষুদ্র কাঠ ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাকে একটি বস্তু বলিয়া বিবেচনা করে নাই এমন একটি কাঠ লইয়া যাওয়াও অন্ধকারের কারণ। হে জরীর! তুমি যদি জান্নাতে এত ক্ষুদ্র একটি কাঠও অনুসন্ধান কর তাহা সেখানে পাইবে না। হযরত জরীর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তাহা হইলে খেজুর বৃক্ষ থেকেও কি কাঠ হইবে না? তিনি বলিলেন, সে সব বৃক্ষ কাঠের হইবে না বরং ইহারা মনি মুক্তা ও স্বর্ণের হইবে।

জান্নাতীদের পোশাক, বিছানা, পালঙ্ক, আসন এবং তাবু

(পাঁচ) আল্লাহ পাক বলেন–

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ -

"সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মনি-মুক্তার চুরি পরিধান করানো হইবে এবং তাহাদের পোশাক হইবে রেশমী কাপড়ের।" (সূরা হজ্জ/ আয়াত ২৩)

অনুরূপ অন্যান্য আয়াত এবং হাদীছেও ইহার বিবরণ আসিয়াছে। যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বিভিন্ন নেয়ামত প্রদান করা হইবে। সেখানে সে কোন কিছুর অভাব অনুভব করিবে না। তাহার কাপড় চোপড় পুরানো হইবে না। তাহার যৌবনে ভাটা পড়িবে না। জান্নাতে এমন এমন নেয়ামত থকিবে যাহা কখনও চোখে দেখে নাই, যাহা সম্পর্কে কখনও কোন কান শুনে নাই এমনকি কোন মানুষের অন্তরে ইহার কল্পনাও আসে নাই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতের পোশাক সম্বন্ধে আমাদিগকে অবগত করুন। ইহা কি জান্নাতীদের দেহে এমনিতেই সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে। বুনিয়া প্রস্তুত করা হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রশ্ন শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কেহ কেহ তাহার প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা হাসিতেছ কেন? যে ব্যক্তি জানেনা সে যে ব্যক্তি জানে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছে বলিয়া হাসিতেছ? অতঃপর তিনি বলিলেন যে তাহাদের পোশাক জান্নাতের ফল থেকে বাহির করিয়া আনা হইবে? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদের মুখমন্ডল পুর্নিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া থুক ফেলিবে না এবং হাঁচিও দিবেনা। তাহারা পায়খানা প্রস্রাবও করিবে না। তাহাদের ব্যবহৃত পাত্র ও চিরুনী সমূহ স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত

করা হইবে। তাহাদের শরীর থেকে নির্গত ঘর্মের গন্ধ মেশকের গন্ধের ন্যায় হইবে। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য দুইজন দুইজন করিয়া সহধর্মিনী থাকিবে। তাহাদের পায়ের গোছার ভিতরের মগজ এত সুন্দর, স্বচ্ছ ও সুক্ষ্ম হইবে যে বাহির হইতে গোশতের ভিতর দিয়া পরিস্কার দেখা যাইবে। সেখানে কোন প্রকার বাকবিতন্ডা ও মত পার্থক্য থাকিবে না। একের প্রতি অপরের কোন প্রকার হিংসা-দ্বেষ থাকিবে না। বরং সকলে এক অন্তর হইয়া সকাল সন্ধা আল্লাহ পাকের জিকিরে লিপ্ত থাকিবে। এক রেওয়ায়েতে আছে যে প্রত্যেক সহধর্মিনী সত্তর হাজার পোশাক পরিধান করিবে। উপরে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহাদের মাথার মুকুটের একটি সাধারন মুক্তাও এত উজ্জ্বল হইবে যে ইহার একটি মাত্র ঝলক পৃথিবীতে পড়িলে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়া উজ্জ্বল হইয়া যাইত। এক রেওয়ায়েতে আছে যে জান্নাতীদের তাবু যে মুক্তা দ্বারা নির্মান করা হইবে, ইহাদের মধ্যভাগ খোলা থাকিবে। তাবুর উচ্চতা ষাট মাইল হইবে। ইহার প্রত্যেক কোনে মুমিনের স্ত্রী অবস্থান করিবে। কিন্তু এক স্ত্রীকে অপর স্ত্রী দেখিতে পাইবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতীদের তাবুর মুক্তা ভিতরের দিক দিয়া খোলা হইবে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ তিন মাইল এবং স্বর্ণ নির্মিত চার হাজার দরজা থাকিবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন যে, জান্নাতীদের দুইটি বিছানার মধ্যে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত দূরত্বের সমান দূরত্ব থাকিবে।

জান্নাতীদের আহার

(ছয়) কুরআনে করীমে তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের খাদ্য হইবে ফল, পাখী, মান্না, সালওয়া, মধু, দুধ, পানি আরও অগনিত বিভিন্ন খাদ্য। আল্লাহ পাক বলেন–

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۔

"যখন তাহাদিগকে জান্নাতের বাগান হইতে ফল আহার করিতে দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে ইহা তো ঐ ফল, যাহা ইতিপূর্বে আমাদিগকে খাদ্য হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল। তাহাদেরকে যে ফলগুলি প্রদান করা হইবে তাহা দেখিতে একটি অপরটির অনুরূপ।" (সূরা বাক্বারাহ/ আয়াত ২৫)

জান্নাতীরা কি কি জিনিস পান করিবে আল্লাহ পাক কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে উহার বিবরণ দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম হযরত ছওবান (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দাঁড়ানো ছিলাম। তখন এক ইহুদী আলেম আগমন করিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে কতগুলি প্রশ্ন রাখিল। তন্মধ্যে এক প্রশ্ন ইহাও ছিল যে সর্ব প্রথম কে পুলসিরাত অতিক্রম করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গরীব মুহাজিররা। ইহুদী আবার জিজ্ঞাসা করিল যে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর কি কি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন যে, মাছের কলিজা ভূনা কাবাব। সে আবার বলিল, ইহার পর তাহাদের খাদ্য কি হইবে? তিনি জবাব দিরেন জান্নাতের ষাড়। ইহারা জান্নাতের আশে পাশে থাকিয়া ঘাস পানি খাইবে। এইগুলি তাহাদের জন্য যবেহ করা হইবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে জান্নাতীদের পানীয় কি হইবে? তিনি জবাব দিলেন জান্নাতে সালসাবিল নামক একটি ঝর্ণা আছে তাহারা উহার পানি পান করিবে। ইহুদী আলেম বলিল যে, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন যে, একদা এক ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমন করিয়া বলিল যে হে আবুল কাশেম। আপনি বলিয়াছেন যে জান্নাতী লোকজন পানাহার করিবে। অধিকন্তু আপনি স্বীয় সাথী দিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে যদি আপনি এই কথাগুলি আমার কাছে প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি নাকি আপত্তি উথাপন করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, ঐ সত্বার কসম করিয়া বলিতেছি যাহার হাতে আমার জীবন, প্রত্যেক জান্নাতী এক শত ব্যক্তির পানাহার ও সহবাসের ক্ষমতা লাভ করিবে। ইহুদী বলিল, আহার করিলে তো পায়খানা করিবার প্রয়োজন হয়। জান্নাতে পায়খানা করিবে কোথায়? তিনি জবাব দিলেন যে পায়খানা করিতে হইবে না। বরং পায়খানার পরিবর্তে তাহাদের পিছন দিক দিয়া ঘর্ম বাহির হইয়া আসিবে। যাহা মেশকের ন্যায় সুগন্ধ যুক্ত হইবে। ইহাতে পেট পরিস্কার হইয়া যাইবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তুমি জান্নাতে পাখী দেখিতে পাইয়া ইহার গোশত আহার করিবার আকাঙ্খা করিবে। তখন উহা যবেহ এবং ভুনা হইয়া তোমার সামনে উপস্থিত হইবে।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে এমন কতক পাখী রহিয়াছে যাহা বোখতী উটের ন্যায় বড় বড়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইহা কতই না সুন্দর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে ব্যক্তি ইহা আহার করিবে সে তো ইহা হইতেও সুন্দর! হে আবু বকর! যাহারা এই পাখী আহার করিবে, তুমি তাহাদের একজন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

"পেয়ালা তাহারে সামনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পেশ করা হইবে।"

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন যে স্বর্ণ নির্মিত সত্তরটি পেয়ালা দিয়া জান্নাত বাসীদের খাদ্য পরিবেশন করা হইবে। এক পেয়ালার খাদ্য আহার করিয়া অপর পেয়ালার খাদ্য আহার করিতে থাকিবে। আর খালি পেয়ালা পুনরায় ভর্তি হইয়া তাহাদের সামনে আসিবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে খাদ্য আহার করিতে থাকিবে। আর খালি পেয়ালা পনুরায় ভর্তি হইয়া তাহাদের সামনে আসিবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে নতুন নতুন খাদ্য হইবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ "ইহার মিশ্রন হইবে তসনীমের" আয়াত সম্পর্কে বলেন যে সাধারণ জান্নাতীদের জন্য ইহার মিশ্রন প্রদান করা হইবে। আর আল্লাহর নিকটতম বান্দা এই ঝর্নার খাটি পানি কোন রকম মিশ্রন ব্যতীত পান করিবে।

হযরত আবু দাউদ বলেন- خِتَامُهُ مِسْكٌ "ইহার সীল হইবে মেশকের।" এায়াতের তাফসীর করিতে গিয়া বলেন যে ইহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র এক প্রকার শরাব। পেকেট করিয়া সীল লাগাইয়া জান্নাত বাসীদের জন্য রাখা হইবে।

যদি কোন দুনিয়াবাসী ইহার ভিতরে হাত দিয়া হাত বাহির করিয়া আনে তাহা হইলে পৃথিবীর এমন কোন প্রাণী অবশিষ্ট থাকিবে না যাহার কাছে ইহার সুগন্ধি পৌছিবে না।

বেহেশতের হুর এবং বালকদের বিবরণ

(সাত) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এক সকাল বা এক সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেও উত্তম।" জান্নাতে তোমাদের কাহারও এক কামান পরিমান বা এক পা রাখিবার পরিমাণ স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা অপেক্ষাও উত্তম। যদি জান্নাতের কোন নারী দুনিয়ার দিকে চাহিয়া দেখে তাহা হইলে আসমান ও যমীনের মধ্যভাগ উজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং খুশবু দ্বারা ভরিয়া যাইবে। তাহার মাথার ওড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষাও উত্তম।

হযরত আবু খুদরী বখুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ "এই সকল (অপ্সরাগণ) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ।" আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন, পর্দার ভিতরে থাকার পরও তাহাদের আকৃতি আয়না অপেক্ষা অধিক পরিস্কার ভাবে দেখা যাইবে। তাহাদের অলংকারের সাধারণ মুক্তাও পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়া

উজ্জ্বল করিয়া ফেলিবে। তাহাদিগকে সত্তর পলা কাপড় পরিধান করানো হইবে। কাপড়গুলি এত হালকা ও সূক্ষ্ম হইবে যে ইহার ভিতর দিয়া মানুষের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহাদের দেহ দেখা যাইবে। এমনকি তাহাদের পায়ের গোছার ভিতর মগজ পর্যন্ত দেখা যাইবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি মিরাজের রাত্রে জান্নাতের ভিতর "বায়যাখ" নামক স্থানে গিয়াছিলাম। ইহার ভিতর থেকে কতক নারী আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল 'আসলামু আলাইকা। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিবরাইলকে বলিলাম, এই আওয়াজ প্রদানকারিনী নারী কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা তাবুর ভিতর পর্দার অন্তরালে অবস্থান কারিনী নারীরা। আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্য তাহারা স্বীয় পরোয়ারদিগারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল আল্লাহ পাক তাহাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা বলিতেছিল যে আমরা রাজী আছি। কখনও নারাজ হইব না। আমরা চিরস্থায়ী কখনও সরিয়া পড়িব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِى الْخِيَامِ "এমন হুর যাহারা তাবুর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে।" আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ পবিত্রা স্ত্রীগণ" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বরেন, তাহারা পবিত্রা। অর্থাৎ মাসিক ঋতু প্রসাব, পায়খানা, থুক, সিংগাইল, বীর্য্য, প্রসব প্রভৃতি হইবে পবিত্রা।

ইমাম আওযায়ী فِى شُغُلٍ فَاكِهُونَ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন যে তাহারা কুমারী যুবতীদের যৌবনের পর্দা ছিড়িবে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতীরাও সহবাস করিবে? তিনি জবাব দিলেন যে তোমাদের সত্তর জনের সহবাস ক্ষমতা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতা প্রতিটি জান্নাতী প্রতিদিন লাভ করিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, জান্নাতীদের মধ্যে সর্বাধিক নিম্নস্তরের ব্যক্তিরও এক হাযার খাদেম থাকিবে। প্রত্যেক খাদেমের জন্য পৃথক পৃথক সেবা বন্টন করা থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একজন জান্নাতী পাঁচশত হুর, চার হাযার কুমার যুবতী এবং আট হাযার বিধবা নারী বিবাহ করিবে জান্নাতী ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের সাথে এতদীর্ঘ সময় মোয়ানাকা করিবে যত সময় সে দুনিয়াতে জীবিত ছিল।

এক হাদীছে আছে যে জান্নাতে একটি হাট বসিবে। ইহাতে নারী ও পুরুষের আকৃতি বা ফটো ব্যতীত অন্য কোন কিছু বেচাকেনা হইবে না। যখন কোন ব্যক্তির কোন আকৃতি বা ফটোর কামনা মনে পয়দা হইবে তখন সে ঐ হাটে যাইবে। ঐ হাটে ডাগর চোখা হুরেরা সমবেত থাকিবে। তাহারা উচ্চস্বরে বলিতে থাকিবে,

আমরা চিরস্থায়ী, কখনও ধ্বংস হইব না, আমরা নেয়ামতের অধিকারিনী, কখনও মুখাপেক্ষী হইব না, আমরা আনন্দিত, কখনও রাগ হই না। ঐ ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান যে আমাদের হয় আর আমরা তাহার হই।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতের মধ্যে হুরেরা গান গাইতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে আমরা পরমাসুন্দরী যুবতী। পবিত্র ও ভদ্র পুরুষদের জন্য আমাদিগকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিলে তাহার শির ও পায়ের কাছে জান্নাতের দুইটি হুর বসিয়া সুন্দর স্বরে তাহাকে গান শুনাইতে থাকে। ঐ গান শয়তানের বাঁশীর ন্যায় হয় না বরং আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা সম্বলিত হয়।

জান্নাত এবং ইহার বিভিন্ন অবস্থা

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আছে কি? যে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত হইবে। জান্নাতে কোন প্রকার ভয় ও আশংকা নাই। কাবার রবের কসম করিয়া বলিতেছি যে ইহা একটি চমকদার উজ্জ্বল নুর, মনোমুগ্ধকর ফুলের একটি ডালি, মজবুত অট্টালিকা, এখানে রহিয়াছে প্রবাহিত নহর ও পাকা ফলের প্রাচুর্য, অনিন্দ সৌন্দর্য্য ও অনুপম রূপের অধিকারিনী সহধর্মিনিরা মনতুষ্টিকর আচরন, নেয়ামতের চিরস্থায়ী ভান্ডার। সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা ইহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে তৈয়ার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ বল। অতঃপর তিনি জিহাদের কথা আলোচনা করিলেনএবং ইহার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিলেন। অন্য এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে ঘোড়াও পাওয়া যাইবে? ঘোড়া আমার খুব পছন্দ। তিনি বলিলেন, তোমার কাছে ঘোড়া পছন্দ লাগে? জান্নাতের মধ্যে তুমি লাল ইয়াকুতের একটি ঘোড়া পাইবে। তুমি যেখানে যাইতে চাও, ঘোড়া তোমাকে লইয়া তথায়ই যাইবে। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে তাহা হইলে জান্নাতে উটও থাকিবে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জান্নাতে প্রবেশ করিলে সেখানে তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে এবং যাহা দ্বারা তোমার চোখ জুড়াইবে, এমন সব কিছুই পাইবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতী ব্যক্তি যদি সন্তান লাভের ইচ্ছা করে তাহা

হইলে তাহার সন্তান লাভ হইবে। সন্তানের গর্ভে আসা, প্রসব হওয়া এবং যৌবন পৌঁছা প্রভৃতি অতি অল্পসময়েই সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

এক হাদীসে আছে যে জান্নাত বাসীরা জান্নাতে অবস্থানের পর একে অপরের সাথে অর্থাৎ বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ করিবার আগ্রহ করিবে। আগ্রহ করিবার সাথে সাথে এক জনের পালঙ্ক অপর জনের কাছে চলিয়া যাইবে। একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করিবে। তাহারা কথাবার্তা শুরু করিবে। দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল ঐ গুলির রোমন্থন করিবে। একজন বলিবে- ভাই! তোমার স্মরণ আছে যে আমরা অমুক দিন অমুক মজলিসে বসিয়া উভয়ে দু'আ করিতেছিলাম? আজ আল্লাহ আমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাত বাসীদের দেহ লোম মুক্ত হইবে। তাহারা শশ্রু বিহীন, শুভ্র, কুকড়ানো কেশ বিশিষ্ট, চোখে সুরমা লাগানো, তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইবে। অঙ্গ বিন্যাস হযরত আদম (আঃ) এর ন্যায়। ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত প্রশস্ত। এক হাদীসে আছে যে সর্বাধিক নিম্নমানের জান্নাতীরও আশি হাযার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকিবে। তাহার তাবুটি মনিমুক্তা, যবরজদ ও ইয়াকুত পাথরের প্রস্তুত হইবে। জাবিয়া নামক স্থান হইতে সানআ পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাণ স্থান জুড়িয়া এই তাবুটি খাটানো হইবে। তাহার মাথায় মুক্তার মুকুট পড়ানো থাকিবে। ইহার সাধারণ একটি মুক্তার নূর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়া উজ্জ্বল করিয়া ফেলিবে। তিনি আরও বলেন যে আমি জান্নাত দেখিয়াছি, ইহার এক একটি ডালিম উটের হাওদার ন্যায়। এক একটি পক্ষী বোখতী উটের ন্যায়। সেখানে এক হুর দেখিয়াছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি কাহার জন্য নির্ধারিত? বলিল, আমি যায়েদ ইবনে হারিছার জন্য নির্ধারিত। জান্নাতের মধ্যে যেসব জিনিস আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকটিই এমন মনে হইল যে এই সব জিনিস কখনও কোন চোখ দেখিতে পায় নাই। ইহাদের প্রকৃত বিবরণ কোন কান কখনও শুনে নাই। এমনকি কোন মানুষের অন্তরে ইহাদের কল্পনাও আসে নাই।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৌরাত স্বীয় হস্তে লিপি বদ্ধ করিয়াছেন। জান্নাতের বৃক্ষ নিজ হাতে রোপন করিয়াছেন। অতঃপর জান্নাতকে বলিলেন যে তুমি কথা বল। জান্নাত বলিল "নিশ্চয়ই ঈমানদাররা সফলতা লাভ করিয়াছে।"

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, জান্নাতের ডালিম গুলি বড় বালতির ন্যায়। ইহা ঝর্ণার পানি বাসি হয় না। দুধের ঝর্ণা দুইটি। ইহার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয় না। পরিস্কার ও স্বচ্ছ মধুর ঝর্ণা রহিয়াছে। শরাবেরও ঝর্ণা

রহিয়াছে। ইহার শরাব পান কারীরা শুধু স্বাদই পাইতে থাকে মনে আনন্দ ও স্ফূর্তি পাইতে থাকে। নিদ্রার পরম আনন্দ খতম হয় না। মাথায় চক্কর আসে না। জান্নাতে এমন বসন্ত রহিয়াছে যাহা কোন চোখ কোন দিন দেখে নাই। কোন কানও উহার আলোচনা শুনে নাই। এমনকি কোন মানুষের অন্তরে ইহার কল্পনাও আসে নাই। ইহাতে বসবাসকারীরা নিয়ামতের মধ্যে ডুবন্ত থাকিবে। তাহাদের বয়স হইবে তেত্রিশ বৎসর। সকলে সমবয়স্ক হইবে। তাহাদের দেহের উচ্চতা হইবে ষাট হাত। চোখের সুরমা লাগানো থাকিবে। দেহে কোন লোম থাকিবে না। আযাব হইতে থাকিবে নিরাপদ। ইহার ঝর্না সমূহ যবরজদ ও ইয়াকুত পাথরের দ্বারা বাধানো হইবে। ইহার বৃক্ষ,আঙ্গুর হইবে মুক্তার। আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ফলমূলের অবস্থা জানেনা। পাঁচশত বৎসরের রাস্তা দূরে থাকিয়াও ইহার সুগন্ধি পাওয়া যায়। জান্নাত বাসীদের জন্য দ্রুতগামী ও মন্থরগতি উভয় প্রকারের ঘোড়া ও উট থাকিবে। ইহাদের তলোয়ারের কোষ, লাগাম, বসার গদি এই সব কিছু ইয়াকুতের তৈয়ারী হইবে। তাহারা ঘোড়া ও উটের সাহায্য জান্নাতে ভ্রমন করিতে থাকিবে। হুরেরা হইবে তাহাদের সহধর্মিনী। হুরগুলি দেখিলে মনে হইবে যেন তাহাদিগকে মুক্তা দিয়া জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা দুই হাতের আঙ্গুলের দ্বারা সত্তর পালা পোশাক পরিবধান করিবে। তাহাদের পায়ের গোছার ভিতর যে হাঁড় রহিয়াছে। ঐ হাঁড়ের ভিতরের মগজ এইসব পোশাকের ভিতর দিয়াও বাহির হইতে দেখা যাইবে। আল্লাহ পাক তাহাদের চরিত্র অসততা হইতে এবং তাহাদের দেহ মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়াছেন। জান্নাতের মধ্যে তাহারা নাক সাফ করিবে না। পায়খানা পেশাবও করিবে না। বরং ইহাদের পরিবর্তে মেশকের ন্যায় ঘর্ম বাহির হইয়া আসিবে। সকাল বিকাল তাহাদিগকে রিযক দেওয়া হইবে। কিন্তু জান্নাতে রাত্র থাকিবে না। সকালের পর বিকাল আবার বিকালের পর সকাল এইভাবেই চলিতে থাকিবে। সকলের পরে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং সেখানে সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী হইবে এমন ব্যক্তির অবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হইল। যে চোখ উঠাইয়া একশত বৎসরের রাস্তার সমদূরত্ব পর্যন্ত দেখিতে পাইবে। তাহার রাজত্বে স্বর্ণ রৌপ্যের নির্মিত অট্টালিকা এবং মনিমুক্তা নির্মিত তাবু থাকিবে। আল্লাহ পাক তাহার দৃষ্টি শক্তিকে এক বিশেষ ক্ষমতা দিবেন। ইহার ফলে সে দূরের এবং কাছের উভয় জিনিস সমান দেখিতে পাইবে। জান্নাতীদের কাছে সকালে সত্তর হাযার স্বর্ণের পেয়ালা আবার বিকালে সত্তর হাযার স্বর্ণের পেয়ালা দিয়া খাদ্য পরিবেশন করা হইবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে পৃথক পৃথক খাদ্য থাকিবে। তাহারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পেয়ালার খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করিবে। জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের নির্মিত একটি বাড়ী রহিয়াছে। এই বাড়ীতে সত্তর হাযার ঘর রহিয়াছে। প্রত্যেক ঘরে সত্তর হাজার কক্ষ রহিয়াছে। ইহারা ছিদ্র মুক্ত।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে জান্নাতে সর্বনিম্ন মর্যাদা অধিকারী ব্যক্তিও স্বীয় রাজত্বে একহাজার বৎসর সফর করিতে পারিবে। সে নিকটের ও দূরের জিনিসপত্র সমান দেখিবে। জান্নাতীদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ঐ ব্যক্তি হইবে যে সকাল বিকাল আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ করিবে। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন যে প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে তিনটি করিয়া চুরি থাকিবে। একটি স্বর্ণের, একটি মুক্তার, একটি রৌপ্যের। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে জান্নাতে "আয়না" নাম্নী এক হুর আছে। সে যখন চলিতে থাকে তখন তাহার ডানে ও বামে সত্তর হাজার দাসী চলিতে থাকে। সে বলিতে থাকে যে ঐ ব্যক্তি কোথায় যে ভাল কাজের আদেশ করে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকিতে বলে। হযরত ইয়াহিয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন যে পার্থিবতা বর্জন করা শক্ত কাজ বটে কিন্তু জান্নাত হাতছাড়া করা আরও অনেক শক্ত। পার্থিবতা বর্জন করাই আখেরাতের সীল লাগানো। তিনি আরও বলেন যে পার্থিবতা তালাশ করা অপমান ও অপদস্থতা। পক্ষান্তরে আখেরাত তালাশ করা সম্মান লাভের উপায়। ঐ ব্যক্তির জন্য বিস্ময় যে নশ্বর একটি জিনিসের পিছনে পড়িয়া সম্মান হাতছাড়া করে।

হাদীছের আলোকে জান্নাতীদের গুনাবলী

আল্লাহ পাক বলেন– لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ "যাহারা সৎকাজ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মঙ্গল ও অতিরিক্ত কিছু" (সূরা ইউনুস/ আয়াত ২৫)

এখানে অতিরিক্ত কিছু বলিয়া আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসিয়া ছিলাম। তিনি পূর্নিমার রাত্রের চাঁদ দেখিয়া বলিলেন যে তোমরা যেভাবে এই চাঁদ দেখিতে পাইতেছ ঠিক এই ভাবেই আল্লাহ্ পাককেও দেখিতে পাইবে। চাঁদ দেখিতে গিয়া তো তোমরা ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া যাও না। অর্থাৎ বিনা কষ্টে সকলেই চাঁদ দেখিতে পাইতেছ। অনুরূপভাবে আল্লাহ্কে দেখিতে গিয়াও তোমরা ভীড়ের মধ্যে পড়িবে না। বিনা কষ্টে, বিনা ধাক্কা ধাক্কিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

যদি তোমাদের জন্য সম্ভব হয় তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায সম্পর্কে তোমরা যেন অলসতায় না পড়িয়া যাও। এই দুই নামাযকে ঠিকমত আদায় করিও। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ـ

"সূর্যোদ্বয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ কর।" (সূরা তোয়া-হা/ আয়াত ১৩০)

এই হাদীছটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মুসলিম শরীফে হযরত সুহায়ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন, للذين احسنوا الحسنى وزيادة অতঃপর বলিয়াছেন, যে জান্নাতী যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামে প্রবেশ করিবে তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে হে জান্নাতী। আল্লাহ পাক তোমাদের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিলেন। তিনি আজ তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহারা বলিবে যে ইহা কোন প্রতিশ্রুতি? তিনি তো আমাদের আমলের ওজন ভারী করিয়াছেন। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাহাদের এই কথা বলার পর আল্লাহ পাক তাঁহার ও জান্নাতের মাঝখানের পর্দা উঠাইয়া লইবেন। তাহারা আল্লাহ পাকের দিকে দেখিতে থাকিবে। এমনকি তাহারা এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যে আল্লাহ পাকের দর্শন ব্যতীত অন্য কোন কিছু তাহাদের কাছে প্রিয় লাগিবে না। আল্লাহ পাকের দর্শন সম্পর্কিত হাদীছ কয়েকজন সাহাবা হইতে বর্ণিত আছে। মেটকথা, পরোয়ার দিগারের দর্শন লাভ সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেয়ামত। জান্নাতীদের স্বাদ উপভোগ সম্পর্কে যতগুলি বিষয়ের কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি, আল্লাহ পাকের দর্শনের স্বাদের মোকাবিলায় জান্নাতীদের ঐ সব স্বাদ উপভোগ বিস্মৃতির অতল তলে হারাইয়া যায়। জান্নাতীরা আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের সময় সীমাহীন খুশী হইবে এবং দর্শন লাভের স্বাদের সাথে জান্নাতের বিভিন্ন নেয়ামতের স্বাদের কোন তুলনাই হইতে পারে না।

আল্লাহ পাকের রহমত

আমাদের আমল এমন নহে যে আমরা নিজেদের আমল আল্লাহর সামনে পেশ করিয়া মাফ পাওয়ার আশা করিতে পারি। তবে আমরা তাঁহার রহমত ও দয়ার দিকে তাকাইয়া এতটুকু আশা রাখিতে পারি যে তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের শেষ পরিনতি ভালই করিবেন। আর এই সুবাদেই আমরা তাঁহার রহমতের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এই গ্রন্থের যবনিকা টানিতে চাহিতেছি। তিনি নিজেই বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাঁহার সাথে শিরক করা কে ক্ষমা করিবেন না। তবে ইহা ব্যতীত অন্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা করেন মাফ করিবেন।"(সূরা নিসা/ আয়াত ১১৪)

অন্য এক স্থানে বলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

"আপনি এই কথা পৌঁছাইয়া দিন যে হে আমার ঐ সকল বান্দা যাহারা নিজেদের ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করিয়াছ তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ পাক সব গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়াবান।" (সূরা যুমার/ আয়াত ৫৩)

অন্য একস্থানে বলেন—

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ـ

"যে ব্যক্তি খারাপ আমল করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে। অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল দয়াবান পায়।"

(সূরা নিসা/ আয়াত ১১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাকের একশত দয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে মানুষ, জ্বীন, পশুপাখী এবং মাটির সমস্ত কীট পতঙ্গকে একটি মাত্র দয়া বন্টন করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলেই ইহারা প্রত্যেকে একের প্রতি অপরে দয়া করিয়া থাকে। অবশিষ্ট নিরানব্বই দয়া আল্লাহ পাক অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক এই দয়াগুলির দ্বারা স্বীয় বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করিবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক স্বীয় আরশের নীচ হইতে একটি লিখিত কাগজের টুকরা বাহির করিয়া আনিবেন। ইহাতে লিখা থাকিবে আমার রাগের উপর আমার দয়া প্রধান্য পাইয়াছে। আমি সকল দয়াবান অপেক্ষা অধিক বড় রহমত ওয়ালা।

এক হাদীছে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক আমাদের উদ্দেশ্যে হাসিয়া হাসিয়া তাজাল্লী দিবেন। তিনি বলিবেন, হে মুসলমান জাতি! তোমাদের জন্য খুশীর কথা যে তোমাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক একচেটিয়া বনী আদমের জন্য হযরত আদমের (আঃ) সুপারিশ কবুল করিবেন।

এক হাদীছে আছে যে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক ঈমানদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সাক্ষাৎ তোমাদের কাছে কি প্রিয় ছিল? তাহারা বলিবে আয় আল্লাহ! নিশ্চয়ই প্রিয় ছিল। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন? তাহারা জবাব দিবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জ্জনার আশা করিতাম। আল্লাহ পাক বলিবেন, আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা ও মার্জ্জনা অপরিহার্য করিয়াছিলাম। এক হাদীছে আছে যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিবেন, যে ঐ সকল লোকদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আন যাহারা আমাকে একদিন হইলেও স্মরণ করিয়াছে অথবা কোন এক

স্থানে আমাকে ভয় করিয়াছে। এক হাদীছে আছে যে জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবিষ্ঠ করা হইবে। তাহাদের সাথে কতক মুসলমানও জাহান্নামে যাইবে। তখন কাফেররা মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তোমরা না মুসলমান ছিলে?মুসলমানরা জবাব দিবে হ্যাঁ, আমরা মুসলমান ছিলাম। তখন কাফেররা বলিবে, তোমাদের ইসলাম তোমাদের কোন কাজে আসে নাই। তাই তোমরা আমাদের সাথে জাহান্নামে আসিয়াছ। তাহারা জবাব দিবে যে আমাদের গোনাহ অনেক। এই জন্য আমাদিগকে ধর-পাকড় করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক তাহাদের কথা বার্তা শুনিবেন। অতঃপর নির্দেশ দিবেন যে মুসলমানদের যাহারা জাহান্নামে আছে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন। আল্লাহ পাকের নির্দেশে তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। কাফেররা ইহা দেখিয়া পরিতাপ করিয়া বলিবে যে হায়। আমরা যদি মুসলমান হইতাম। তাহা হইলে তাহাদের ন্যায় আমরাও তো বাহির হইতে পাড়িতাম। এক হাদীছে আছে যে কোন দয়ামতী মাতা স্বীয় সন্তানের প্রতি যতটুকু মমতা রাখে আল্লাহ পাক মুসলমান বান্দার প্রতি তদাপেক্ষা অধিক দয়া রাখেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিনে যাহার সওয়াব পাপ হইতে অধিক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌছিয়া যাইবে। আর যাহার পাপ ও নেকী সমান সমান হইবে তাহার থেকে সামান্য হিসাব লওয়া হইবে অতঃপর সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ তো ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজেকে ধ্বংস করিয়াছে। গোনাহ দ্বারা পীঠ ভারী করিয়াছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে যে আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) কে বলেন, হে মূসা! কারুন তো তোমার কাছে একটি ফরিয়াদ করিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহার ফরিয়াদ কবুল কর নাই। আমার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিতেছি যে যদি সে আমার কাছে ফরিয়াদ করিত তাহা হইলে আমি তাহার ফরিয়াদ কবুল করিতাম এবং তাহার অপরাধ মাফ করিয়া দিতাম।

সাঈদ ইবনে বিলাল (রহঃ) বলেন যে কিয়ামতের দিনে দুই ব্যক্তিকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিবার পর আল্লাহ পাক বলিবেন যে, ইহা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়। আমি বান্দাদের উপর জুলুম করা বৈধ রাখি না। ইহা বলিয়া তাহাদিগকে পুনরায় জাহান্নামে লইয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন। এই নির্দেশ শুনার পর তাহাদের একজন স্বীয় বেড়ীসহ জাহান্নামের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে। এমনকি সে জাহান্নাম প্রবেশ করিবে। আর অপর ব্রক্তি শুধু পা মড়াইতে থাকিবে। যাওয়ার ভান করিয়াও যাইতে চাহিবে না। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে ফের আনার নির্দেশ দেওয়া হইবে। তাহারা এইরূপ করিল কেন- তাহা জানিতে চাওয়া হইবে। যে ব্যক্তি দৌড়াইয়া জাহান্নামের দিকে চলিয়া গিয়াছিল সে জবাব দিবে যে আমি তো পূর্ব

নাফমানীর মছিবতে গ্রেপ্তার। এখন ভয় পাইতেছি যে না জানি আপনার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাফরমানী হইয়া যায়। তাই আপনার নির্দেশ তাড়াতাড়ি পালনার্থে দৌড়াইতে ছিলাম। যে ব্যক্তি থামিয়া থামিয়া চলিতেছিল সে বলিল যে- এলাহি। আমার এইরূপ করার পিছনে আপনার প্রতি আমার সুধারনা কাজ করিয়াছে। আপনি যখন আমাকে জাহান্নাম হইবে বাহির করিয়া আনিয়াছেন আমার ধারনা হইল যে আপনি দ্বিতীয়বার আমাকে জাহান্নামে প্রেরন করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাদের উভয়কে জান্নাতে প্রেরনের নির্দেশ দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচ থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিতে থাকিবে যে হে উম্মতে মুহাম্মদ! তোমাদের দায়িত্বে আমার যে সব হক ছিল। আমি সেগুলি মাফ করিয়া দিয়াছি। এখন তোমাদের একের দায়িত্বে অপরের যে হক রহিয়াছে। তোমরা একে অপরকে মাফ করিয়া দিয়া জান্নাতে প্রবেশ কর।

হযরত চুনাবেহী (রহঃ) বলেন যে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) খুব অসুস্থ ছিলেন। আমরা তাহাকে দেখিতে গেলাম। আমরা তাঁহার জন্য কাঁদিলাম। তিনি বলিলেন, থাম! কাঁদিতেছ কেন? আল্লাহর কসম। আমি যে সব হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে শুনিয়াছি আর ইহাতে তোমাদের কল্যাণ দেখিয়াছি তাহা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। কিন্তু একটি হাদীছ বর্ণনা করি নাই। তাহাও আজ বলিয়া দিতেছি। আমি শুনিয়াছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এই কলেমার সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহ পাক তাহার জন্য জাহান্নাম হারাম করিয়া দেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমার উম্মতের বিশাল সমাবেশের সামনে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবেন। তাহার আমল নামার নিরানব্বইটি খাতা খোলা হইবে।

চোখের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায় প্রত্যেকটি খাতা প্রসারিত করিলে তত দূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। আল্লাহ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে এই খাতাগুলিতে তোমার যে সব অপরাধ লিখা হইয়াছে তাহাতে তোমার কোন আপত্তি নাই তো? যে সকল ফিরিশতারা এইগুলি লিখিয়াছে তাহারা অন্যায় ভাবে কিছু লিখে নাই তো? সে জবাব দিবে, আয় আল্লাহ! না। অন্যায় ভাবে অতিরিক্ত কিছু লিখে নাই। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এখানে তোমার কোন ওজর আপত্তি আছে কি? সে বলিবে না! তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, হা! তোমার একটি নেক কাজ আমার কাছে রহিয়াছে। আজ তোমার প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না। তখন আল্লাহ পাক কাগজের একটি ছোট টুকরা বাহির করিবেন। ইহাতে লিখা

রহিয়াছে যে "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই" এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।" সে বলিবে, ইয়া এলাহি! এই ছোট্ট কাগজের টুকরাটি এতদীর্ঘ আমল নামার মোকাবিলায় কি কাজে আসিবে? আল্লাহ পাক বলিবেন, তোমার প্রতি অবিচার করা হইবে না। এই বিশাল আমলনামা এক পাল্লায় রাখ। আর এই ছোটট টুকরাটি অপর পাল্লায় রাখ। রাখার পর দেখা যাইবে যে আমল নামার পাল্লা হালকা প্রমানিত হইবে আর ছোট্ট কাগজের টুকরার পাল্লাটি ভারী প্রমানিত হইবে। কেননা আল্লাহর নামের সমকক্ষ কোন কিছুই হইতে পারে না।

এক লম্বা হাদীছে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের এবং পুলসিরাতের বর্ণনা দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক ফিরিশতাদিগকে বলিবেন, জাহান্নাম বাসীদের মধ্যে যাহার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও নেক কাজ রহিয়াছে। তাহাদিগকে জাহান্নাম থেকে বাহির করিয়া আন। এইভাবে অনেক মানুষকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনা হইবে। অবশেষে ফিরিশতারা বলিবে যে আয় এলাহি! আপনি যাহাদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন— তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাদ দেই নাই। সকলকেই বাহির করিয়া আনিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ পাক পুনরায় নির্দেশ দিবেন যাও যাহারা বিন্দু পরিমাণও নেক কাজ করিয়াছে তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। এই বারও অনেক লোক বাহির হইয়া আসিবে। তাহারা পুনরায় বলিবে— হে খোদা আপনি যাহাদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেলেন তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাদ দেই নাই। সকলকেই বাহির করিয়া আনিয়াছি।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, যদি এই হাদীছ বর্ণনায় তোমরা আমাকে সত্য বলিয়া মনে না কর, তাহা হইলে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ কর। ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। আয়াতটি এই—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا -

"আল্লাহ পাক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না। যদি কোন সওয়াব থাকে তাহা হইলে ইহাকে দুই গুণ করিয়া দেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বড় সওয়াব দান করেন।" (সূরা নিসা/ আয়াত ৪০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন যে, ফিরিশতারা সুপারিশ করিয়াছে, নবীগণ ও মুমিনগণ সুপারিশ করিয়াছে। এখন আমি ব্যতীত অন্য কেহ সুপারিশকারী অবশিষ্ট নাই। তখন আল্লাহ পাক মুষ্ঠি ভরিয়া জাহান্নাম হইতে লোকদিগককে বাহির করিবেন। তাহারা এমন এক শ্রেণীর লোক যাহারা সামান্য পরিমাণ ও নেক কাজ করে নাই। দোজখে জ্বালিয়া জ্বলিয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদিগকে বেহেশতের সুন্মুখ দিয়া প্রবাহিত এক প্রস্রবনে

নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। অতঃপর তাহারা ইহার পানিতে ডুবদিয়া বাহির হইয়া আসিবে। তখন তাহাদের চেহারা ভূমি হইতে সদ্য নির্গত চারার ন্যায় দেখা যাইবে। তোমরা কি এমন চারা দেখ নাই যে সদ্য নির্গত হইয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া আছে। ইহার রং সাদা ও হলদে মিশ্রিত হয়। আর ইহার মাথার অংশটুকু সাদা হয়। তাহারা এই রং লইয়া বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে মুক্তার ন্যায় দেখা যাইবে। কিন্তু তাহাদের গ্রীবা দেশে সীল লাগানো থাকিবে। তাহাদের এই সীল দেখিয়া জান্নাতীরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। জান্নাতীরা বলিবে যে এই সকল লোকদিগকে আল্লাহ পাক মুক্ত করিয়াছেন।। কোন নেক আমল ছাড়াই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করিবার নির্দেশ দিবেন এবং বলিবেন যে তোমরা সেখানে যাহা কিছু দেখিতে পাইবে তাহা সবই তোমাদের জন্য। তাহারা বলিবে যে আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এমন জিনিস দিয়াছেন যাহা অন্য কাহাকেও দেন নাই। আল্লাহ পাক বলিবেন- তোমাদের জন্য আমার কাছে ইহা অপেক্ষাও উত্তম জিনিস রহিয়াছে। তাহারা বলিবে আয় আল্লাহ। ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কি হইতে পারে? আল্লাহ পাক বলিবেন, তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি। এখন থেকে তোমাদের প্রতি আমি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। (বুখারী-মুসলিম)।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিলেন। তিনি বলিলেন, আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থিত করা হইয়াছে। আমি দেখিতে পাইলাম যে, এক নবী, যাহার সাথে মাত্র এক ব্যক্তি। অন্য এক নবীকে দেখিতে পাইলাম, যাহার সাথে ছিল মাত্র দুইজন মানুষ। অন্য এক নবীকে দেখিলাম। তাহার সাথে কোন মানুষ ছিল না। কোন কোন নবীর সাথে পাঁচ/দশ জন ছিল। অতঃপর একস্থানে বহু লোক সমবেত দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম যে তাহারা হয়ত আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হইল যে তাহারা হইল মুসা (আঃ) এবং তাঁহার উম্মত। অতঃপর আমাকে বলা হইল যে আপনি এই দিকে চাহিয়া দেখুন। অগনিত লোক দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে বলা হইল যে তাহারা আপনার উম্মত। তাহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈঠক হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই সত্তর হাজার কাহারা এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নাই। তাই সাহাবাগণ নিজেরাই এই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা শুরু করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে এই সত্তর হাজারে আমরা অন্তর্ভুক্ত নহি। কারণ আমরা প্রথম জীবনে শিরক করিয়াছি। অতঃপর মুসলমান হইয়াছি তাই আমরা হইতে পারি না। তবে আমাদের সন্তানরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইলেন। তাই তিনি বলিলেন, তাহারা ঐ সকল লোক যাহারা শরীরে দাগ লাগাইয়া চিকিৎসা করে না ঝাড়ফুঁক করে নাই। কোন জিনিসের মধ্যে শুভ অশুভ আছে বলিয়া বিশ্বাস করে নাই এবং সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া আছে। হযরত উক্কাশা ইবনে মেহসান (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু'য়া করুন। আল্লাহ যেন আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন তুমি তাহাদের একজন। অতঃপর অন্য একব্যক্তি দাঁড়াইয়া অনুরূপ আবেদন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন উক্কাশা তোমার চেয়ে আগে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্য দু'য়া কবুল হইয়া গিয়াছে। হযরত আমর ইবনে হযম আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত আমাদের চোখের আড়ালে ছিলেন। শুধু নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিতেন। নামায শেষে চলিয়া যাইতেন। চতুর্থ দিনে তিনি আমাদের সামনে আসিলেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত আপনি আমাদের আড়ালে ছিলেন। আমরা ধারনা করিয়াছি যে হয়তোবা নতুন কোন কিছু ঘটিয়াছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নতুন কিছু ঘটিয়াছে সত্য। তবে তাহা কল্যাণকর। অকল্যাণকর কিছুই নয়। আমার পরোয়ারদিগার আমার কাছে ওয়াদা করিয়াছেন যে তিনি আমার উম্মত হইতে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে পবিষ্ট করিবেন। আমি এই তিন দিন পর্যন্ত তাঁহার কাছে আবেদন রাখিয়াছি যে তিনি যেন এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেন। আমি স্বীয় পরোয়ারদিগারকে বড় দয়ালূ পাইয়াছি। তিনি এই সত্তর হাজার লোকদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের সাথে আরও সত্তর হাযার করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমি বলিলাম, আয় রব! আমার উম্মত কি এই সংখ্যা পর্যন্ত পৌছিবে? তিনি বলিলেন, আমি তোমার এই সংখ্যাটি শুধু আরব থেকেই পূর্ণ করিব।

হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে মদিনার বাহিরে সমতল ভূমিতে হযরত জিবরাইল (আঃ) আমার কাছে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে আপনার উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি শিরক করা ব্যতীত দুনিয়া ত্যাগ করিবে সে জান্নাতে পৌছিবে। আমি বলিলাম, হে জিবরাইল! যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন যে হ্যাঁ, যদিও যিনা করে। যদিও চুরি করে তবুও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম- যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন যে হ্যাঁ, যদিও যিনা করে যদিও চুরি করে? আমি আবা রবলিলাম, যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, হ্যাঁ, যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ" যে

ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দাঁড়াইতে হইবে বলিয়া ভয় করে তাহার জন্য দুইটি জান্নাত।" আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদিও যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? তিনি আবার এই আয়াত পাঠ করিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? তিনি পুনরায় এই আয়াত পাঠ করিলেন। আমি আবার বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? তিনি এই বার বলিলেন হ্যাঁ, যদিও আবু দারদার পছন্দ না হয়। তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক ঈমানদারের হাতে বিজাতীয় একজন লোক অর্পন করা হইবে। আর বলা হইবে, ইহা জাহান্নামের জন্য তোমার বিনিময়।

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহঃ) দরবারে এক হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমার পিতা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) আমার কাছে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, " কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে আল্লাহ পাক তাহার পরিবর্তে এক ইহুদী বা এক খৃষ্টানকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন।" হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) হযরত আবু বুরদা (রাঃ)কে তিনবার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সত্যিই কি তোমার পিতা এই হাদীছ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনিয়া তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি তিনবার বলিলেন যে হ্যাঁ। আমার কাছে এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে এক শিশু কোন এক যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়াইয়াছিল। সেদিন প্রচন্ড গরম ছিল। এক মহিলা তাবুর ভিতর হইতে এই শিশুকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই দৌড়াইয়া আসিল। মহিলার অকস্মাৎ দৌড় দেখিয়া মহিলার সাথীরাও তাহার পছনে পিছনে আসিল। সে আসিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহাকে স্বীয় বুকের সাথে লাগাইল। আদর করিতে লাগিল। এই পাথরী মাটির প্রচন্ড গরম হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করিল। আর বলিতে ছিল, ইহা আমার শিশু। এমতাবস্থায় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত লোকজন ঘটনা শুনাইল। তিনি সেই মুহূর্তে তাহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইলেন এবং বলিলেন যে, এই মহিলা স্বীয় সন্তানের প্রতি যে দয়ামায়া প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। অথচ মহিলা স্বীয় সন্তানের প্রতি যতটুকু দয়া প্রদর্শন করিয়াছে আল্লাহ পাক তোমাদের সকলের প্রতি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী দয়ালু। এই কথা শুনিয়া মুসলমানরা অতি খুশী ও আনন্দের সাথে সেখান থেকে প্রস্থান করিল।

আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে সমাপ্ত।